Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED

সদ্‌গ্রন্থ প্রকাশনী গ্রন্থমালা—১৪

শ্রীশ্রীমৎ প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর

# মৌনী অবস্থার উপদেশ

দ্বিতীয় খণ্ড

With best Compliments of:-
NIR-MOY-CALCUTTA
H. O. 78/1, Rafi Ahmed Kidwai Road,
Calcutta-700013.

শ্রীশ্রীমৎ স্বামী অসীমানন্দ সরস্বতী কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

LIBRARY
No. 8.96
Shri Shri ... BANARAS

শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ আশ্রম
পোঃ রামচন্দ্রপুর, ভায়া আদ্রা, মানভুম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

9/220

শ্রীশ্রীমৎ প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর

# মৌনী অবস্থার উপদেশ

দ্বিতীয় খণ্ড

---

শ্রীশ্রীমৎ স্বামী অসীমানন্দ সরস্বতী কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

LIBRARY
No. 9/220
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ আশ্রম
পোঃ রামচন্দ্রপুর, ভায়া আদ্রা, মানভূম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশক—
শ্রীললিত মোহন ভট্টাচার্য্য
—সদ্‌গ্রন্থ প্রকাশনী—
৮।১ এম, হাজরা লেন,
কলিকাতা—২৯।

প্রথম সংস্করণ—১৩৬১

মুদ্রাকর—
শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস
ফাইন প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
৪৩।এ, নিমতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

মূল্য দুই টাকা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

9/220

With best Compliments of:-

NIRAMOY-CALCUTTA.
H. O. 78/1, Rafi Ahmed Kidwai Road,
Calcutta-700013.

# নিবেদন।

ভগবান শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুর মৌনী অবস্থার উপদেশ প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। স্বামী অসীমানন্দ সরস্বতীর আন্তরিক চেষ্টা ও যত্নে শ্রীশ্রীগোস্বামী প্রভুর উপদেশাবলী (যাহা "মৌনী অবস্থার উপদেশ" প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত হয় নাই, তাহা) সংগ্রহ করিয়া দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইল। শ্রীশ্রীসারদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের খাতা হইতে অবশিষ্ট উপদেশগুলি সংগ্রহ করা হইয়াছে। এই উভয় খণ্ডে যাহা প্রকাশিত হইল, তাহা ছাড়া আরও যদি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়, তবে তৃতীয় খণ্ডে তাহা প্রকাশিত হইবে।

ইহা ছাড়া গোস্বামী প্রভুর শিষ্য ও শিষ্যাগণের, গোস্বামী প্রভু সম্বন্ধে উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতার কথাও যাহা যাহা সংগ্রহ করা হইয়াছে, সেই সব অমূল্য সম্পদ ক্রমে পুস্তকাকারে প্রকাশ করার ইচ্ছা স্বামী অসীমানন্দজীর প্রাণে রহিয়াছে। শ্রীভগবানের ইচ্ছায় তাহা সম্ভব হইলে, আমরা সকলেই কৃতার্থ হইব। ইহাতে কেবল গোস্বামী প্রভুর গণমণ্ডলীই নহে, সকল সম্প্রদায়ের ধর্ম্মপিপাসু জনসাধারণই বিশেষ উপকৃত হইবেন।

শিবরাত্রি, ১৩৬১ সাল,
যাদবপুর, কলিকাতা।

প্রণবানন্দ সরস্বতী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

9/220

# সূচীপত্র

( বর্ণানুক্রমিক )


| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| **অ** | |
| অচলানন্দ স্বামীর কথা "বিশ্বাস" | ৮৭ |
| অত্যন্ত আচার ... | ১২৯ |
| অদ্বৈত প্রভুর গুজরাট ভ্রমণের কথা ... | ১০৯ |
| অনধিকারীর নিকট শাস্ত্র বলাও অপরাধ ... | ১৯০ |
| অন্তরের দোষ দূর করা ... | ৫৩ |
| অন্ত ব্রহ্মাণ্ডের কথা ... | ৯৪ |
| অন্য মহাপুরুষের উপদেশ অনুযায়ী কার্য্য ... | ৪৫ |
| অপরের উপকার করার দোষ | ১৩৭ |
| অবতারবাদ ... | ১১১ |
| অবস্থালাভের উপায় .. | ৫৯ |
| অবিশ্বাস একটী ভ্রম মাত্র | ১২৭ |
| অভয় বাবুর স্বপ্ন ... | ১৫৪ |
| অভিমান নষ্ট ... | ৪০ |
| অমৃত কি ? ... | ৫৮ |
| অমৃতের স্বাদ ... | ৫৯ |
| অর্জ্জুনের শক্তি হরণ ... | ৯৫ |
| অহংকার নষ্টের উপায় ... | ১১ |
| অহংকারের ফল ... | ১১ |
| অহিংসা ... | ২১ |
| **আ** | |
| আকবর বাদশাহ সংগৃহীত মহাপ্রভুর চিত্রপট ... | ৯১ |
| আবেশ ও পূর্ণ অবতার ... | ১২৮ |
| আমরা কি ভাবের উপাসক ? | ৪৫ |
| আমাদের সাধন অমূল্যধন | ৯ |
| আম্রবৃক্ষ হইতে মধুক্ষরণ ... | ১৪ |
| আসক্তি ... ... | ১৪১ |
| আসক্তি, বৈরাগ্য, সন্ন্যাস | ৪৭ |
| আসন ... ... | ৩৯ |
| আসন পাতিয়া গুরুর ফটো রাখিয়া পূজা ইত্যাদি সঙ্গত কিনা ? | ৭৩ |
| আহারাদির নিয়ম ... | ৪০ |
| **ঈ** | |
| ঈশ্বর প্রয়োজনানুসারে ব্যবস্থা করেন ... | ৮০ |
| **উ** | |
| উচ্ছিষ্ট ... ... | ৮০ |
| উচ্ছিষ্ট ইত্যাদি নিষিদ্ধ ... | ১৫১ |
| উপদেশ ... | ১৬৪, [illegible] |


CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS




| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| **উ** | |
| উর্দ্ধরেতা ... ... | ৩৯ |
| **ঋ** | |
| ঋণ কি কি ? ... | ৫৪ |
| ঋষিবাক্য ... ... | ২৫ |
| ঋষিবাক্য ও গ্রন্থপাঠ ... | ১৩৭ |
| **এ** | |
| একটী জন্তু অন্য জন্তুকে খায় কেন ? .. | ১৩৮ |
| **ঐ** | |
| ঐষধের গুণ না ভোগশেষ | ১৫৩ |
| **ক** | |
| কর্ত্তব্য রক্ষা ... ... | ৪৪ |
| কর্ম্ম কি ? .. ... | ৬১ |
| কর্ম্ম ত্যাগ ... ... | ২৭ |
| কর্ম্ম ত্যাগী ... ... | ২৯ |
| কর্ম্ম বিনা মুক্তি ... | ৬১ |
| কর্ম্ম শেষ ... ... | ৬৩ |
| কলিতে দান ও নামজপ ... | ১৩৩ |
| কাক ভুশুণ্ডির কথা ... | ১১৮ |
| কাজ কর্ম্ম করিবার সময় নাম | ৭৫ |
| কালী, দুর্গা প্রভৃতি কি কল্পনা | ১৮ |
| কালী পূজার দুই মত ... | ১২০ |
| কাম রিপু ... ... | ৩৯ |
| কাহারও প্রতি উপদেশ ... | ৭ |
| কুল-গুরু ... ... | ১৯ |
| কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও জীব গোস্বামী | ৩২ |
| কৃষ্ণ নাম ... ... | ১৯০ |
| **গ** | |
| গয়ায় পিণ্ড-দানের উপকারিতা | ১৬ |
| গীতার অক্ষর বীজ; সাধনায় জাগ্রত হয় ... | ১২৯ |
| গীতার টীকা কাঁহার শ্রেষ্ঠ | ১৩০ |
| গুরু কৃপায় সব হয়, তাতে লাভ কি ? ... | ৫১ |
| গুরু কে ? ... ... | ২০ |
| গুরুতে বিশ্বাস ... | ১৯, ৭৪ |
| গুরু দক্ষিণা ... ... | ৪০ |
| গুরু নানক ... ... | ১৪১ |
| গুরু পূজা ... ... | ৩০ |
| গুরু লাভ হইলে পরজন্মেও কি গুরুর প্রয়োজন ... | ৭২ |
| গুরু-সঙ্গ ... ... | ৪১ |
| গোপী কয় শ্রেণী ... | ৭৭ |
| গোপীগণের কাত্যায়ণী পূজা | ১০৬ |
| গোস্বামী প্রভুর সমাধিসময়ের উক্তি | ১৫৮ |


CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS




| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| **ঘ** | |
| ঘরবাড়ী স্বপ্নবৎ ... | ৯৫ |
| **চ** | |
| চিকিৎসা ... ... | ৭৫ |
| চিত্তের প্রসন্নতায় ভগবৎ সম্মতি | ৯৩ |
| **ছ** | |
| ছিন্নমস্তা সাধন ... | ১৫১ |
| **জ** | |
| জন্ম-মৃত্যু ... ... | ৭ |
| জাতিভেদ ... ... | ৪৬, ১৬৪ |
| জীব কেন কর্ম্মপাশে আবদ্ধ হয় | ১৩৬ |
| জীব তত্ত্ব ... ... | ১১১ |
| জীবন্মুক্ত পুরুষের অবস্থা ... | ১৩৫ |
| **ট** | |
| টাকা ... ... | ৭৯ |
| **ঠ** | |
| ঠাকুরের স্বপ্নে মহাপ্রভুর নিকট দীক্ষা ... | ৭১ |
| **ঢ** | |
| ঢাকার পরশুরামের অবস্থা | ১৪৮ |
| **ত** | |
| তন্ত্রোক্ত আচার ... | ১৮৬ |
| তন্ময়তা ... ... | ১১৪ |
| তপস্যা ও প্রভাব ... | ১২৬ |
| তপস্যার উৎকৃষ্ট স্থান ... | ৮৪ |
| তিন জন্ম সম্বন্ধে ... | ৭৫ |
| তুলসী পত্র ব্যবহার ... | ৬ |
| তৃণাদপি সুনীচেন ... | ৭৩ |
| ত্রি-বর্গ সাধন ... | ৪৩ |
| **দ** | |
| দক্ষসংহিতায় যোগ সম্বন্ধে বর্ণনা | ৮২ |
| দয়া ... ... | ১৪৩ |
| দর্শন ও প্রাপ্তি ... | ৪২ |
| দর্শন, শ্রবণ ও স্পর্শ ... | ৫৬ |
| দাউজীর কথা ... | ১০৯ |
| দান ... ... | ২২ |
| দানে অনুতাপ ... | ৯৫ |
| দেবতার আভা দর্শন ... | ২৩ |
| দ্বারিকানাথ মিত্র ... | ৮৯ |
| দ্বৈতাদ্বৈতবাদ ... | ১৫২ |
| **ধ** | |
| ধর্ম্মপ্রয়াসীর দায়ীত্ব ... | ১১৯ |
| ধূলটে ঠাকুরের বাণী ... | ১৮৬ |
| ধূলি হইতে হইবে ... | ১৪৩ |
| ধৈর্য্য আবশ্যক ... | ১৪৯ |
| ধৈর্য্যের গুণ ... | ২৮ |
| ধ্যান ... ... | ৪৫ |
| ধ্যানে মূর্ত্তি দেখে পরে তৈয়ার | ৯১ |


CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS




| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| **ন** | |
| নরক সত্য কিনা ... | ২২ |
| নরেন্দ্রের প্রশ্ন ... | ১ |
| নানকজী ... ... | ১৪২, ১৮৯ |
| নানকের পরীক্ষা ... | ৭৭ |
| নানা ভাব আসে কেন ? ... | ৪৯ |
| নাম ভগবানে পৌঁছে কিনা | ৭৬ |
| নাম লওয়া কষ্টকর বলাতে | ৯ |
| নিত্যানন্দ প্রভু কি মাছ খাইতেন ? ... | ১৩০ |
| নিত্যানন্দ প্রভুর দীক্ষা কথা | ৯০ |
| নিন্দা ... ... | ১৪২ |
| নির্য্যাতনের পর সাধুর ভগবানকে স্মরণ করার ফল ... | ১৪৫ |
| নিঃস্বার্থ হইলেই কর্ম্ম আরম্ভ | ২৯ |
| নিয়ম রক্ষা ... ... | ১১৯ |
| নির্ব্বাণ ... ... | ১৫১ |
| নিরপেক্ষতা ... ... | ১০৫ |
| নিরাকার উপাসনা ... | ১১১ |
| নিরাপদ স্থান ... | ৭ |
| নীচ জীবের আত্মা ... | ৭৭ |
| নেপোলিয়ন ... ... | ৯৬ |
| নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য ... | ৫৪ |
| **প** | |
| পর নিন্দা ... | ২১ |
| পরনিন্দা ও আত্ম-প্রশংসা - | ১৮৯ |
| পরমব্রহ্মই এই সাধনের লক্ষ্য | ৬৬ |
| পরমব্রহ্মের পূজা ... | ৬০ |
| পরমহংস ... ... | ৩৬ |
| পরমাত্মা ... ... | ৮০ |
| পরের দোষ দেখা ... | ২৪ |
| পিতা মাতার উপর ভক্তি না হওয়ার কারণ ... | ২৪ |
| পিতা-মাতা সাক্ষাৎ দেবতা | ১৪২ |
| প্রকৃত বিশ্বাস দর্শনের পূর্ব্বে হয় না | ১২৭ |
| প্রকৃত বৈরাগ্য (রঘুনাথকে উপদেশ) | ১০৩ |
| প্রকৃত সাধুর লক্ষণ | ৯৭ |
| প্রণাম ... ... | ৭৬ |
| প্রতিষ্ঠা ... ... | ৯২ |
| প্রাণায়াম ... ... | ১৪, ৬৫ |
| প্রাণায়াম সাধন নহে ... | ১৫০ |
| প্রাণায়ামের শব্দ ... | ৬, ৭৭ |
| প্রারব্ধ কর্ম্ম এড়ান যায় কি ? | ৩১ |
| **ব** | |
| বর্ত্তমান মহাপ্রভুর মূর্ত্তি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর প্রতিষ্ঠিত | ১৪৬ |
| বলির অর্থ ... ... | ১০০ |
| বস্তু ... ... | ৭৩ |
| বসন চুরির ঘাটে ঠাকুরের অবস্থা | ৫২ |
| বাউলদের কথা ... | ১৩২ |


CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS




| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| বাউল ও অঘোরপন্থীদের আচার ব্যবহার ... | ৯৩ |
| বানরের বুদ্ধি ... | ৯৮ |
| বারদীয় ব্রহ্মচারীর দেহত্যাগের পূর্ব্বে গোস্বামী প্রভুর সহিত কথোপকথন ... | ৫০ |
| বাহিরের ময়লা দূর করিলেই ভিতর পরিষ্কার হয় ... | ১৫২ |
| বিভিন্ন অবস্থার সহানুভূতি | ২৮ |
| বিশ্বাস ... ১১০, | ১৮৮ |
| বিষয়ে আসক্তি জন্মগ্রহণের হেতু | ৩৫ |
| বীর্য্য ও সত্যরক্ষা এবং ইন্দ্রিয় দমন ... | ৪৬ |
| বীর্য্যরক্ষা ... ... | ৬৪ |
| বুদ্ধদেবের গৃহত্যাগ ... | ১২৫ |
| বৃন্দাবন বাস ... | ৫১ |
| বৃন্দাবনে গোষ্ঠের পথ ... | ১৪৯ |
| বেশী আহার করা উচিত নয় | ১৮৯ |
| বৈধ ভোগ ... ... | ৬২ |
| বৈরাগ্য ... ... | ৬৪ |
| বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মের মত | ১১৩ |
| ব্যারামে গুরুদর্শন ... | ৬ |
| ব্যোমযান ... ... | ১১৯ |
| ব্রহ্মজ্ঞান লাভ ... | ৬৮ |

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| ব্রহ্মাদি পূজার প্রয়োজনীয়তা | ৬০ |
| ব্রহ্মার মোহ ভঙ্গ ... | ৯৪ |
| ব্রাহ্ম সমাজে যাওয়ার উপকারিতা | ৬৭ |
| **ভ** | |
| ভক্তভাবে অবতীর্ণ ... | ১২০ |
| ভক্তি-বিশ্বাস ... | ৭৫ |
| ভক্তের শরীরে ক্রুশ চিহ্ন | ১০৪ |
| ভগবান ... ... | ১৪৩ |
| ভগবানকে বশ করবার উপায় | ১৪৬ |
| ভগবানের অবতারতত্ত্ব ... | ৯২ |
| ভগবানের কৃপায় সব অনুকূল | ১৫৫ |
| ভগবানের ডাক ... | ৮৫ |
| ভগবানের দয়া ... | ১১৯ |
| ভগবানের লীলা বুঝা অসাধ্য | ১২১ |
| ভাগবত কে ... | ৮৩ |
| ভাবের মর্য্যাদা ... | ৬৭ |
| ভালবাসা—শান্তিপুরের কথা | ৩৪ |
| ভোগ শেষের উপায় ... | ২৬ |
| ভোজ্যদ্রব্য নিবেদন ... | ৭৫ |
| **ম** | |
| মৎস্য-মাংস ... | ৭৯ |
| মনঃ স্থির ... | ৪২ |
| মনুষ্য জন্মের পরও পশুজন্ম | ১৩৮ |
| মনের অন্তর্মুখীন অবস্থা ... | ১৪০ |


CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS




| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| মনের অবস্থা গোপন রাখা যায় কিনা ? ... | ৩৬ |
| মনোযোগের সহিত কর্ম্ম | ৮০ |
| মনোরমার মৃত্যুর পর তাঁহার স্বামীর চিঠি ... | ১৭৯ |
| মহাত্মা তুলসী দাস ... | ৯৮ |
| মহাপ্রলয়ে নিষ্কাম ভক্ত ... | ১১৬ |
| মহাপ্রভুর আরও দুইবার অবতার | ১২৭ |
| মহাপ্রভুর শিষ্য ... | ২১ |
| মাংস খাওয়া ... | ১০০ |
| মাংস ও মাছের অপকারিতা | ৬৮ |
| মাদকের অপকারিতা ... | ৫৭ |
| মাধ্যাচার্য্য সম্প্রদায়ের উৎপত্তি | ৯০ |
| মানসিক উত্তেজনা ... | ৪১ |
| মানুষের প্রকৃত অবস্থা কেহ বুঝে না ... | ১০৫ |
| মালাধারণ উচিত কিনা ... | ৭৩ |
| মুক্তি ... ... | ১৬ |
| মুক্তির উপায় (দৃষ্টান্ত) ... | ১২৮ |
| মৃত্যুর পর কি হয় ... | ১৫ |
| মৃত্যু সময়ে নাম ... | ৭৫ |
| মোক্ষ ... ... | ৪৩ |
| মোক্ষ ও বিধিমার্গ ... | ৪২ |
| মোক্ষের দ্বার ... | ৭৮ |

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| **য** | |
| যজ্ঞ ... ... | ২৩ |
| যজ্ঞের উপকারিতা ... | ৩৬ |
| যথেচ্ছ ভক্ষণ ... | ১৫৩ |
| যোগের প্রয়োজন ... | ৮১ |
| **র** | |
| রাত্রি জাগরণে সাধন ... | ১৮ |
| রাত্রি জাগিয়া সাধন ... | ৬ |
| রাধা-কৃষ্ণ তত্ত্ব .... | ১৪ |
| রাধা-তত্ত্ব ... ... | ৩২ |
| রামচন্দ্র পুরার কথা ... | ১০৪ |
| রাসলীলার সময় শ্রীকৃষ্ণের বয়স | ১০২ |
| রিপু প্রবল হইবার কারণ | ৪০ |
| রুদ্রাক্ষ ধারণ ... | ৯৫ |
| **ল** | |
| লজ্জা, পরসেবা ইত্যাদি ... | ২২ |
| লোভের বস্তুতে ছায়াপাত | ৩৫ |
| **শ** | |
| শক্তি ও ধর্ম্ম ... | ১০ |
| শক্তি চুরি ... ... | ৯ |
| শক্তি-সঞ্চার ... | ১০ |
| শঙ্করাচার্য্যের ভক্তি-ভাব | ১৫৬ |
| শাক্ত ও বৈষ্ণব ... | ৩৮ |
| শাস্ত্র অধ্যয়ন ও সাধুসঙ্গ | ৩১ |


CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS




| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| শুকদেব ... ... | ১০৭ |
| শুকদেব ও জড়ভরত ... | ১৮৯ |
| শুদ্ধ আহার ... | ১৩৯ |
| শোক ... ... | ১৫০ |
| শোকে উন্মাদ ও তন্ময়তা | ১১৪ |
| শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম ... | ১৭, ৫৬ |
| শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম করার ফল | ১২, ২০ |
| শ্রদ্ধার অর্থ ... ... | ১৫১ |
| শ্রাদ্ধাদি কর্ত্তব্য ... | ৭ |
| শ্রাদ্ধান্ন ভক্ষণে সাধুর চুরি করিতে প্রবৃত্তি ... | ১৫৭ |
| শ্রীকৃষ্ণের লীলা ... | ১৪৭ |
| শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বিবাহের কারণ ... | ৮৬ |
| শ্রীরূপের ধর্ম্ম ... | ১২৪ |
| শ্রীশ্রীঠাকুর ও তৈলঙ্গ স্বামী | ৬৯ |
| শ্রীশ্রীপুরুষোত্তমে ... | ১৮৯ |
| শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন ... | ৮৪ |
| **স** | |
| সংসার ... ... | ৭৩ |
| সকলই মঙ্গলের জন্য ... | ১০১ |
| সৎ সঙ্গ ... ... | ৪৩ |
| সত্য ভাষণ ... ... | ১১৩ |
| সত্য রক্ষা ... ... | ১৩৩ |
| সদ্‌গুরু এক সময়ে কয়জন হন | ৭২ |
| সদ্‌গুরু কি পরীক্ষা করেন ? | ৫৩ |
| সদ্‌গুরু সঙ্গে থাকেন কিনা | ৭৪ |
| সবেরই সময় আছে ... | ৫০ |
| সময়ে সব হয় ... | ৪৯ |
| সমস্ত শাস্ত্রই বেদের অন্তর্গত | ১৩৯ |
| সমাধি অবস্থায় উক্তি ... | ১০, ১৬৮ |
| সমাধি মন্দিরে কৃষ্ণমূর্ত্তি রাখা | ৭ |
| সাক্ষাতে মন্ত্র দিবার পর স্বপ্নে মন্ত্র দান ... | ১৫৬ |
| সাত বৎসরের বালকের অদ্ভুত শক্তি ... | ১৩৯ |
| সাধন কি ? ... | ২৯ |
| সাধন-তত্ত্ব ... ... | ৩৬ |
| সাধন পাইলে গর্ভযন্ত্রণা ভুগিতে হয় কিনা ? ... | ৭২ |
| সাধন ভজনে দ্বিধা ... | ১৫০ |
| সাধন ভজনের প্রয়োজনীয়তা | ১৮৭ |
| সাধন-সঙ্কেত ... | ১৬৫ |
| সাধনে পরীক্ষা ... | ৩২ |
| সাধনে বাধা ... | ৬৩ |
| সাধনের উপকারিতা ... | ১৬ |
| সাধনের দুইটী নিয়ম ... | ১৩ |
| সাধনের পর ভোগ কত জন্ম | ৯ |
| সাধনের প্রবর্ত্তক ও সাধন বৈশিষ্ট | ৬৫ |


CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS




| বিষয় | পৃষ্ঠা | বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|
| সাধনের সময় (রাত্রে) ... | ২৫ | স্ত্রীলোকের উপর কুদৃষ্টি ... | ৬ |
| সাধনে শুষ্কতা ও নৈরাশ্য | ৩০ | স্ত্রী-সংসর্গ ... ... | ৭৮ |
| সাধারণ উপদেশ ... | ১৭০ | স্নানের সময় ... | ১৩৫ |
| সাধু পরীক্ষার ফল ... | ১৪৪ | স্পিরিট ... ... | ৯ |
| সাধুর কর্ত্তব্য ... | ২৯ | স্বপ্ন দর্শন সম্বন্ধে ... | ১৯ |
| সাধুর লক্ষণ ... | ৮ | স্বপ্নে সত্যদর্শন ... | ১০০ |
| সাধু সঙ্গ ... ... | ১৫৫ | হ | |
| সিদ্ধ কি ... ... | ৭ | হরিদাস ঠাকুরের কথা ... | ৮৫ |
| সুগন্ধি হাওয়া ... | ২৩ | হরিনাম ভিন্ন গতি নাই ... | ১৪৯ |
| স্ত্রীজাতির প্রতি সম্মান ... | ১৯১ | হিঙ্গ খাওয়া উচিত কিনা | ৭৪ |
| স্ত্রীলোক সম্বন্ধে মহাপ্রভুর শিক্ষা | ১০২ | | |


CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

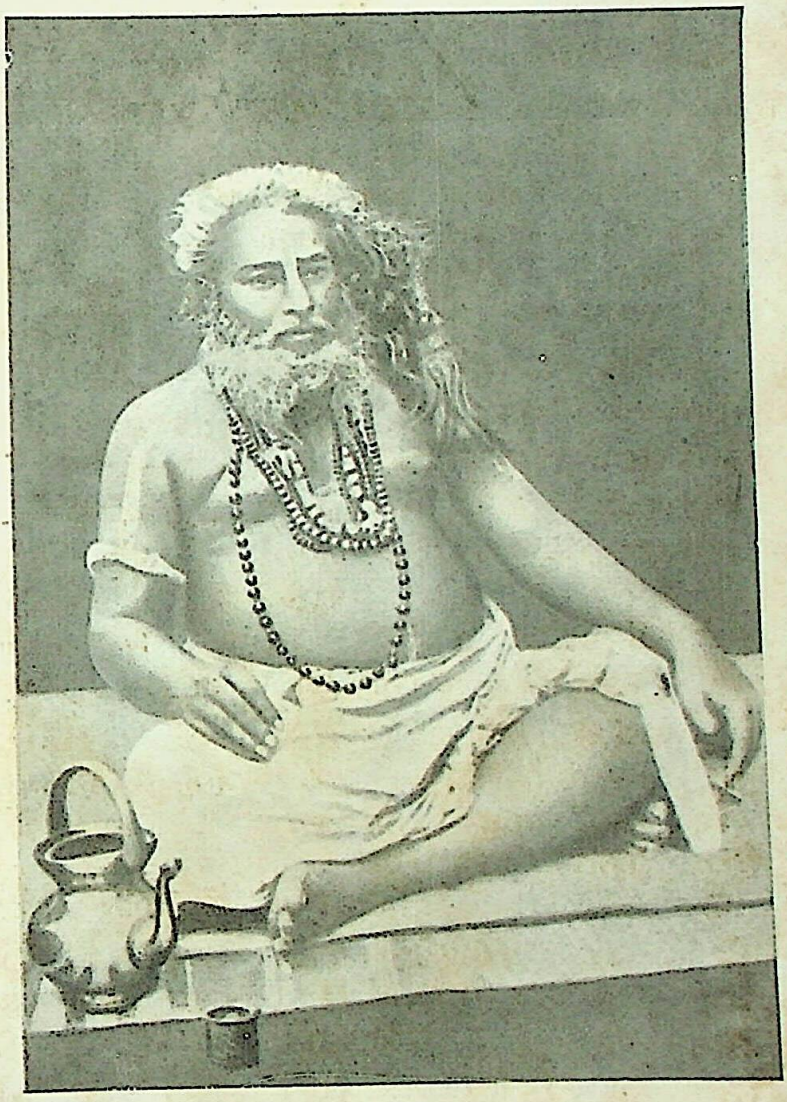

শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীগুরুঃ

# শ্রীশ্রীমৎ প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর মৌনী অবস্থার উপদেশ

—)*(—

## দ্বিতীয় খণ্ড

—*—

### নরেন্দ্রের প্রশ্ন

প্রঃ—আপনাকে যদি আমরা স্মরণ করি, তাহা বুঝিতে পারেন ?

উঃ—হাঁ।

প্রঃ—যতবার পূর্ব্বে স্মরণ করিয়াছিলাম, তাহা শুনিয়াছিলেন ?

উঃ—হাঁ।

প্রঃ—গুরু সর্ব্বত্র ? উঃ—হাঁ।

প্রঃ—আপনি সর্ব্বদা আমাদের নিকট থাকেন ?

উঃ—হাঁ। বলেনা ; কেবলমাত্র নাম জপিতে জপিতে চক্ষু খুলিয়া যাইবে ; তখন সকল বুঝিবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



প্রঃ—সাধন পাইলে কি রিপুর উত্তেজনা বাড়ে ?

উঃ—হাঁ ; সাধন নিলে রিপুর উত্তেজনা বাড়ে, যেমন নির্ব্বাণকালে আগুন বাড়ে।

প্রঃ—রিপুর উত্তেজনা বাড়িলে উপায় ?

উঃ—রিপুর উত্তেজনা বাড়িলে নামের উত্তেজনা বাড়াইতে হয়।

প্রঃ—আপনার নিন্দা শুনিলে বড় কষ্ট হয় ; কি করিব ?

উঃ—অসহ্য হইলে অন্যত্র যাইবে, কিন্তু প্রতিবাদ করিবে না। অন্ধ ব্যক্তি সূর্য্য দেখিতে পায় না, তা বলিয়া কি সূর্য্যে আলো নাই ?

নাম করিতে থাকিলে স্পিরিট, বাঘ, সাপ কিছুরই ভয় নাই ; কিন্তু পরীক্ষা করিব বলিয়া নয়।

প্রঃ—চৈতন্য কি ?

উঃ—অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের যিনি একমাত্র ঈশ্বর (স্বয়ং ভগবান) যোগমায়া অবলম্বন করিয়া নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

প্রঃ—নিত্যানন্দ কি ? অদ্বৈত কি ?

উঃ—অংশাবতার ; বলরাম ও অদ্বৈত অংশাবতার ( মহাবিষ্ণু )। ইঁহারা ভগবানের অংশ।

প্রঃ—নিতাই বড় না অদ্বৈত বড় ?

উঃ—নিতাই বা অদ্বৈত কেহ বড় ছোট নহে।

প্রঃ—যিশুখৃষ্ট কি ?

উঃ—স্বয়ং ভগবান ঐরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

প্রঃ—বুদ্ধদেব ? উঃ—অবতীর্ণ।

প্রঃ—লোক তো ইহা বিশ্বাস করে না।

উঃ—বিশ্বাস করে না বলিয়া কি যাহা প্রকৃত কথা তাহা বলিব না।



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



প্রঃ—আপনি সকলের নিকট বলিতে পারেন যে স্বয়ং ভগবান যিশুখৃষ্ট, শ্রীচৈতন্য ও বুদ্ধদেবরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

উঃ—হাঁ।

প্রঃ—মহম্মদ কি ?  উঃ—তিনি একজন মহাপুরুষ।

প্রঃ—যিশু, বুদ্ধ ও শ্রীচৈতন্য এই তিনরূপই তো কলিযুগে প্রকাশ করিয়াছিলেন।

উঃ—হাঁ।

প্রঃ—এখন কি কলিযুগ ?  উঃ—হাঁ।

প্রঃ—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর যুগে ভগবান অল্পই অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ; কলিযুগে এত কেন ?

উঃ—হাঁ, কলিযুগে ভগবান অনেকবার অবতীর্ণ ; আরও অবতীর্ণ হইবেন।

প্রঃ—কলিযুগের অবতারের ( অবতীর্ণ ) কি কোন বর্ণ নিশ্চয় আছে ?

উঃ—না, তা কিছু নয়।

প্রঃ—ভগবান যতবার অবতীর্ণ হইয়া লীলা করিয়াছেন, চৈতন্য-লীলার মত আর হয় নাই ; কারণ স্বয়ং অবতীর্ণ ও দুই অংশাবতার।

উঃ—হাঁ, অমন লীলা আর হয় নাই।

প্রঃ—সে লীলায় এমন বেশীই বা কি হইয়াছে ; মাত্র এই ভারতবর্ষের অল্প স্থান ব্যাপিয়া তিনি প্রেম-ভক্তি প্রচার করিয়াছিলেন ?

উঃ—না, চৈতন্যলীলা এখনও শেষ হয় নাই। তাঁহারা মাত্র কয়েক-দিন থাকিয়া অন্তর্ধ্যান করিয়াছিলেন। এখন সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে মৃদঙ্গ বাজিতেছে। এমন একদিন আসিবে, যখন সমস্ত মৃদঙ্গময় হইয়া যাইবে।



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



প্রঃ—আপনি যে যাহা জিজ্ঞাসা করে, তাহাকে বিশ্বাস অনুযায়ী উত্তর দিয়া থাকেন ?

উঃ—জ্বর রোগে কুইনাইন সেবনীয় ; কিন্তু আমাশয়ে উহা বিষ হয়।

প্রঃ—রাম-কৃষ্ণ লীলা কি যথার্থ না রূপক ?

উঃ—না, না ; সব ঠিক, সব ঠিক।

প্রঃ—কালী, দুর্গা কি রূপক, না যথার্থ ঐ প্রকার রূপাদি আছে ?

উঃ—রূপক না, উহা ঠিক।

প্রঃ—উহারা কি ?

উঃ—তাঁহারা তিনিই অর্থাৎ তাঁহারই অনন্ত ভাব।

প্রঃ—ভগবান যখন অবতীর্ণ হন, তখন বোধ হয় মানুষের মত তিনি কষ্ট, যন্ত্রণা, রোগ, শোক ভোগ করেন ; ইহা কিরূপ ?

উঃ—মানুষ প্রকৃতি অনুসারে না চলিলে মানুষ ধরা যাইবে কেন ?

প্রঃ—মহাপ্রভুর ভক্তগণ কি সকলেই মহাপুরুষ ? উঃ—হাঁ।

প্রঃ—তাঁহার কত সহস্র সহস্র ভক্ত ছিলেন।

উঃ—হাঁ, তাঁহারা সকলেই সিদ্ধপুরুষ। তাঁহারা অনন্তকাল ভগবানের প্রতি অবতীর্ণকালে সঙ্গে জন্মিবেন।

প্রঃ—যিশুখৃষ্ট মাছ মাংস খাইতেন কেন ?

উঃ—তৎকালিক লোকের মাছ মাংস খাওয়া অত্যন্ত প্রকৃতিগত বলিয়া তিনিও সে বিষয় অজ্ঞবৎ হইয়া নিজেও খাইতেন।

গোঁসাই বলিলেন—বৃন্দাবনে তিনি সহস্র সহস্র কৃষ্ণ দেখিয়াছেন ; ইহা সত্য কথা। ভগবান্ এক সময় হয়ত কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া লীলা করেন। তাহা জীব কি বুঝে ? ঈশা, চৈতন্য যে অলৌকিক দেখাইয়াছিলেন, তাহা বুজরুকী নহে।



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



কাহাকেও প্রণাম করিতে বাধা নাই; মাথা না নুইলে জোর করিয়া নোয়াইতে হয়। কাহারও অনিচ্ছায় পদধূলি লওয়া অন্যায়।

মহাজনের পাঁচটী লক্ষণ :—যিনি (১) আত্মপ্রশংসা চাহেন না; (২) পরনিন্দা করেন না; (৩) বুজ্‌রুকী দেখান না; (৪) বিশ্বপ্রেম লাভ করিয়াছেন এবং (৫) অভ্রান্ত জ্ঞান লাভ করিয়াছেন। (অভ্রান্ত-জ্ঞান :—শাস্ত্র ও মহাজনের বাক্যসহ যাহা ঐক্য।)

প্রভু বলিলেন, এই পাঁচটী—লক্ষণযুক্ত মহাজন সাজান। যাঁহারা ভগবানের সহিত লীন হইয়া যান, তদপেক্ষা ভগবদ্‌ভক্তগণ শ্রেষ্ঠতর ও অতুলানন্দের অধিকারী। শঙ্করাচার্য্য অংশাবতার (শিব); তিনি ভগবানের সহিত লীন হন নাই।

এখন পড়, পিতৃসেবা কর, বিবাহ কর, অর্থ কর, পরে তোমার প্রেম-ভক্তি লাভ হইবে—যদি তোমার শুভাদৃষ্ট থাকে। প্রেম-ভক্তি সোজা নয়, উহা কেহ দিতে পারে না; উহা সাধন ভজনে হয় না, শুভাদৃষ্ট চাই।

প্রঃ—প্রেম-ভক্তি কেহ দিতে না পারিলে প্রভু নিত্যানন্দ কিরূপে বিতরণ করিয়াছিলেন?

উঃ—হাঁ, তিনি পারেন।

প্রঃ—তিনি এখন কোথায়? উঃ—সর্ব্বত্র।

প্রঃ—অদ্বৈত? উঃ—সর্ব্বত্র।

প্রঃ—মহাপ্রভু? উঃ—সর্ব্বময়।

"নাম করিতে করিতে কত কি দেখিবে, শুনিবে; তাহাতে লক্ষ্য না করিয়া কেবল জপিতে থাকিবে। কালী দুর্গা রূপক বা কল্পনা নহে, উহা ঠিক। উহারা ভগবানেরই রূপ। ঈশ্বরের অনন্ত ভাব।"



PRESENTED
CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



"সকলের নিকট নত হইবে, তোমরা ধর্ম্মলাভ করিবে। তোমরা যদি তর্ক করিয়া বেড়াও তবে চলিবে কেন? তবে আর বিভিন্নতা রহিল কি?"

"প্রেম-ভক্তি লাভ করিতে হইলে (বিদ্যা ভাল কর, অর্থ কর, সংসার কর) মধ্য দিয়া লোকের যাইতে হইবে।"

**স্ত্রীলোকের উপর কুদৃষ্টি**—প্রঃ—স্ত্রীলোকের উপর কুদৃষ্টি?

উঃ—মাটির দিকে চাহিবে, কর ধরিয়া নাম করিলে উপকার আছে; মনোযোগ হয়।

**রাত্রি জাগিয়া সাধন**—প্রঃ—রাত্রি জাগিয়া সাধন করা উচিত কিনা?

উঃ—জোর করিয়া কিছু করা ঠিক নহে। এমন অবস্থা আসিবে যখন নাম না করিয়াই পারিবে না। ঘুমের সময় নাম করায় কিছু হয় না।

**তুলসীপত্র ব্যবহার**—প্রঃ—তুলসীপাতা জলে ভাতে ব্যবহার করা ভাল কিনা?

উঃ—ভাল, শরীর ঠাণ্ডা করে।

**ব্যারামে গুরুদর্শন**—প্রঃ—অতি বিপদের সময় (যেমন মর মর ব্যারামের সময়) কেহ কেহ (রোগী ছাড়া অন্যও) যে গুরুকে দেখিতে পান, তাহা কি ঠিক?

উঃ—(ভাবে) হাঁ, ঠিক।

**প্রাণায়ামের শব্দ**—প্রঃ—প্রাণায়ামের শব্দ অন্যে শুনিলে কি দোষ?

উঃ—শব্দ শুনিলে দোষ নাই, দেখিতে না পায়।



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



**জন্ম-মৃত্যু**—জন্ম-মৃত্যু এ মোহ। যখন জন্ম মৃত্যু বৃক্ষের পত্র হওয়া ও গজানবৎ বোধ হইবে তখনই যথার্থ আমি কি বুঝিতে পারিবে।

**নিরাপদ স্থান**—প্রঃ—নিরাপদ স্থান লাভ ক'রেছেন কারা ?

উঃ—সনৎ, সনন্দ, সনৎকুমার, সনাতন, শুক, জড়ভরত, দত্তাত্রেয় ও কপিল।

**শ্রাদ্ধাদি কর্ত্তব্য**—প্রঃ—সাধন যারা পায় তাদের নাকি শ্রাদ্ধের দরকার নাই ; তবে করি কেন ?

উঃ—দরকার নাই, তবে সমাজের নিয়মানুসারে কার্য্য করা কর্ত্তব্য। সমাজের ব্যবস্থা যথাসাধ্য পালন করা কর্ত্তব্য। অনেক কাজ অনুরোধে করি, ইহাও তদ্রূপ মনে করিয়া করিতে ক্ষতি নাই। এক মাস পরে পিণ্ডদান সমাজে বুঝ দেওয়া মাত্র।

**সিদ্ধ কি**—প্রঃ—সিদ্ধ কি ?

উঃ—কোন লক্ষ্য করিয়া সাধন করিলে সেই লক্ষ্য যখন প্রাপ্ত ; তখন তিনি সিদ্ধ। যেমন দেবতা-সিদ্ধ, শক্তি-সিদ্ধ।

প্রঃ—যাহাদের ভগবান লক্ষ্য তাহাদের সিদ্ধি-কি ?

উঃ—তাহাদের সিদ্ধি কি, তাহাদের লক্ষ্য অনন্ত।

**সমাধি মন্দিরে কৃষ্ণমূর্ত্তি রাখা**—কাহারও সমাধি মন্দিরে একটী কৃষ্ণমূর্ত্তি রাখিতে ইচ্ছা হইলে রাখিতে পারেন কিন্তু রাখিলে পূজা করিতে হইবে অর্থাৎ পুষ্প ইত্যাদি দিয়া ভক্তিভাবে রাখিতে হইবে।

"হঠাৎ সমুদয় ছাড়িয়া যাওয়া ভাল নহে ; উহা কিছুই নহে।"

**কাহারও প্রতি উপদেশ**—সত্যবাদী হইবে ; সত্যবাক্য



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



বলিবে ; সত্য চিন্তা ও সৎকার্য্য করিবে। অসার বৃথা কল্পনা করিবে না ; বৃথা কথা কহিবে না ; পরনিন্দা করিবেনা, পরনিন্দা শুনিবে না। যেখানে পরনিন্দা হয় সেখানে থাকিবে না।

জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সমস্ত ভক্তকে সেবা করিবে। পিতামাতাকে সাক্ষাৎ দেবতাজ্ঞানে পূজা করিবে। স্ত্রীকে ভগবানের শক্তিরূপে, দেবীরূপে শ্রদ্ধা করিবে ; ভরণ পোষণ করিবে, রক্ষণাবেক্ষণ করিবে। যে পত্নীকে সাক্ষাৎ দেবীরূপে না দেখে, তাহার গৃহের শান্তি ও মঙ্গল হয় না। স্ত্রীকে বিলাসের সামগ্রী কিংবা দাসী বলিয়া মনে করিবে না।

সর্ব্বজীবে দয়া করিবে। বৃক্ষ, লতা, কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী, মানব সকলকে দয়া করিবে। কাহারও মনে ক্লেশ দিবে না।

অতিথি সৎকার করিবে ; অতিথির নামধাম কিছু জিজ্ঞাসা করিবে না ; অতিথিকে গুরু, দেবতাজ্ঞানে যথাসাধ্য পূজা করিবে।

যে দিন ২৪ ঘণ্টা একটী শ্বাস প্রশ্বাস বৃথা না হইয়া নাম করিবে, সেই দিনই সিদ্ধিলাভ করিবে।

আমার বলা উচিত নয় তথাপি বলিতেছি। আমি সাধন পাইবার পর ৩ বৎসর পর্য্যন্ত এরূপ শ্বাস প্রশ্বাসে নাম ঠিক হইয়াছিল না, কিন্তু হঠাৎ একদিন ঠিক হইয়াছে।

আমাদের সাধন-পথ সত্যযুগের ঋষিদিগের পথ। এই পথে ধর্ম্ম সম্বন্ধে সকল সম্প্রদায়ের সঙ্গেই আমরা মিশিতে পারি ; কিন্তু গৃহীদের সামাজিক রীতি নীতি রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে।

**সাধুর লক্ষণ**—আত্ম প্রশংসা না করা, কাহারও স্থায়ী বিশ্বাস নষ্ট না করা, ধর্ম্মে বুজরুকী না করা, সাধুর সামান্য লক্ষণ। সাধু চেনার এতগুলি লক্ষ্য রাখিতে হইবে।



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



**শক্তি-চুরি**—তোমাদের (এই সাধন প্রাপ্ত) ভূত প্রেতের ভয় নাই। যাহারা ভূত প্রেত সাধনা করে তাহারাই শক্তি চুরি করে। একদিন ঢাকায় একজন আমাকে প্রণাম করার সময় আমার পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলী কামড়াইয়া ধরে; তাহাতে আমার শরীর মধ্যে যেন একটা অগ্নিশিখা প্রবেশ করিল। আমি নাম করিতে লাগিলাম। পরমহংস বাবাজী বলিলেন, "কোন ভয় নাই"। নাম করিতে করিতে জ্বালা নির্ব্বাণ হইল; কিন্তু ঐ লোকটী শক্তিহীন হইয়া মাটীতে গড়াগড়ি করিতে লাগিল। এখনও ঐ লোকটী শক্তিহীন হইয়া ঢাকাতে আছে।

**নাম লওয়া কষ্টকর বলাতে**—শিশুগণকে ধরিয়া দুধ খাওয়াইতে হয়। শ্বাস প্রশ্বাসে নাম করিতেই হইবে; গুরুর উপর নির্ভর করিলে চলিবে না।

**সাধনের পর ভোগ কত জন্ম**—প্রঃ—শুনিয়াছি আমাদের এই সাধন পাইলে আর তিন জন্মের বেশী ভোগ করিতে হয় না?

উঃ—ঠিক তিন জন্মে কেন, এ জন্মেও অনেকে যাইবেন।

**আমাদের সাধন অমূল্য ধন**—প্রঃ—আমরা যে সাধন পাইয়াছি, তাহা নাকি সাধু সন্ন্যাসী অনেকেই পান নাই?

উঃ—এ সাধন অতি অমূল্য ধন; তাঁহাদের অনেকেই ইহা পান নাই। ইহা যাঁহারা পাইয়াছেন তাঁহারা অতি ভাগ্যবান।

**স্পিরিট**—স্পিরিট দুই প্রকার:—(১) মৃত লোকের আত্মা (২) ভূত-যোনী।

প্রঃ—আমাদের নিকট স্পিরিট আসে না কেন? আর যাহারা একটু উন্নত তাহাদের নিকট বা যায় কেন?

উঃ—উপকার পাবার আশায়।



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



**শক্তি ও ধর্ম্ম**—লোকে শক্তি শক্তি করে ; শক্তি লাভ অতি তুচ্ছ পদার্থ। যাঁহারা ঈশ্বরকে চান এবং সেই দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন, তাঁহাদের পাছে পাছে শক্তি সকল আসিতে থাকে। কিন্তু তাঁহারা ঘৃণা করিয়া তাহাদের প্রতি একবারও দৃষ্টি করেন না।

লোক কোনও কাজ করিবে না অথচ কেবল শক্তি চায়। তোমরা এক বৎসর বীর্য্যরক্ষা কর এবং মিথ্যা কথা বলিও না, মিথ্যা কল্পনাও করিও না ; আমি নিশ্চয় বলিতেছি তোমাদের বাক্য সিদ্ধি হইবে।

**প্রঃ**—ছেলেপিলে যাহারা ধর্ম্মের কিছু বোঝে না, তাহাদিগকে সাধন দেওয়া কিরূপ ?

**উঃ**—শক্তি সকলের মধ্যেই আছে ; সকল সময়ই সেই শক্তিকে জাগরিত করিয়া দেওয়া যায়। নারদ, শুকদেব গর্ভাবস্থায় শক্তি পাইয়াছিলেন। তবে সাধারণতঃ যে বয়সে ছেলেপিলে গুরুকে মনে রাখিতে পারে, এমন বয়সেই দেওয়া উচিত।

**শক্তি-সঞ্চার**—ঈশ্বরের শক্তি সকলের মধ্যেই আছে। একটি মহাপুরুষের প্রবল শক্তি দ্বারা সেই শক্তিকে ( যাহাকে পরমাত্মা বা কুণ্ডলিনী বলে ) জাগরিত করিয়া দেওয়াকেই শক্তি-সঞ্চার বলে। ঐ শক্তি সাধারণতঃ নিদ্রিত অবস্থায় আছে ; তাহাকে শক্তি-সঞ্চার দ্বারা জাগরিত করিলে পুনরায় নিদ্রা যাইতে চেষ্টা করে। যাহারা অনবরত শ্বাস-প্রশ্বাসে নাম করিয়া উহাকে ঘুমাইতে দেয় না, তাহাদের শক্তি বেশ খেলিতে থাকে।

**সমাধি অবস্থায় উক্তি**—২৪শে জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯ রাত্রে সমাধি অবস্থায় ( নৃত্যের পর ) "আম পচিলে বাছিয়া ফেলে, তত্রাচ আঁটিটী নষ্ট হয় না। আম পাকিলে যেমন জাল দিয়া রাখে এবং তাহা



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



দেব সেবায় লাগে ; কাঁচা আম পাকিলে পচিয়া যায়। কিলাইয়া কাঁঠাল পাকাইলে তাহা পোকে ধরে, পচিয়া যায়।

"উজ্জ্বল নিশান উঠিয়াছে, ডঙ্কা পড়িয়াছে। শিশুদের কাঁচা ঘুম ভাঙ্গিও না, যেন তাহারা পুনরায় না ঘুমাইতে পারে।"

"সেবা অর্থাৎ শুধু খাইয়া ফেলা। হাড় খাওয়া, মাংস খাওয়া, যেমন খৃষ্ট বলিয়াছেন। খাওয়াইলে সেবা হয় না ; যাহারা প্রথম আসিয়াছে তাহারা পাছে যাইবে ; যাহারা পাছে আসিয়াছে, তাহারা প্রথম যাইবে।"

**অহংকারের ফল**—নিদ্রা যাইতে যাইতে তমোগুণ বৃদ্ধি পায় এবং তমোগুণে অহংকার আনয়ন করে ; অহংকার সকল নষ্ট করে। এই অহংকার নষ্ট করার উপায় জীবের সেবা। পশুপক্ষীর পায়ও নমস্কার করিতে হইবে, এমন কি শুইর পোকাকেও ঘৃণা করিবে না। যেমন তারা ছুটে, পরে তেমন যোগীদেরও অহংকারে হঠাৎ পতন হয়। গয়ায় যে বাবাজী ছিলেন, তিনিও অতি শক্তিশালী ছিলেন। রাত্রে বাঘগুলি এসে তাঁহার পায়ে মাথা লোটাইত। গোখুরা সাপগুলি চারিদিকে ঘুরিত। অনেক সময় ২০০।৪০০ শত অতিথি আসিয়া উপস্থিত হইত, তিনি আসন হইতে না উঠিয়া তাহাদিগকে লুচি মণ্ডা ইত্যাদি নানাবিধ উপাদেয় সামগ্রী দ্বারা ভোজন করাইতেন। আমি তাঁহার সঙ্গে বসিতাম বলিয়া এ সমস্ত দেখিয়াছি।

**অহংকার নষ্টের উপায়**—জল অভাবে লোকের কষ্ট হইত সেইজন্য সেখানের মন্দিরে তিন দিন পড়িয়া থাকেন ; এবং সেখানের গোপাল আদেশ করেন যে এখানে যে দণ্ড আছে,



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



তাহা দ্বারা কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে আঘাত করিলে জল বাহির হইবে। তদনুসারে তিনি ঐ দণ্ড নিয়া এক প্রস্তরের উপর আঘাত করাতে প্রস্তর ভাঙ্গিয়া এক বড় প্রস্রবণ বাহির হয়। সেই প্রস্রবণ এখনও আছে। এইরূপ ব্যক্তির অহংকার হইয়া সোহং ভাব হয়। আমি যখন পরমহংসজীর নিকট সাধন পাই, তখন সেই কথা তাঁহাকে বলাতে তিনি "রঘুনাথ দাস ছাড়া আর এখানে কেহ নাই" (এখানে যে যমুনা দেখ তাহাও আমি আনি) এই কথা বলাতে আমি তত গ্রাহ্য করিলাম না। আমার সাধন পাওয়ার পরে রামশিলায় আমার গুরু আমাকে অনেক উপদেশ দেন। এ কথা তাঁহাকে বলাতে তিনি বিশ্বাস করিলেন না। তিনি ছাড়া যে কেহ আছেন, তাঁহার তাহা বিশ্বাস ছিল না। এই অহংকারে তাঁহার পতন হয়। এমন পতন হইয়াছে যে পেটের জ্বালায় মুষ্টি-ভিক্ষার জন্য তাঁহাকে দ্বারে দ্বারে বেড়াইতে হয়।

**শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম করার ফল**—শ্বাসে প্রশ্বাসে অনবরত নাম করিতে পারিলে এই সমুদয় অহংকার ইত্যাদি নাশ হইয়া যায়। শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম করা সুকঠিন; বোধ হয় যেন শরীরের চারিপাশ হইতে কাঁটা বেঁধে। নাম করিতে করিতে সুধা ক্ষরণ হয়, তাহার তিনটী রস,—লবণ, তিক্ত ও মধুর। ইহাকেই তন্ত্রে সুরা বলে। নাম করিতে করিতে নেশায় মত্ত হয়। অনেকে নাম করে না; গুরুই সব করিবেন বলেন। গুরুর প্রতি বিশ্বাস কই? মুখে বলিলে চলিবে না; এই দুই হাত পা বিশিষ্ট গুরুকে ব্রহ্ম বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে। ইহা সহজে হয় না; শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম করিতে করিতে এইরূপ বিশ্বাস হইবে।



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



**সাধনের দুইটী নিয়ম**—প্রথম (ক)—শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম করা উচিত। শ্বাসে প্রশ্বাসে এক একবার নাম করাই ভাল। যাহাদের তাহা করিতে ভাঙ্গা পড়ে, তাহাদের ২।৩ বার করা ভাল। জোর করিয়া নাম করার দরকার নাই; এমন এক অবস্থা আসিবে যে যখন দিন রাত্রি কেবল নামই চলিবে। তখন সাধিয়া একটু ঘুমাইতে চেষ্টা করিবে।

(খ) নামের সময় মূলাধার প্রভৃতি এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে দৃষ্টি রাখিবে।

দ্বিতীয়—বাহ্যিক

(ক) রসনা-সংযম, (খ) উপস্থ-সংযম, (গ) প্রাণায়াম, (ঘ) দৃষ্টি-সাধন ও (ঙ) কুম্ভক।

রসনা-সংযম দুই প্রকার—

(ক) বাক্য-সংযম; (খ) বিবিধ বস্তুর খাওয়ার লোভ পরিত্যাগ করিয়া শেষে এক পদ দ্বারা কি শুদ্ধ ভাত খাইতে অভ্যাস করা।

উপস্থ-সংযম—

গার্হস্থ আশ্রমে স্ত্রী-সংসর্গের যে নিয়ম আছে, সেই নিয়মানুসারে চলা উচিত অর্থাৎ ঋতুকাল হইতে ৫ম কি ৬ষ্ঠ দিন হইতে ১১ দিন পর্য্যন্ত প্রশস্ত সময়। সেই কয়েক দিনের মধ্যে যে কোন এক দিন সংসর্গ করিবে। ইহাতে অপারগ হইলে অন্য সময় হইতে বরং ঐ কয়েক দিনের মধ্যে ৩।৪ দিন সংসর্গ করাও ভাল।

প্রবৃত্তি যখন কমিতে থাকে, তখন ঊর্দ্ধরেতা হইতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। ঊর্দ্ধরেতা হওয়া কষ্টকর নহে। সঙ্গমের সময় আস্তে আস্তে করিবে এবং উভয়ের সম্মতি উভয়ের (একের নহে) ঊর্দ্ধরেতা হত চেষ্টা থাকিলে তখন উভয়ে কুম্ভক করিবে। তাহা হইলে



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS


উভয়ের রেতঃ, এক নাড়ী আছে, তাহা দ্বারা ঊর্দ্ধদিকে গমন করে। এই বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। একের ইচ্ছা হইল, অন্যের ইচ্ছা হইল না, ইহাতে হইবে না। তাহা হইলে প্রথমের পাপ ভোগ করিতে হইবে।

**প্রাণায়াম**-প্রাণায়াম প্রাতে ও সন্ধ্যার সময় করাই ভাল। অনেক রাত্রে নাম করার প্রশস্ত সময়। ঘাম বাহির হউক বা না হউক ক্লান্তি বোধ করিলেই প্রাণায়াম ছাড়িতে হয়।

দৃষ্টি-সাধন—(প্রথম খণ্ড—১৭৯ পৃঃ দেখুন)

কুম্ভক—(প্রথম খণ্ড—১৮০ পৃঃ দেখুন)

**রাধা-কৃষ্ণ তত্ত্ব**—প্রঃ—আপনার বক্তৃতাতে রাধা-কৃষ্ণের যে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আছে, তাহাই কি ঠিক?

উঃ—হাঁ, তাহাই সত্য; ঐরূপ ব্যাখ্যা গোস্বামীদের মতেই ব্যাখ্যা। গোস্বামীগণ ছাড়া অন্যান্য নানারূপ ব্যাখ্যা করিয়া নাম করিয়াছেন।

প্রঃ—রাধা-কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন?

উঃ—হাঁ, ঐরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া ঐরূপে জগতে প্রচার করিয়াছেন। রাধার প্রেম বিমল ও স্বার্থশূন্য। ঐরূপ প্রেম একটী লোকের প্রতি হইলে ধন্য ও মুক্ত হইয়া যায়। ঐ দৃষ্টান্ত দুইটী (১) কলিকাতার তালতলায় (২) শান্তিপুরে।

**আম্র বৃক্ষ হইতে মধু ক্ষরণ**—(ঢাকা, ২৭শে জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯ সাল)। অদ্য বেলা দুই প্রহরের সময় যে আমগাছ তলায় ঠাকুর বসেন, সেই আম গাছ হইতে মধু-বর্ষণ হইতে লাগিল। পূর্ব্ব রাত্রেও কিছু কিছু পড়িয়াছিল কিন্তু আমরা লক্ষ্য করি নাই। অদ্য এই সময় সমস্ত নূতন পাতা হইতে মধু-বিন্দু অধিক পরিমাণে পড়িতে



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



লাগিল এবং পাতা বাহিয়া পড়িতে লাগিল। অনেক ভ্রমর, পিপড়া, ডাইয়া প্রভৃতিরা খাইতে লাগিল। ঠাকুর বলিলেন যে "বেদে আছে, যে স্থানে বসিয়া হোম, জপ ইত্যাদি হয়, সে স্থানের জড় পদার্থ হইতে মধু উদ্‌গীরণ হয়।" তিনি শান্তিপুরে গঙ্গার জলে ঐরূপ মধু ভাসিতে (তৈলের ন্যায়) দেখিয়াছেন এবং বৃন্দাবনে এক নিম গাছ হইতে এত মধু উদ্‌গীরণ হইতে লাগিল যে স্রোতের ন্যায় বহিতে লাগিল এবং বানর, কুকুর, শৃগাল প্রভৃতি পান করিতে লাগিল।

**মৃত্যুর পর কি হয়**—প্রঃ—মৃত্যুর পর কি হয়? লোক বলিয়া যে স্থান সকল আছে শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা সত্য কিনা?

উঃ—মৃত্যুর পর সমস্ত লোকই পিতৃলোকে গমন করে। তথায় ক্রমে তাহার বাসনার বৃদ্ধি হয়। পিতৃলোকে প্রত্যেক বংশেরই এক এক জন পিতৃপুরুষ থাকেন। লোকের মৃত্যুর পর তিনি তাহার যে অবস্থা তাহা তাহাকে বলিয়া দেন। বাসনার অত্যন্ত বৃদ্ধি হইলে জন্মের ইচ্ছা হয়। জন্ম কেবল এই পৃথিবীতেই হইবে এমন নহে। সৌর-জগৎ বলিয়া আমরা যাহাকে জানি. এরূপ অসংখ্য সৌর-জগৎ আছে। তাহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাও আছেন। বাসনানুসারে জন্মের অত্যন্ত ইচ্ছা হইলে পিতৃপুরুষ কোন্ স্থানে তাহার জন্ম হইবে তাহা বলিয়া দেন। সে তদনুসারে প্রার্থনা করে; প্রার্থনা পূর্ণ হইলে অবস্থানুসারে নানা গ্রহে তাহার জন্ম হয়। এই পৃথিবীতে জন্ম না হইলে যে একজন মুক্ত হইল তাহাও নহে। অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহেও আসিবার উপযুক্ত বাসস্থান আছে, ঘরবাড়ীও আছে। স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ক এরূপ নহে; কিন্তু তাহারাও মোহের অধীন। সেখানে বাসনা আছে। এইরূপ গ্রহ হইতে গ্রহান্তরে জন্মগ্রহণ করে। বাসনানুসারে



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS


জন্ম হইলেও সকলেরই একরকম বাসনা নহে। সেই বাসনার তারতম্যে নানাবিধ গ্রহে জন্ম হয়। সকলের এক গ্রহে হয় না।

**মুক্তি**—মুক্তি অনেক প্রকার। স্থূল দেহ হইতে সূক্ষ্ম দেহ এবং সূক্ষ্ম দেহ হইতে কারণ-দেহ। বাসনার লয় হইলে স্থূল দেহের লয় হয় কিন্তু সূক্ষ্ম এবং কারণ-দেহ থাকে। সূক্ষ্ম দেহ যে যে বাসনার দ্বারা উৎপন্ন হয়, তাহা লয় হইলে কারণ-দেহ থাকে। সমস্ত বাসনার একেবারে নিবৃত্তি না হইলে কারণ-দেহের বিনাশ না হওয়া পর্য্যন্ত মনুষ্য নিশ্চিন্ত অবস্থায় পৌছিল না। ছোট বাসনা হইতে পুনরায় আতিশয্যে স্থূল দেহ ধারণ অর্থাৎ জন্মগ্রহণ হইতে পারে। মুক্ত হইলে সে সর্ব্বদাই ভগবানের আনন্দ-সাগরে ডুবিয়া থাকিবে। সেখানে সর্ব্বদাই ভগবানের লীলা দর্শন হইয়া থাকে। ইহাতে ইহাকে গোলকধাম, কৈলাসধাম বলে।

**গয়ায় পিণ্ড-দানের উপকারিতা**—শাস্ত্র কর্ত্তারা শ্রাদ্ধ প্রভৃতি কি সুন্দর নিয়মই করিয়া গিয়াছেন। গয়ায় পিণ্ড দিলে লোকের উপকার হয়। যাহার এই সম্বন্ধে কোন সংস্কার নাই, তাহার উপকার না হইতে পারে। বিশ্বাসানুরূপ কার্য্যই উপকার। গয়ায় পিণ্ডদানে যে উপকার হয় তাহা প্রত্যক্ষ হইয়াছে। চেহারা পর্য্যন্ত বদল হইয়া যায়। স্থূল দেহে আহারে পুষ্টি হয়, সূক্ষ্ম দেহে দর্শনে পুষ্টি হয়, কারণ-দেহে কেবল লোকের শুভ ইচ্ছায় পুষ্টি লাভ হয়। পুষ্টি শব্দে সন্তোষ বুঝিতে হইবে। গয়ায় পিণ্ড দেখিয়া সূক্ষ্ম দেহের বাসনার নিবৃত্তি হইয়া থাকে। কেবল মনের শুভ ইচ্ছা হইতে কারণ-দেহের নাশ হইয়া যায়।

**সাধনের উপকারিতা**—সকলেই উপযুক্ত সাধন পাইয়াছেন,



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



তাহাতে সন্দেহ নাই। দীনহীন কাঙ্গাল বলিয়া বোধ হইলেই দীনবন্ধু দয়া করেন; অভিমানী দয়ার পাত্র নহেন। প্রত্যেকেই কোন না কোন এক সময় এ সাধনের উপকারিতা অনুভব করিবেন। জন্মান্তরের অবস্থার উপর ইহা নির্ভর করে। কার্য্য করুক আর নাই করুক, ভিতরে যে বীজ পড়িয়াছে তাহাতে সময়ে অবশ্যই ফল প্রসব করিবে। পূর্ব্বে যে পাপ অতি সহজে করা গিয়াছে, তাহাতে যদি এমন বোধ হয় যে কেহ যেন বাধা দিতেছে, তাহা হইলেই বুঝিতে হইবে যে সাধনে তাহাকে ধরিয়াছে। পূর্ব্বে যে সকল শুভ ইচ্ছা ছিল না, তাহা যদি এখন হইয়া থাকে, তাহাও সাধনের ফল বুঝিতে হইবে। এমন কোন কল কৌশল নাই যে একেবারে হাতে হাতে মুক্তি হইবে।

শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম—শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম করাই সাধন। তাহাতে কামাদি সমস্ত রিপুর বিনাশ হইবে। প্রেম, ভক্তি, পবিত্রতা আসিবে; বিশ্বাস পাইবে। কিন্তু এইরূপে সাধন করিতে প্রথমতঃ কিছু ক্লেশ পাইতে হয়; মাথা বেদনা হয়, সমস্ত শরীর জ্বালা করে। তখন কিছু কিছু ঘৃত গরম করিয়া খাইলে উপকার হয়। মিশ্রির পানাতেও উপকার হয়। ঘৃত এবং মিশ্রির পানায় যে উপকার হয় তাহা অতি সাময়িক। ঐরূপ মাথা বেদনা বোধ করিলে এবং শরীরে জ্বালা বোধ করিলে কিছুক্ষণের জন্য শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম বন্ধ করিয়া দিবে; সাধারণ ভাবে জপ করিবে। কিছুকাল পরে সুস্থ বোধ করিলে পুনরায় পূর্ব্বোক্ত ভাবে সাধন করিতে পার, তৎপূর্ব্বে নহে। পুরস্কার অর্থাৎ শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম করিলে সমস্ত রকম বিঘ্ন বাধা হইতে রক্ষা পায়। দুর্ব্বলতা দেখাইলেই মুস্কিলে পড়িতে হয়। যাহারা গৃহী তাহারা সমস্ত সময় শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম করিতে পারে না। কেন না তাহাতে অন্য



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



বিষয়ে উদাসীনতা আনিয়া দেয় এবং অন্য বিষয়ে করিবার শক্তিই কমিয়া যায়, ইচ্ছাও হয় না। ইচ্ছা থাকিলে কর্ম্ম করিতে না পারিলে মনে অশান্তি আসে।

**রাত্রি জাগরণে সাধন**—সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া শেষ রাত্রে একটু নিদ্রা গেলে সমস্ত বিষয় স্বপ্নে দেখা যায়। দিবানিদ্রা বিশেষ অপকারী; তাহাতে বুদ্ধিনাশ এবং সাধনের অনিষ্ট হয়। রাত্রিতে নিদ্রা বেশীক্ষণ উচিত নহে। বসিয়া বসিয়া সাধন করিবার সময় কিছুক্ষণ পরে আলস্য ও তন্দ্রার আবির্ভাব হয়; তাহাতে কিছু অপকার করে না। এইরূপ বসিয়া বসিয়া যোগনিদ্রায় অনিষ্ট হয় না, তখন অনেক তত্ত্ব প্রকাশিত হয়। সময় সময় শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। ভবিষ্যতের অনেক বিষয় প্রকাশিত হয়, দর্শন প্রভৃতিও হয়। তবে জোর করিয়া এরূপ করিবে না।

**কালী, দুর্গা প্রভৃতি কি কল্পনা**—কালী, দুর্গা প্রভৃতি সমস্ত কিছুই কল্পনা নহে। সাধকের অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশিত হয়। প্রত্যেক সাধকেরই তিনটী অবস্থার ভিতর দিয়া যাইতে হয়—ব্রহ্ম, আত্মা ও ভগবান। প্রথম অবস্থায় মনুষ্য সমস্তই ব্রহ্মময় দর্শন করে, সর্ব্বত্রই ব্রহ্ম স্ফূর্ত্তি হয়। দ্বিতীয় অবস্থায় সে দেখিতে পায় যে সে কোন অনির্ব্বচনীয় শক্তি দ্বারা চালিত হইতে থাকে। তাহার প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পর্য্যন্ত সেই শক্তিতে ব্যাপ্ত এবং তদ্দ্বারা চালিত হইতেছে। ইহার পরেই ভগবদ্দর্শনের অবস্থা লাভ হয়। তখন ব্রহ্মের লীলা দর্শন হইতে থাকে। কালী, দুর্গা প্রভৃতি সমস্ত দেব দেবী প্রত্যক্ষ হয়। সমস্ত ঋষিগণ এবং কলিযুগে শাক্যসিংহ প্রভৃতি সাধকগণ ইহার প্রমাণ দিতেছেন। ইহা জল্পনা কল্পনা নহে।



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



"মনুষ্য মাত্রেরই পুরস্কার আছে। সাধ্যানুসারে যত্ন করাই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব। ধর্ম্মের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে।"

**কুল-গুরু**—কুল-গুরুর অর্থ যিনি তন্ত্রোক্ত সাধন দ্বারা কুলকুণ্ডলিনী-শক্তি জাগ্রত করাইয়াছেন।

**গুরুতে বিশ্বাস**—গুরুতে বিশ্বাস হওয়া অতি কঠিন। যাহার তাহা হইয়াছে, তাহার সমস্তই হইয়াছে। ইহার একমাত্র উপায় গুরু যাহা আদেশ করিবেন, তাহা পালন করিবে। গুরুবাক্য বিশ্বাস করা পূর্ব্ব-জন্মের সুকৃতি ছাড়া হয় না।

**স্বপ্ন দর্শন সম্বন্ধে**—যদি কেহ কখন কোন স্বপ্নে কোন তত্ত্ব লাভ করেন, তাহা কি প্রকাশ করিতে আছে? যে বলে এবং যে শুনে উভয়েরই অনিষ্ট। স্বপ্নে কোন আশ্চর্য্য কিছু দেখিলে (গুরু সম্বন্ধে কোন শক্তির প্রকাশ দেখিলে) তাহা প্রকাশ করা উচিত নহে। ভগবান যদি নিজে আসিয়া বলেন, "আমি ভগবান আসিয়াছি" তাহা হইলেও সন্দিগ্ধ আত্মা সে কথা বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারে না। স্বপ্নের কথা যদি বিশ্বাস করিত, তবে একদিনে সকলেই উদ্ধার পাইত। কেহই কিছু বিশ্বাস করে না। পূর্ব্বে অনেকানেক স্বপ্ন দেখান হইত। দেখিতে পাই কিছুই কেহ বিশ্বাস করে না। এজন্য এখন আর দেখান ঠিক মনে হয় না। বিশ্বাসের কিছু পাইলে তাহা প্রকাশ করিলে অবিশ্বাস আসে এবং তজ্জন্য ভুগিতে হয়। স্বপ্নে কেন, প্রত্যক্ষ দেখিয়াও কেহ কিছু বিশ্বাস করিতেছে না। বলিলেও বিশ্বাস হয় না। সকল কথাই কি ঢাক ঢোল লইয়া বাজারে বলিয়া বেড়াইতে হইবে। যতটুকু বিশ্বাস করিবে, ততটুকু ফল পাইবে। ময়ূরের সাজ পোষাক লইয়া সাজিলে কি হইবে?



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



"লোকের বিশ্বাস নিয়া পরিহাস করা উচিত নহে।"

**গুরু কে ?**—প্রঃ—আমরা গুরু বলিতে কাহাকে বুঝিব ?

উঃ—গুরু বলিতে বুঝিবে আমাকে। পরমহংসজী আমার গুরু, আমি তোমাদের গুরু ; তিনি আমাকে নাম দেন, আমি তোমাদিগকে দেই।

**শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম করার ফল**—শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম করিলেই হইবে। হাজার ঊর্দ্ধরেতা হইলে কিছু হইবে না। একমাত্র শ্বাসে প্রশ্বাসে জপই ঔষধ। তাই বলিয়া এলোমেলো জপ করিলে কিছু হয় না এমত নহে ; তাহা শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম করিবার সহায় হয়। একজন সমস্ত দিন হরিনামের মালা টপ্ টপ্ করিয়াও কিছু করিয়া উঠিতে পারে না। শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম করিতে করিতে দর্শন হইতে থাকে। ভগবান যে আমাদের হইতে অনেক দূরে আছেন তাহা নহে ; তিনি সর্ব্বদাই আমাদের কাছে। শ্বাসে প্রশ্বাসে জপ দ্বারা বর্ত্তমান পাপরাশি জ্বলিয়া গেলেই তাঁহার দর্শন লাভ করা যায়। ঐরূপ ভাবে নাম করিতে করিতে সম্মুখে একখানা আর্শির মত প্রকাশিত হয়, তাহাতে সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ধূলি হইতে সৌরজগৎ পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষ হয়। মনুষ্যের পাপ পূণ্য প্রকাশিত হয় ; গ্রহ উপগ্রহ সমুদয়ই স্পষ্টভাবে দৃষ্টিভূত হয়। ক্রমে অন্তরের ময়লা নাশের সঙ্গে সঙ্গে সমস্তই বুঝিতে পারা যায়। অবশেষে রাসলীলা দর্শন হয় ; তখন মনুষ্য জন্ম সফল হয়। মনুষ্য যতই কেন উন্নত হউক না, একেবারে ভগবানের সহিত কখনই মিশিয়া যায় না। একটু পরমাণু যদি সমুদ্রগর্ভে সমুদ্রবারি মাপ করিবার জন্য অহঙ্কার করিয়া ডুব দেয় এবং যদি তাহার পৃথকভাব জ্ঞান থাকে, তাহা হইলে তাহার যেরূপ অবস্থা, মনুষ্যাত্মাও ভগবানের চিদানন্দ সাগরে ডুবিলেও



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



তাহার সেইরূপ অবস্থা হয়। অন্য লোকে মনে ভাবে যে সে ভগবানের রাসলীলা সর্ব্বক্ষণ দেখিতে থাকে এবং ধন্য হয়। যখন জীবাত্মা ব্রহ্মানন্দ লাভ করে, তখন যেন মধুর সাগরে, চিনির সাগরে ডুবিয়া থাকে। ইহাও কেবল কাল্পনিক মাত্র, কেননা সে আনন্দের তুলনা নাই। তখন জীবাত্মা যেন আনন্দে একেবারে বিহ্বল হইয়া পড়ে। মনে হয় যেন কেমনে এ আনন্দে আসিলাম। মধুরং মধুরং।

**মহাপ্রভুর শিষ্য**—মহাপ্রভুর কতকগুলি শিষ্য ছিল। সাড়ে তিনজন বলা হইয়াছে। তাঁহারা কেবল শিষ্য নহেন; তিনি তাঁহাদিগকে অন্তরঙ্গ সাধন শিক্ষা দিতেন। সাধারণ লোক হইতে তাঁহাদিগকে কিছু স্বতন্ত্রভাবে সাধনপ্রণালী শিখাইয়াছিলেন।

**পরনিন্দা**—পরনিন্দা সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য। প্রত্যেকের মধ্যেই কিছু না কিছু গুণ আছে। দোষের অংশ পরিত্যাগ করিয়া গুণের অংশ গ্রহণ করিবে। তাহাতে হৃদয় পরিশুদ্ধ হইবে। নিন্দার বিষয় গ্রহণ করিলে এবং তাহার আলোচনা করিলে আত্মা অত্যন্ত মলিন হইয়া যায়। যাহাকে যে দোষের জন্য নিন্দা করা যায়, সেই দোষ ক্রমশঃ নিজের মধ্যেই আসিয়া পড়ে। অন্যকে অপরের কাছে হেয় করিবার জন্য কোন কথা বা ভাব প্রকাশ করার নামই নিন্দা। ইহা সত্য কথা হইলেও নিন্দা হইবে। যাহা পরের উপকারার্থ করা যায় তাহা নিন্দা নহে। যেমন পিতা পুত্রের উপকারার্থে তাহার বিষয় মন্দ বলেন।

নিজে রাগ করিয়া কোন কথা বলিলে তাহাতে পরের উপকার হয় না। বলিতে হইলে কেবল তাহার উপকারের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই বলিতে হইবে।

**অহিংসা**—অহিংসাই পরম ধর্ম্ম। হিংসা অর্থ হনন করিবার



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



ইচ্ছা। হনন শব্দে আঘাত বুঝা যায়। কোন ব্যক্তির প্রাণে আঘাত না লাগে, এইরূপ ভাবে চলিতে হইবে। কাম ক্রোধ এত অপকার করে না।

**দান**—দান করিবে কিন্তু তাহার মধ্যে কোন উদ্দেশ্য রাখিবে না। প্রকৃত দাতা পরের কষ্ট দেখিতে পারে না। দয়াই তাহার স্বভাব। দয়া ও ন্যায় দ্বারা পরিচালিত হওয়া কর্ত্তব্য।

**নরক সত্য কিনা**—প্রঃ—নরক প্রভৃতি স্থান আছে কিনা? যমদূত প্রভৃতি কি?

উঃ—শাস্ত্রে নরকের যেরূপ বর্ণনা আছে, নরক প্রকৃতই তদ্রূপ। যমদূত, বিষ্ণুদূত সকলই সত্য। মৃত্যুর পর ইহাদের সহিত বিচার হয়। পিতৃপুরুষও মৃত্যু সময় উপস্থিত থাকেন। যাহার আত্মা নরকে যাইবে, পিতৃপুরুষগণ তাহাকে সান্ত্বনা দেন। পিতৃপুরুষগণও মায়ার অতীত নহেন। তাঁহারাও ত্রিগুণের অধীন।

**লজ্জা, পরসেবা ইত্যাদি**—লজ্জা অতিক্রম করিতেই হইবে। লজ্জা থাকিলে কাহারও কিছু হইবে না। লজ্জার মাথা একেবারে খাইয়াছি; আমার মনুষ্যত্ব লোপ হইয়াছে; আমার পাপপুণ্য কিছুই নাই। আমার ছেলে, আমার অমুক, এরূপ সংস্কার চলিয়া গিয়াছে। পরসেবাই ধর্ম্ম। একস্থানে যাঁহারা থাকিবেন, তাঁহারা পরস্পরের সাহায্য করিবেন। একজনের দ্বারা কার্য্য আদায় করিলে অপরাধ হইবে। সকলেই নিজের কার্য্যের জন্য দায়ী। যত সেবা করিতে পারিবে, ততই ধর্ম্মলাভ হইবে। অভিমান কি সহজে যায়; ইহাকে কেবল পরসেবা দ্বারা জয় করিতে হইবে। সংসারে তোমাদের চেয়ে যাহাকে ছোট মনে কর (প্রকৃত ছোট কেহই নহে) তাহাদিগের সেবা



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS


করিতে হইবে। আমার সেবা করিয়া কোন লাভ নাই। কেবল ভস্মে ঘৃত দিতেছ। সেবায় বিরক্ত হইলে তাহা সেবা হইবে না।

**যজ্ঞ**—যজ্ঞ পাঁচ প্রকার—(১) দেব-যজ্ঞ—উপাসনা, প্রার্থনা ইত্যাদি, (২) ঋষি-যজ্ঞ—সদ্‌গ্রন্থ পাঠ, (৩) রাজ-যজ্ঞ—রাজকর দেওয়া ইত্যাদি, (৪) প্রাণী-যজ্ঞ—প্রত্যেক দিনই প্রাণীদিগকে কিছু কিছু খাইতে দিতে হইবে। বৃক্ষলতাদিগকে জল দিবে, প্রাণীমাত্রকেই তাহাদের উপযোগী আহার দিবে, (৫) আত্ম-যজ্ঞ অথবা মনুষ্য-যজ্ঞ—মনুষ্যমাত্রকেই কিছু না কিছু দান করিতে হইবে।

এই ভাবে প্রত্যহ চলিতে হইবে। যে ইহা না করে তাহার ধর্ম্মলাভ হয় না; যে গৃহে ইহা না থাকে সেখানে ধর্ম্ম থাকিতে পারে না। ইহা ধর্ম্মের ভিত্তিস্বরূপ। ধর্ম্ম ইহার উপরেই রহিয়াছে।

**সুগন্ধি হাওয়া**—রাখালবাবু এবং বৃন্দাবনবাবু কোনদিন চন্দনের ও ধূপের গন্ধ পাওয়ায় ঠাকুর বলিলেন, "কোন মহাপুরুষ আসিলেই ঐরূপ সুগন্ধ বাহির হয়; কখনও বা পদ্মের গন্ধ পাওয়া গেল। তাহা কেবল মহাত্মাদের পরীক্ষা মাত্র। একথা প্রকাশ করা উচিত নহে। প্রকাশ করিলে কিছু দিনের জন্য উহা বন্ধ হয়, পরে আবার সেইরূপ হইতে থাকে। মহাত্মাদের গন্ধে মন প্রফুল্ল হয়। অবশেষে উপকার করিয়া থাকেন। যখন ঘটনা হয় তখন প্রকাশ না করিয়া পরে প্রকাশ করিলে কোন অপকার হয় না।

**দেবতার আভা দর্শন**—অন্য কোন দিন রাখালবাবু নিদ্রা হইতে উঠিয়া বাতির দিকে চাহিয়া দেখিলেন যে বাতির চারিদিকে একটী গোলাকার চক্র। গোস্বামীর নিকট জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন যে উহা দেবতার আভা। বিশেষভাবে স্থির দৃষ্টিতে দেখিলে



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS


উহার মধ্যে সেই দেবীর মূর্ত্তি প্রকাশিত হয়। বিশেষ স্থিরতার দরকার।

**পিতামাতার উপর ভক্তি না হওয়ার কারণ**—পূর্ব্বজন্মে শরীর অশুদ্ধ থাকিলে পিতামাতা এবং অন্যান্য গুরুজনের উপর অভক্তি ও ঘৃণা হয়। তাহারা ভাল বলিলেও তাহাতে অশ্রদ্ধা হয়। এমন কি ঈশ্বরের উপরও ভক্তি হয় না। পূর্ব্বজন্মে সূক্ষ্ম পরমাণু পরজন্মে সূক্ষ্মদেহের সহিত স্থূলদেহে প্রবিষ্ট হয়। এজন্য পরজন্মেও পিতামাতার উপর অশ্রদ্ধা হয়। এইরূপে ভক্তির সহিত শরীরের সহিত যোগ। ইহার সহিত আত্মার কোন যোগ নাই। পিতামাতার সহিত দেহের যোগ। পিতার শুক্রে এবং মাতার শোণিতে দেহের সৃষ্টি। এই দেহ শুদ্ধ করিতে হইবে, নচেৎ পিতামাতার প্রতি ভক্তি হইবে না। গঙ্গাস্নান, তীর্থ পর্য্যটন, একাদশীর উপবাস, পূর্ণিমা ও অমাবস্যা পালন প্রভৃতি করিলে শরীর শুদ্ধ হয়। পিতামাতার প্রতি ভক্তি হইলে তখন মহাপুরুষদের উপর ভক্তি হয়। ঈশ্বরের উপর ক্রমে ভক্তি হয়। গঙ্গাজলের অশেষ মহিমা। হিমালয়ের অতি উচ্চ শিখর হইতে গঙ্গা নামিয়াছে। অনেকানেক ঔষধ ইহার মধ্যে আছে। গঙ্গাজলে সেই সমস্ত ঔষধের পরমাণু নিহিত আছে। গঙ্গা-মৃত্তিকা সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া পরে গঙ্গাজলে স্নান করা উচিত। পিতৃ-মাতৃ ভক্তির পক্ষে শরীর শুদ্ধ বিশেষ আবশ্যকীয়। গঙ্গাজলে সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হয়, ভক্তি হয়, অবিশ্বাসীদেরও উপকার হয়।

**পরের দোষ দেখা**—পরের দোষ কখনই দেখিবে না, সর্ব্বদাই নিজের দোষ দেখিবে। নিজের মধ্যে যাহা লুক্কায়িত আছে, তাহা তল্লাস করিয়া দেখিবে। নিজের দোষ দেখিতে



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



পাইলে পরের নিন্দা করিতে ইচ্ছা হয় না, পরের দোষ দেখিতে ইচ্ছা হয় না।

**সাধনের সময় (রাত্রে)**—প্রত্যহ রাত্রি দুইটা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত সাধন করা কর্ত্তব্য। তিন ঘণ্টা সাধন করিতে অসক্ত হইলে অন্ততঃ ২ ঘণ্টা কি ১ ঘণ্টা সাধন করিবে। ভোর ৪টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত সাধন করিতে পারিলেও অনেক উপকার হয়। রাত্রিতে ঊর্দ্ধ ৬ ঘণ্টা ঘুমাইলেই যথেষ্ট হয়।

**ঋষিবাক্য**—ঋষি-প্রণীত পথানুযায়ী কর্ম্ম করিতে হইবে। যদি কোন সাধুবাক্য ঋষি-প্রণীত অনুশাসন হইতে বিভিন্ন হয় তবে ঋষিবাক্যই সর্ব্বত্র গ্রহণ করিবে, নচেৎ সাধনে বিস্তর অনিষ্ট হইবে। যে সকল নিয়মের উপর মনুষ্য-সমাজ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে তাহার কখনও অতিক্রম করিবে না। কোন প্রাণী এমন কি উদ্ভিদের যন্ত্রণার কারণও হইবে না। বিশ্বাস ও জ্ঞানের সম্যক ব্যবহার করিবে। বিশ্বাস করিয়া কাহাকেও সহজে অবিশ্বাস করিবে না। হরিদাসকে মহাপ্রভুর সহিত ভোজন করাইবার জন্য মহাপ্রভু কত টানিয়াছেন কিন্তু তিনি কখনও তাঁহার সহিত একত্র ভোজন করেন নাই, বরং সর্ব্বদাই নিজেকে নিতান্ত নীচ মনে করিতেন। রূপ-সনাতন যদিও ব্রাহ্মণের সন্তান ছিলেন তথাপি গুরুর মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিতেন; কখনও ভোজনাদি একত্র করেন নাই। প্রকৃত ধার্ম্মিক কিনা তাহার স্বভাব দ্বারাই বিচার করা যায়। প্রকৃত ধার্ম্মিকেরা বিনয়ী। রোমের "পোপ" একবার দেখিলেন বহুলোক একটি স্ত্রীলোকের নিকট যাইতেছে। ঐ স্ত্রীলোকটীর উপর নাকি খৃষ্টের ভার হইয়াছিল বলিয়া প্রচার। পোপ অত্যন্ত বিষণ্ণ হইলেন। তাঁহার কার্ডিনেল বলিলেন—"আমি পরীক্ষা করিয়া



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



আসিতেছি।" তিনি ঐ স্ত্রীলোকটীর নিকট গিয়া বলিলেন, "আমার জুতাটী খুলিয়া দাও।" স্ত্রীলোকটী ঐ মত করিল না বরং ব্যবহারে দর্শকমণ্ডলী আশ্চর্য্য হইলেন। কার্ডিনেল এই ব্যবহার দেখিয়া ফিরিয়া আসিলেন এবং আনুপূর্ব্বিক জ্ঞাপন করিয়া কহিলেন, "এ ব্যক্তি ভণ্ড। যদি খৃষ্ট হইবেন তবে তিনি বিনয়ী হইতেন এবং আমার কথানুযায়ী কার্য্য করিতেন।" ভক্তি জ্ঞান প্রভৃতির ব্যবহার করিতে ত্রুটী করিবে না। দেখ রামকৃষ্ণ পরমহংস নিরক্ষর ছিলেন, অথচ জ্ঞানী লোকসকল তাঁহার চরণে উপবেশন করতঃ জ্ঞানলাভ করিতেন। সেইরূপ মহাভক্ত লোক-সকল তাঁহাকে অতি ভক্ত বলিয়া মনে করিতেন।

**ভোগ শেষের উপায়**—তোমার প্রকৃতি আসিয়া ওরূপ করিয়াছিল। প্রকৃতিকে তৃপ্ত করিতে হইবে; এই তৃপ্তি দুই উপায়ে করা যায়—(১) বৈধ ভোগ দ্বারা ও (২) সাধন দ্বারা। তোমাকে সাধন দ্বারাই ভোগ শেষ করিতে হইবে।

প্রঃ—সদ্‌গুরুর আশ্রয় নিলে নূতন কর্ম্মের সৃষ্টি করিতে পারে কিনা, অর্থাৎ ভবিষ্যৎ জন্মে ভোগ করিতে হয় এমন কোন প্রারব্ধের সৃষ্টি করিতে পারে কিনা।

উঃ—বাস্তবিক সদ্‌গুরুর আশ্রয় নিলে নূতন কর্ম্মের সৃষ্টি করিতে পারে না, তার পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মভোগ মাত্র হইয়া থাকে। যাহারা সদ্‌গুরুর আশ্রয় মাত্র পাইয়াছে, তাহারা কোন দুষ্কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইলেও উহা দুষ্কর্ম্ম বলিয়া বুঝিতে পারে এবং দুষ্কর্ম্ম করার সময় ভিতরে ভিতরে উহা হইতে বিরত থাকিবার জন্য তাহাদের একটা চেষ্টা থাকে, ইহাও একটা প্রমাণ।

প্রঃ—ভোগটী কাহার করিতে হয়? কখন শেষ হয়?



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



উঃ—সংস্কার দ্বারা ভোগটী দেহেরই হইয়া থাকে। শরীরটী যখন একেবারে সাত্ত্বিক হয় তখনই মনুষ্যের ভোগ শেষ হয়। সাত্ত্বিক-দেহ নাম-সাধন দ্বারাই হইয়া থাকে। প্রতি শ্বাস প্রশ্বাসে নাম করিলেই দেহ সাত্ত্বিক হইয়া উঠে। শ্বাস প্রশ্বাস দ্বারা দেহ রক্ষিত হয়। শ্বাস প্রশ্বাসের কার্য্য দেহের প্রতি পরমাণুতে হইয়া থাকে। যখন প্রতি শ্বাস প্রশ্বাসে নাম চলিবে, তখন নামও শ্বাস প্রশ্বাসের সহিত ধীরে ধীরে দেহে কার্য্য করিতে থাকিবে। ক্রমে উহা অভ্যস্ত হইলে দেহটী নাম-ময় হইয়া যাইবে। ঐ সময় এই শরীর দ্বারা অন্য কোন রকম কার্য্য করা সম্ভব হইবে না। কেবল সাত্ত্বিক কর্ম্মই করা যাইবে।

**কর্ম্ম ত্যাগ**—প্রঃ—কি করিয়া কর্ম্ম ত্যাগ করিতে হইবে?

উঃ—কর্ম্ম করিয়া কেহই কর্ম্ম শেষ করিতে পারে না। মনুষ্য কর্ম্ম করিতে করিতে আরও কর্ম্মে জড়িত হইয়া পড়ে। নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা কর্ম্ম ত্যাগ করা যায় বটে কিন্তু নিষ্কাম কর্ম্ম বড়ই কঠিন ব্যাপার। ইহা অভ্যাস করা সহজ নয়। সাধন দ্বারাই কর্ম্ম শেষ করা সহজ।

প্রঃ—সদ্‌গুরুর নিকট সাধন নিলেও কর্ম্ম শেষ করিতে এত বিলম্ব হয় কেন? সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষা নিলেও কি নিজের চেষ্টায় কর্ম্ম নষ্ট করিতে হইবে?

উঃ—সদ্‌গুরুর আশ্রয় পাইলেই ক্রমে ক্রমে কর্ম্ম শেষ হইয়া আসিবে সামান্য আগুনের উপর খুব বেশী পরিমাণ কাষ্ঠ রাখিলে যেমন ধীরে ধীরে জলিয়া একেবারে দপ্ করিয়া জলিয়া উঠে এবং অল্পকাল মধ্যে সমস্ত কাষ্ঠ দগ্ধ করিয়া ভস্ম করিয়া ফেলে, তদ্রূপ গুরুপ্রদত্ত শক্তিও বহুজন্মের কর্ম্মরূপ আবর্জ্জনার নীচে ধীরে ধীরে কার্য্য করিতেছে। ঐ আবর্জ্জনা কতক নষ্ট করিয়া যখন দপ্ করিয়া জলিয়া উঠিবে তখন



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



সমস্ত কর্ম্ম মুহূর্ত্তের মধ্যে নষ্ট করিয়া প্রকৃত শক্তির অবস্থায় লইয়া যাইবে। গুরু-শক্তি আপনা আপনি কার্য্য করিবে।

প্রঃ—প্রারব্ধ কিরূপে বুঝা যায়?

উঃ—অনিচ্ছা থাকিলেও যখন একজনকে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হয়, তখনই ঐ কর্ম্ম প্রারব্ধ বলিয়া জানিবে। কার্য্যটি করিয়া ঠিক অনুতাপ হইলেই উহা শেষ হইয়া যায়। শ্বাস প্রশ্বাসে নাম করিয়া সকলই শেষ হয়।

**বিভিন্ন অবস্থার সহানুভূতি**—সকলের অবস্থার সহানুভূতি করিতে হইবে। একজনের সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা দেখিলেও তাহাকে সহানুভূতি করিতে যে না পারে, সে মানুষই নহে। ভগবানের রাজ্যে কোন দুইটী বস্তুই এক নয়, কিছু পার্থক্য আছে ও উহা থাকিবেই। এই নানা বিচিত্রতার মধ্যে নানা বিভিন্নতার একটী সুন্দর শৃঙ্খলা দেখিতে না পাইয়াই গোলমাল করে। বাস্তবিক সকলেই একমত থাকিলে প্রকৃতির কোন সৌন্দর্য্য থাকিত না। বাগানে যেমন নানা-রকমের গাছে এক সুন্দর শোভা করিয়া থাকে, সংসারেও তদ্রূপ বিভিন্ন বিভিন্ন লোকে এক সুন্দর শোভা করিতেছে।

**ধৈর্য্যের গুণ**—প্রঃ—মানুষের অশান্তির মূল কি?

উঃ—মানুষের সকল অশান্তিই ধৈর্য্যের অভাবে। ধৈর্য্যেতেই মানুষের মনুষ্যত্ব; চঞ্চলতাই অশান্তির কারণ।

প্রঃ—মানুষের লক্ষণ কি?

উঃ—মানুষের কোন বিষয়েই চঞ্চল হওয়া উচিত নয়। মানুষ যখনই যাহা করিবে, সুন্দররূপে বিচার করিয়া করিবে। হঠাৎ কোন কার্য্যই করিবে না। সকল বিষয়ই খুব ধৈর্য্য ধরিয়া



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



বিচারপূর্ব্বক অনুষ্ঠান করাই মানুষের ধর্ম্ম, উহাতে মানুষের মনুষ্যত্ব।

**সাধুর কর্ত্তব্য**—প্রঃ—সাধুর কর্ত্তব্য কি?

উঃ—সাধুর নিকট যে সকল বিষয় আনিবে, তিনি সে সমুদয় বিষয় ঈশ্বরের নিকট নিয়া ধরিবেন। পরে যে সকল বিষয়েতে ঈশ্বরের জ্যোতিঃ সুস্পষ্ট পড়িয়াছে দেখিবেন, তাহাই স্বীকার করিবেন। সমস্ত কার্য্যেই যাঁহারা এই নিয়মের অনুষ্ঠান করেন তাঁহারাই প্রকৃত সাধু। সাধু সর্ব্বদাই সকল বিষয় ঈশ্বরের ইচ্ছা দেখিয়া করিবেন।

**সাধন কি?**—প্রঃ—সাধন কাহাকে বলে?

উঃ—গুরুপ্রদত্ত নাম করাকে সাধন বলে না; সদ্‌গুরুর প্রদত্ত নাম গুরু-শক্তিতে আপনা আপনি অনন্ত কাল চলিবে। সকল বিষয়েই চঞ্চলতা ত্যাগ করা, অত্যন্ত ধৈর্য্য ধরিয়া বিচারপূর্ব্বক কার্য্যানুষ্ঠান করাই সাধন।

প্রঃ—ধর্ম্ম প্রকৃতিতে লাভ হইয়াছে কিনা, কখন জানা যাইবে?

উঃ—আগুন যেমন সকল অবস্থায়ই একরূপ থাকে, কোন অবস্থায়ই উহার রূপান্তর হয় না, সেইরূপ বিপদের সময় যাহার ধৈর্য্য নষ্ট না হয়, সত্যধর্ম্ম একরূপই থাকে, বিনয় এবং সাম্যের কিছুমাত্র ভাবান্তর না হয়, সেই প্রকৃতিতে এ সকল ধর্ম্মলাভ হইয়াছে বুঝিবে। বিপদের সময় ধৈর্য্য, ধর্ম্ম, বিনয়, মিত্রতা ঠিক থাকাই ধর্ম্মলাভ হইয়াছে জানিবে।

**কর্ম্মত্যাগী**—প্রঃ—কর্ম্মত্যাগী কাহাকে বলে?

উঃ—স্বার্থত্যাগ করিয়া যিনি কর্ম্ম করেন তিনি কর্ম্মত্যাগী। নিঃস্বার্থভাবে কর্ম্ম করিলে তিনি কর্ম্মত্যাগী।

**নিঃস্বার্থ হইলেই কর্ম্ম আরম্ভ**—প্রঃ—সিদ্ধ হইলে কি নিঃস্বার্থ হইলে তাহার কি কর্ম্ম থাকে?



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



উঃ—তখনই ত কর্ম্ম আরম্ভ। যতদিন স্বার্থ আছে, ততদিন আর কর্ম্ম কোথায়? অতি সামান্য কর্ম্ম। স্বার্থ গেলেই প্রকৃত কর্ম্ম আরম্ভ হয়, তখন সকল সংসারের জন্য কর্ম্ম করিতে হয়। সকলের জন্য অবিশ্রান্ত খাটিতে হয়। নিঃস্বার্থ না হইলে কর্ম্মের আরম্ভই ত হয় না।

**গুরু পূজা**—প্রঃ—প্রথমাবস্থায় নিরাকার, নির্ব্বিকার, অনন্ত ইত্যাদি ঈশ্বরের স্বরূপ চিন্তা করিতে ভাল লাগে না কেন? গুরুকে পূজা করিলে ঈশ্বরের পূজা হয় কিনা?

উঃ—গুরুর পূজাই করিতে হয়। গুরু মানুষ নয়। অবধূতের ২৪টী গুরু ছিল। গুরুকে পূজাই ঈশ্বরের পূজা। যেমন আগুন সর্ব্বত্রই আছে, কোন স্থানই অগ্নিশূন্য নয়। কিন্তু আগুনে কাপড়াদি পুড়ে না, তেমন উত্তাপ দেয় না। সেই প্রকার ঈশ্বর সর্ব্বত্রই আছেন কিন্তু তাহা কেহই দেখিতে পায় না, ধরিতেও পারে না। সর্ব্বত্র থাকিলেও যেখানে উহার বিশেষ প্রকাশ, সেই স্থানেই আগুন বলিয়া ধরি, তাতেই কার্য্য করে। সেই প্রকার গুরুতে ঈশ্বরের বিশেষ প্রকাশ দেখিয়া তথাই তাঁহার পূজা করি।

**সাধনে শুষ্কতা ও নৈরাশ্য**—প্রঃ—সাধনের পর সময় সময় অত্যন্ত বিষম শুষ্কতা ও নৈরাশ্য আসে, এই সময় সাধন ভাল লাগে না, এইরূপে নিরাশ আসে কেন?

উঃ—দেখ, এই বর্ত্তমান গ্রীষ্মকাল কেমন ভয়ানক বলিয়া বোধ হয়। পুকুর, খাল, বিল, নদী ইত্যাদি সমস্ত শুকাইয়া যাইতেছে। সূর্য্যের উত্তাপে মানুষ অস্থির হইতেছে, সকল প্রাণী যেন হাহাকার করিতেছে, গাছপালা যেন সেইরূপ নাই। দেখিয়া বোধ হয় যেন কি এক বিষম



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



ক্ষুদ্র নৌকা লইয়া অগ্রসর হইলে কখন বা উর্দ্ধে কখন বা নিম্নে তরঙ্গের সহিত নাচিতে থাকে। সেরূপ কখন উর্দ্ধে কখন নিম্নে সাধকগণ সংগ্রাম করিতে থাকে। এসকল পরীক্ষার সময় অনেকে সাধন ভজন একেবারে পরিত্যাগ করে। নানারূপ অবিশ্বাস ও অশান্তি দ্বারা আক্রান্ত হইয়াই এ সব করিয়া থাকে, কিন্তু যদি দিনের ভিতর এক সময় অন্ততঃ ৪।৫টী নামও করিতে পারে, সে কোন না কোন প্রকারে উদ্ধার পায়। এইরূপ প্রলোভনে পতিত হওয়া একটা উন্নতির লক্ষণ বলিয়া মনে করিতে হইবে। অনেকের ২।৩ জন্ম কি ততোধিক পর্য্যন্তও প্রলোভনে পতিত হইতে হয় না। যদি মন্ত্রাদি গ্রহণ করতঃ এইরূপ প্রলোভন কি পরীক্ষায় পতিত হইতে না হয়, তবে নিজেকে শোচনীয় অবস্থাপন্ন মনে করিবে। এইরূপ অবস্থা হইতে মানুষের উন্নতির অবস্থা হইতে থাকে; ক্রমে পরীক্ষার মধ্যে পড়িয়া পড়িয়া নিজকে যখন একেবারে হীন জ্ঞান হইবে, নিজের কিছুই ক্ষমতা নাই বলিয়া মনে করিবে, তখনই উন্নতির চিহ্ন দেখা যাইবে। ভক্তি তখন হইতেই বিকশিত হইতে থাকিবে। যখন মানুষের এরূপ অবস্থা হয় তখন তাহার হৃদয়ে ভগবৎ-তত্ত্ব প্রকাশ হইয়া পড়ে। অভিমান ত্যাগ হইলে শীত গ্রীষ্মাদি বোধ থাকে না, কারণ আমিত্ব থাকিলেই কেবল এ সকল বোধ হইয়া থাকে। যখন মানুষের ভিতর ভগবানের লীলা হয়, তখন তাহাদের প্রতি আরোপ করা যায়। সকলেই তাহারা ভগবানের নাম করিয়া ত্রাণ পাইয়া থাকে। ভগবানের নামে তাহাদের ভোগ করিতে হয় না। প্রকৃতির নিয়ম এই, যদি কোন ব্যক্তির প্রাণমন ভালবাসায় এক হইয়া যায়, এক ব্যক্তি বই অন্যে জানে না। তখন দেখা যায় যে একজনের প্রতি কষ্ট প্রয়োগ করিলে তাহা অন্যে ভোগ



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



করিয়া থাকে। এক ব্যক্তির পৃষ্ঠে বেত্রাঘাত করিলে অন্যের অঙ্গে তাহার চিহ্ন পড়ে। এই নিয়মের দ্বারাই প্রহ্লাদ অগ্নি, জল, হস্তী প্রভৃতির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন। তিনি নিজে কিছুই ভোগ করেন নাই, সকলই ভগবান ভোগ করিয়াছিলেন। সাধুরা ইচ্ছা করিলেই সকল রোগ ভোগ হইতে ত্রাণ পাইতে পারেন, কিন্তু উহা কেহর না কেহর ভোগ করিতে হইবে। অতএব সাধুরা উহা ভগবানের দ্বারা ভোগ না করাইয়া নিজেরাই ভোগ করিয়া থাকেন। গোস্বামী মহাশয় শুনিয়াছেন কোথায় দুইজন সন্ন্যাসী ছিলেন, উহার একজনের অঙ্গে বেত্রাঘাত করাতে অন্যের চিহ্ন পড়িয়াছিল। তিনি বলিলেন আজ কাল প্রকৃত ভালবাসা দুর্লভ। একে অন্যকে হৃদয়ের সহিত ভালবাসিতে বড় দেখা যায় না।

**ভালবাসা—শান্তিপুরের কথা**—আমি শান্তিপুরে একটী ঘটনা দেখিয়াছি, সেরূপ ঘটনা আজকাল বড় দেখা যায় না। ছোট বয়সে একটী ছেলের সহিত একটী মেয়ের ভালবাসা হয়। ক্রমে উহাদের ভালবাসা বাড়িতে থাকে। মেয়েটীর বিবাহ হইল, শ্বশুরবাড়ী নিয়া চলিল। উহার চীৎকারে সারা পথই প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। মেয়েটীর বয়সের সঙ্গে লজ্জা আসিল। সম্ভবতঃ ছেলেটীকে তাহার নিকট আসিতে নিষেধ করিত; তাহাতে ছেলেটীর একপ্রকার উন্মত্তাবস্থাই হইয়াছিল। ভাগ্যক্রমে ইতিমধ্যে একটী সন্ন্যাসীর সহিত ছেলেটীর সাক্ষাৎ হয়। সন্ন্যাসী বলিলেন, "যদি তুমি কোন দেবতাকে এরূপ ভালবাসিতে, তবে ত্রাণ পাইয়া যাইতে। তুমি কোন্ দেবতাকে ভালবাস।" সে বলিল, "রামকে।" "তবে রামকে ডাক।" গ্রামের নিকট মন্দিরে রামের প্রতিমূর্ত্তি ছিল; ছেলেটী সেখানে গিয়া রামকে ডাকিতে লাগিল। ডাকিতে ডাকিতে তাহার চক্ষু দিয়া দর্ দর্



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



করিয়া জল পড়িতে লাগিল। দেখা গিয়াছে আহারের সময় রাম আসিয়া খাইতে অনুরোধ করিতে থাকিত। ২।৩ দিন সেইরূপ অনাহারেও থাকিত। পরে ছেলেটী মারা যায়।

( করঙ্গের উপর ছায়া দর্শন করার পর তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা শুনিয়া প্রশ্ন )।

**লোভের বস্তুতে ছায়াপাত**—প্রঃ—যাহার যে বিষয়ে লোভ হয়, তাহার সেই বস্তুতে একটা আকৃতি পড়ে নাকি ?

উঃ—মানুষ যাহা কিছু দেখে, তাহাতেই তাহার একটা আকৃতি পড়ে, কিন্তু সেই আকৃতি আসক্তিতে স্থায়ী হয়। যেমন ফটোগ্রাফ রসেতেই স্থায়ী হয়। আয়নাতে চেহারা পড়ে কিন্তু তাহা যতক্ষণ আয়নার নিকটে রাখা যায় ততক্ষণই দেখা যায়, পরে আবার সেই চেহারা দেখা যায় না। তদ্রূপ সাধারণ দৃষ্টিতে চেহারা পড়ে বটে কিন্তু তাহাতে ঐ চেহারা স্থায়ী হয় না। ফটোগ্রাফের আয়নায় যে আকৃতি পড়ে তাহার কারণ রস। আয়নাতে যে রস থাকে তাহাতেই আকৃতি বদ্ধ হইয়া পড়ে। যাহাদের সেই চক্ষু ফুটিয়াছে, তাহারা আয়নাতে দৃষ্টিমাত্রই ঐ চেহারা দেখিতে পারে; শুনিয়া বুঝা যায় না। যে কোন বিষয়ে যার লোভ হউক না কেন, নিশ্চয়ই ঐরূপ আকৃতি পড়িবে।

প্রঃ—আসক্তি হেতু বিষয়েতে যে চেহারা পড়ে, তাহা কিরূপে দূর হয় ?

উঃ—যতদিন পর্য্যন্ত বিষয়েতে আসক্তি আসিবে, ততদিন পর্য্যন্ত ঐ আকৃতি স্থায়ী হয়। যখনই আসক্তি চলিয়া যায়, অমনি আকৃতিটীও চলিয়া যায়।

**বিষয়ে আসক্তি জন্মগ্রহণের হেতু**—প্রঃ—অনেক ধর্ম্মগ্রন্থে

LIBRARY
No.....
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



ও শাস্ত্রে দেখা যায় যে বিষয়ে আসক্তি জন্মগ্রহণের হেতু। যে বিষয়ে লোভ জন্মে, তাহা ভোগ করিতে আবার জন্ম নিতে হয়। বিষয়েতে যে আকৃতির কথা বলিলেন সেই আকৃতিতেই কি পরলোকগত আত্মার জন্মগ্রহণ হয়?

উঃ—হাঁ, ঐ সব আকর্ষণ একটা কারণ বটে, আরও গুরুতর কারণ আছে।

**মনের অবস্থা গোপন রাখা যায় কিনা?**—প্রঃ—যখন যে বিষয়ে মনের যেরূপ অবস্থা হয়, তবে ত আর তাহা গোপন রাখা যায় না।

উঃ—সাধ্য কি যে গোপন করিবে। তুমি নিজে প্রকাশ করিতে না পার বটে কিন্তু স্বভাব হইতে যে চেহারা আসিবে তাহা আর কি প্রকারে গোপন করিবে? দৃষ্টি করিলেই তোমার স্বভাবের মধ্যে সকল প্রকার চেহারা দেখিয়া লইবে।

**পরমহংস**—প্রঃ—পরমহংস কাহাকে বলে?

উঃ—হংস যেমন মিশ্রিত জল ও দুধ হইতে দুধের অংশ গ্রহণ করে আর জলের ভাগ ত্যাগ করে, সেই প্রকার যিনি এই অনিত্য মিথ্যা সংসার হইতে কেবল সারই সংগ্রহ করেন, তিনিই পরমহংস। তিনি কেবল গুণগ্রাহী হইবেন; গুণ ভিন্ন অন্য কিছু দেখিবেন না।

**যজ্ঞের উপকারিতা**—প্রঃ—যজ্ঞ করার উপকারিতা কি?

উঃ—তাহাতে রজঃগুণ নষ্ট হয়।

**সাধন-তত্ত্ব**—প্রঃ—ব্রাহ্ম সমাজে যতদিন ছিলাম, সেই সময় মনের যেরূপ একটা তেজ, সত্য অনুরাগ, জীবনের উৎকর্ষ ইত্যাদি নানা বিষয়ে একটা সুন্দর অবস্থা ছিল; আজ কাল তাহা নাই। তবে সাধন লইয়া



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



আমার অবনতি হইল নাকি ? উন্নতি কিছুই দেখি না।

উঃ—এই সাধনের ভিতর যত লোক আছে, সকলেরই এই অবস্থা। আমি সকল বিষয়ের কর্ত্তা, আমাকে আমি উন্নত করিতে পারি, অবনত করিতে পারি এইরূপ যে একটা অভিমান, উহা নষ্ট করিবার জন্যই এই সকল অবস্থার দরকার। মানুষ যে কিছুই নয়, তার কিছুই করিবার অধিকার নাই, ইহাই বুঝিতে হইবে ; না হইলে উন্নতি হইতে পারে না। গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে সংগ্রাম করিতে বলিয়াছেন। এই সংবাদ সাধক মাত্রেরই জীবনে আসিবে। নানা প্রলোভনের মধ্য দিয়া সাধক সংগ্রাম করিতে থাকিবে। কখনও জয় কখনও বা পরাজয়। এইরূপ বিষম সংগ্রামে বহুদিন কাটাইতে হয়। এই সংগ্রামের সময় নামকেই মাত্র আশ্রয় করিয়া অত্যন্ত ধৈর্য্য সহকারে রিপুদিগকে পরাজয় করিতে যত্ন করা নিতান্ত আবশ্যক। অনেকে এই সংগ্রাম উপস্থিত হইলে নাস্তিক হইয়া যায়। সাধক-জীবনে ইহা অপেক্ষা আর ভয়ানক অবস্থা নাই। এই রণে যাহারা গা ছাড়িয়া দেয়, তাহাদের কাল বিলম্ব হয়, অনেক ভোগে পতিত হইতে হয়। আর যাহারা প্রাণপণে সংগ্রাম করিতে পারে, তাহাদের সংগ্রাম সকালেই শেষ হইয়া যায়। যার যেরূপ প্রকৃতি, সে সেইরূপ যুদ্ধ করে। যার রজঃ গুণ খুব বেশী, তার বেশী দিন যুদ্ধ করিতে হয়। এই সংগ্রামে সকলেরই পরাস্ত হইতে হইবে ; পরে পরাজয় হইতে হইতে যখন হাড়গোড় ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইবে, সাধক দেখিবে যে তাহার কোন ক্ষমতা নাই, একটী সামান্য বিষয়েও তাহার স্বাধীনতা নাই ; সকল বিষয়েই সে অত্যন্ত হীন, নিজের চেষ্টায় নিজ জীবন উন্নত করিতে অসমর্থ, তখন নিজকে সে নিতান্ত হীন, অক্ষম জ্ঞান করিয়া অন্যের আশ্রয় লইবে, অন্যের উপর নির্ভর করিবে, তখনই সে ভক্তির পথে চলে। তখন আর তাহার কোন



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



প্রকার চেষ্টা, ইচ্ছা, স্বাধীনতা থাকে না; সমস্তই ভগবান করেন ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারে। সংগ্রামের কথা গীতায় কর্ম্মযোগ এবং ইহাকেই ভক্তিযোগ বলিয়াছেন। এই ভক্তিযোগ আরম্ভ হইলে ভক্ত ক্রমে ক্রমে সব ঈশ্বরত্ব প্রত্যক্ষ করিতে থাকে। তখন নানা আশ্চর্য্য তত্ত্ব তার নিকট প্রকাশ পাইতে থাকে, ইহাকে জ্ঞানযোগ বলে। সুতরাং সংগ্রাম করিতে থাক, এই সংগ্রাম জীবনে আসাও সহজ নয়। অনেকের জীবনে এই সংগ্রাম হয় না। সংগ্রাম আসিলেই মনে করিবে যে এই ধর্ম্ম-জীবনের সূত্রপাত হইল। এই সাধনের মধ্যে যতজন আছেন, কেহই এই সংগ্রাম না করিয়া পারিবেন না। সকলেরই সকল প্রকার রিপুর নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে হইবে। নিজের যাহা প্রকৃত অবস্থা, তাহাতে দাঁড়াইতে হইবে। এই সময়ে দীনবন্ধু পতিতপাবন বলিয়া ডাক। মিথ্যা কথা বলা হইবে না। নিজের দুরবস্থা অনুভব করিয়া ডাকিলে তাহা পূর্ণ হইবে।

শাক্ত ও বৈষ্ণব—প্রঃ—শাক্ত ও বৈষ্ণবে পার্থক্য কি ?

উঃ—শাক্ত ও বৈষ্ণবের শেষে একই প্রকারের অবস্থা লাভ হয় কিন্তু রাস্তা ভিন্ন প্রকারের দৃষ্ট হয়। যাহারা বৈষ্ণব প্রকৃতির লোক, তাহারা কোন প্রকারের ঐশ্বর্য্য চায় না, দাস হইতেই চায়। বৈষ্ণবেরা বিষ্ণু-ভক্তিই আশা করে। ইহাতেই তাহাদের অভয়পদ লাভ হয় এবং আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য সকল শক্তি লাভ হয়। ঐশ্বর্য্য তাহারা চায় না, প্রকাশ করে না। ঐশ্বর্য্য দাস দাসীর ন্যায় ইহাদের অনুগমন করে। আর যাহারা শাক্ত তাহারা ঐশ্বর্য্য প্রথমে আকাঙ্ক্ষা করে। নানা প্রকার অলৌকিক ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া তদ্বারা তাহারা ভগবানের কার্য্য করে, পৃথিবীর নানা মঙ্গল সাধন করে। এইরূপ ভগবানের সেবা দ্বারা অবশেষে মোক্ষ পায়।



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



**কাম রিপু**—প্রঃ—কাম রিপু আমার বড় বেশী বোধ হয়; একেবারে এই রিপু হইতে কি প্রকারে উদ্ধার পাইব?

উঃ—কাম রিপু হইতে মুক্তি পাইবার উপায়, অবিশ্রান্ত কুম্ভক ও নাম করা; পদাঙ্গুষ্ঠের উপর দৃষ্টি রাখিয়া চলা। ওরূপ করিলে আপনা হইতেই উহা দমন হইয়া আসিবে।

**আসন**—প্রঃ—আসন সকলেই নিতে পারেন কিনা?

উঃ—এই সাধনের মধ্যে যাঁহারা আছেন, তাঁহারা সকলেই আসন নিতে পারেন কিন্তু আসনের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে না পারিলে না নেওয়াই ভাল। আসন নিয়ম মত করিয়া প্রতিদিন কোন নিয়মিত সময় কিছুকালের জন্য বসিতে চেষ্টা করিতে হয়। আসনের পবিত্রতা ও মর্য্যাদা রক্ষা করা উচিত। উহাতে অন্য কাহাকেও বসিতে দিবে না। ধর্ম্ম বিষয়ে যাহা কিছু অনুষ্ঠান করিবে উহাতে বসিয়া করিবে। অন্য কেহ আসনে বসিলে উহা নষ্ট হয়।

**ঊর্দ্ধরেতা**—প্রঃ—ঊর্দ্ধরেতা হইতে সাধারণতঃ কত বৎসর লাগিয়া থাকে? কিরূপে ঊর্দ্ধরেতা হওয়া যায়?

উঃ—যাহাদের অত্যন্ত বেশী, তাহাদের একটু বেশী সময় লাগিবে, নচেৎ খুব সকালেই হয়। কাহারও তিন দিনে, কাহারও দুই এক পক্ষে, কাহারও তিন মাস, কাহারও অনেক সময় লাগে। নিয়ম মত চলিলে সকালেই হইয়া যায়। পদাঙ্গুষ্ঠের দিকে সর্ব্বদাই দৃষ্টি রাখিবে, আর না হইলে নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি রাখিলেও হয়। আর এক কাজ করিবে; প্রস্রাব করিবার সময় একবেগে না করিয়া একটু একটু করিয়া করিবে, পাঁচ সাত বার করিবে। ইহাতে ঐ সকল মাংসপেশীর ধারণা করিবার শক্তি জন্মে। আর ঐরূপ সর্ব্বদা কুম্ভক করিয়া করিয়া নাম



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



জপ করিবে। এইরূপ করিলেই হইবে। এই সকল খুব নিয়ম মত করিতে হয়। এই সকল ক্রিয়া হঠাৎ একেবারে হয় না, একটু বিলম্ব লাগে।

**আহারাদির নিয়ম**—প্রঃ—আহারাদির নিয়ম ইহাতে কিরূপ?

উঃ—খুব নির্জ্জনে আহার করিতে হয়। আহার্য্য বস্তু অন্যকে দেখিতে দিতে নাই। আর আহারের সময় প্রতিগ্রাস আহারের সঙ্গে সঙ্গে নাম জপ করিতে হয়। আহারের সামগ্রী ছাড়া অন্য কোন বস্তুতে দৃষ্টি করিতে নাই। বেশী ঝাল, বেশী লবণ বা টক্ বিশেষতঃ মিষ্ট ত্যাগ করিতে হয়। আবশ্যক মত অল্প গ্রহণে ক্ষতি করে না। দুধ ঘন খাইতে নাই, তরল দুধ নিয়ম মত খাওয়া যায়। শুইবার নিয়ম আছে। নিজের বিছানা পৃথক্ রাখিতে হয়। অন্যের বিছানায় শোয়া, অন্যের বস্ত্র পরা ইত্যাদিতে ক্ষতি হয়। এ সব বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হয়। নাম খুব জপ করিতে হয়।

**অভিমান নষ্ট**—প্রঃ—অভিমান কিসে নষ্ট হয়?

উঃ—অভিমান নষ্ট করা বড় সহজ নয়। মুক্ত না হওয়া পর্য্যন্তই অভিমান থাকে। যতদিন পর্য্যন্ত নিজেকে কাঙাল করিতে না পারিবে, ততদিন কিছুই হইবে না। মুটে, মজুর, ভাল, মন্দ সকলকেই ভক্তি করিতে হইবে। এই অভিমানের ভাব অনুমাত্র আসাতে বড় বড় যোগীর পতন হইয়াছে দেখিয়াছি। অভিমান ভয়ানক শত্রু।

**গুরু দক্ষিণা**—প্রঃ—শাস্ত্রে গুরু দক্ষিণার ব্যবস্থা আছে। বিদ্যার্থী ছাড়া কি মোক্ষার্থীদিগেরও গুরু দক্ষিণা আছে?

উঃ—মোক্ষার্থীদিগের গুরু-দক্ষিণা নাই। যাঁহারা গুরু গৃহে থাকিয়া পাঠ করিতেন, তাঁহারাই গুরু-দক্ষিণা দিতেন।

**রিপু প্রবল হইবার কারণ**—প্রঃ—রিপুদিগকে পরাজয়ের কি



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



কোন উপায় আছে? কোন কোন রিপুকে হটাৎ এত প্রবল হইতে দেখা যায় কেন?

উঃ—যখন যে রিপুটী একেবারে নষ্ট হইবে, তাহারই কিছু পূর্ব্বে ঐ রিপু অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে। ঐ সময় উহা এত প্রবল হয় যে অনেকেরই তখন সাধন বিষয়ে অবিশ্বাস আসিয়া নাস্তিকতা হয়। ঐ সময়টী বড়ই ভয়ানক। সর্ব্বদা উন্মত্তের ন্যায় থাকে। যদি ঐ সময় গুরু-দত্ত নাম ত্যাগ না করে তবে নিরাপদে উত্তীর্ণ হইয়া উৎকৃষ্ট অবস্থা লাভ করে। নতুবা বিশেষ দুরবস্থায় পড়িয়া থাকে। সকল রিপুই নির্ব্বাণ হইবার পূর্ব্বে অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতে দেখা যায়। নাম স্মরণ করিলে কোন ভয়ই থাকে না।

**মানসিক উত্তেজনা**—প্রঃ—মানসিক কোন উত্তেজনা আছে, স্থির করিতে পারি না, কিন্তু ইন্দ্রিয় সময় সময় উত্তেজিত হইয়া থাকে কেন? এবং ঐ সময় কি করা উচিত?

উঃ—স্নায়ু খুব দুর্ব্বল হইলে ঐরূপ হইয়া থাকে। ঐ সময় একস্থানে কখনই বসিয়া থাকিবে না; বেড়াইবে অথবা কাহারও নিকট গিয়া গল্প করিবে। ঐরূপ হইলে স্নান করিয়া বেড়াইতে যাইতে হয়; কিন্তু তাহা তোমার সহ্য হইবে না। বেড়াইলেই উপকার হইবে।

**গুরু-সঙ্গ**—প্রঃ—সর্ব্বদা গুরুর নিকট থাকায় উপকার, না তফাৎ থাকিলে বেশী উপকার হয়?

উঃ—দুই প্রকৃতির লোক আছে। এক প্রকৃতির লোক গুরুর নিকট সর্ব্বদা থাকিলে তাহাদের সন্দেহ বাড়ে, তত উপকার হয় না। কাহারও গুরুর নিকট থাকিলে উপকার হয়। প্রকৃতি বুঝিয়া তবে



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



গুরুর নিকট থাকিলে অপকার কাহারও হয় না। গুরুর নিকট থাকিলে বাৎসল্য কিছু বেশী হয়।

**দর্শন ও প্রাপ্তি**—প্রঃ—আমাদের মধ্যে অনেকেরই দর্শনাদি হয়, আবার কাহারও কাহারও হয় না। এরূপ কেন?

উঃ—পূর্ব্বজন্মে যাহার যেরূপ তপস্যা, তাহার তেমন হয়; আর সকলের পথ এক নয়। কেহ বা দর্শন করা অপেক্ষা জিতেন্দ্রিয় হওয়া প্রয়োজন বোধ করে। যাহার যেরূপ অন্তরের ইচ্ছা ও চেষ্টা তাহার তদ্রূপ হয় দর্শন করার বলবতী ইচ্ছা না হইলে দর্শন হবে কেন?

প্রঃ—দর্শন ও প্রাপ্তিতে প্রভেদ কি?

উঃ—ভগবান কৃপা করিয়া ভক্তের নিকট আত্ম-স্বরূপ কখন কখন প্রকাশ করেন, ঐ সময় সর্ব্বদা থাকে না। যখন ভগবান দয়া করেন, তখনই মাত্র দেখা যায়; আর যখন আমার ইচ্ছা মাত্রই ঐরূপ দেখিতে পাইব, তখনই প্রাপ্তি।

**মনঃস্থির**—প্রঃ—মন বড় অস্থির, নাম করিতে ইচ্ছা হয় না, কি করিব?

উঃ—মনঃস্থির কি সহজে হয়। মনঃস্থির হইলেই সকল হইয়া গেল। প্রথম প্রথম মন অত্যন্ত অস্থির থাকে, নাম করিতে বিরক্ত বোধ হয়। কিন্তু ঐ সময় ঔষধ গেলার মতন নাম করিতে হয়। ক্রমে জোর করিয়া করিতে করিতে যদি উহা একবার অভ্যাস হয়, তবে আর গোল নাই। অভ্যাস না হওয়া পর্য্যন্ত ছাড়িতে নাই, জোর করিয়া করিবে।

**মোক্ষ ও বিধি-মার্গ**—প্রঃ—আমাদের মোক্ষ-মার্গ হইলে বিধি-মার্গ ধরিয়া চলিবার প্রয়োজন কি?

উঃ—মোক্ষই আমাদের উদ্দেশ্য। যে পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয় দমন না হয়



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



সে পর্য্যন্ত বিধি-মার্গ ধরিয়া চলিতে হইবে ; কিন্তু সেই সাধনের লক্ষ্য মোক্ষই থাকিবে। ইন্দ্রিয় দমনের জন্য বিধি-পথে চলার প্রয়োজন। অবস্থা তোমার সেইরূপ হইলে আর বিধিতে বদ্ধ থাকিতে হইবে না। অবস্থা না হওয়া পর্য্যন্ত এ সকল করিতে হয়।

**ত্রি-বর্গ সাধন**—প্রঃ—মুনি ঋষিরা কি ত্রি-বর্গের সাধক ছিলেন, না মোক্ষের ?

উঃ—অনেক মুনি ঋষিরা ত্রি-বর্গের সাধক ছিলেন, সকলে একমতে চলেন নাই।

**মোক্ষ**—প্রঃ—যাঁহারা মোক্ষলাভ করিয়াছেন, ইচ্ছা করিলে আবার তাঁহারা সংসারে আসিতে পারেন ? উঃ—অনায়াসে।

প্রঃ—আবার যদি আসিতে হয়, তবে ত আর রক্ষা নাই।

উঃ—দেখ খুব চেষ্টা করিয়া, এবার সাধিতে পারিলেই আর আসিতে হইবে না। বাসনা জয় করিতে পারিলেই আর আসিতে হইবে না ; না হইলে আসিতে হইবে।

প্রঃ—মোক্ষার্থীরা সংসারে আসিয়া পাপের স্রোতে পড়িয়া নষ্ট হয় কিনা ?

উঃ—তাহার কি যো আছে ? ইচ্ছা করিলেও আর তাহারা বদ্ধ হইতে পারে না ; আসিয়া কিছুকাল এই সংসারে কার্য্য করিয়া চলিয়া যায় মাত্র। ভোগ করিতে চাহিলেও তাহাদিগকে ভোগ করিতে দেয় না।

**সৎসঙ্গ**—প্রঃ—সৎসঙ্গ কাহাকে বলে ? উহাতে লাভ কি ? উহার প্রয়োজনীয়তা কি ?

উঃ—(১) সাধুর সঙ্গে আলাপ করাই সাধুসঙ্গ নয়। তাহাদের কার্য্য



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



দেখিতে হয়, তাহা হইলে ভিতরে যে ত্রুটী আছে তাহা ধরা পড়ে। যার যে নিয়ম তাহা সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। নিয়মের একটী ছাড়িলেই সঙ্গে সঙ্গে পাঁচটী ছাড়িতে হয়। শত সহস্র বাধা বিঘ্নের মধ্যেও আপনার কর্ত্তব্য রক্ষা করিতে হইবে। এই বিষয় বজ্রের মত কঠিন ও পুষ্পের মত কোমল হইবে। পাহাড় পর্ব্বত সম্মুখে পড়িলেও টলিবে না। আবার ঐ বিষয়ে প্রবেশ বিধায় পুষ্পের মত কোমল হইবে। অতি ধীর ও শান্তভাবে নিজ কর্ত্তব্য করিয়া যাইবে।

**কর্ত্তব্য রক্ষা**—(২) নিজ কর্ত্তব্য রক্ষা করিতে দৃঢ়তা থাকিলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবও কিছুই করিতে পারিবেন না। আর স্বয়ং ভগবান আসিয়াও যদি নানা প্রকার উচ্চাবস্থা দিয়া তোমাকে তোমার কর্ত্তব্য অর্থাৎ তোমার ধর্ম্ম বিরুদ্ধে কাজ করিতে বলেন, তাহা করিবে না। তিনি যদি শক্তি প্রকাশ করিয়া তোমাকে পরাস্ত করিতে চেষ্টা করেন, তাহা পারিবেন না। সমস্ত দেব, যক্ষ, পিশাচাদির সহিতও পরাস্ত হইবেন নিশ্চয় জানিয়াও উপরোধ, অনুরোধ ছাড়াইতে হইবে। লোকের কিসে মন রক্ষা হয় ইত্যাদি বিষয় দেখিয়া চলিতে গেলে আর ধর্ম্মকর্ম্ম হয় না। ঠিক প্রাণের আকর্ষণ যেখানে হয়, সেইখানেই যাওয়া কর্ত্তব্য। কাহারও অনুরোধে যাওয়া কর্ত্তব্য নহে। তাহাতে উপকার হয় না বরং ক্ষতি হয়। এই প্রাণের আকর্ষণ মতে চলিলে অনিষ্ট হয় না। হয়ত একজন লম্পটের উপর আমার ঐ আকর্ষণ হইতে পারে। এ সকল বিষয় বুঝা বড় কঠিন কথা। জিয়ন্তে মৃত হইতে হইবে। বৃক্ষের যেমন বীজ না মরিলে অঙ্কুর বাহির হয় না, সেইরূপ "আমি ও অভিমান" একেবারে নষ্ট না হইলে, ধর্ম্মের অঙ্কুরই বাহির হইতে পারে না। অভিমান যতদিন আছে, ততদিন ধর্ম্মকর্ম্মের নাম গন্ধও নাই। ( সত্য ব্যবহার ও বীর্য্যরক্ষাতে যোগী-জন--



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



দুর্লভ ব্রহ্মপদ লাভ করেন। কোন পর্ব্বতে যাইতে রাস্তায় কোন সন্ন্যাসী বলিয়াছেন।)

**অন্য মহাপুরুষের উপদেশ অনুযায়ী কার্য্য**—প্রঃ—অন্য কোন মহাপুরুষের সাক্ষাৎলাভ হইলে তাহার উপদেশ অনুযায়ী কার্য্য করাতে উপকার হয় কি না?

উঃ—আমাদের কিছুতেই নিষেধ নাই। এই সাধনেই সমস্ত লাভ হইবে। ঐ সকলের কিছুরই প্রয়োজন নাই, ক্ষতি বরং একটু হয়। অন্য কাহারও উপদেশমত চলিলে ক্রমে তার মতে টানিয়া নিতে চেষ্টা করে। যেখানে ন্যায়, সত্য, সে সকল স্থানেই আমরা শিক্ষালাভ করিতে পারি।

**আমরা কি ভাবের উপাসক?**—প্রঃ—যদি আমাকে কেহ প্রশ্ন করে যে তুমি কি ভাবের উপাসক, তবে আমি কি বলিব?

উঃ—যার যে ভাব সে তাহাই বলিবে। যদি শিব-ভাব ভাল লাগে, তবে শৈব বলিবে। যার বৈষ্ণব-ভাব সে বৈষ্ণব বলিবে। যার যে ভাব আপনা আপনি মনে ভাল জানিবে, তাহার বিরুদ্ধে ভাব আনিতে যত্ন করিবে না। এক ব্রহ্মের নানারূপ প্রকাশ, যার যাহা ভাল লাগিবে সে তাহাই ধরিবে ও লোককে তাহাই বলিবে। আমাদের একরূপে অনন্তরূপ প্রকাশ পাইবে।

**ধ্যান**—প্রঃ—কি ধ্যান করিব? কোন্ রূপের ধ্যান করিব?

উঃ—বৈধি ধ্যান ও রাগের ধ্যান—এই দুই প্রকার ধ্যান আছে কিন্তু আমাদের এসব কিছুই নয়। কোন একটী চক্রে মনঃস্থির করিয়া ক্রমে নাম করিতে থাকিবে। ওরূপ করিতে করিতে একটি রূপ প্রকাশ পাইবে। যেমন প্রকাশ পাইবে অমনি উহা কষিয়া ধরিবে।



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



**বীর্য্য ও সত্যরক্ষা এবং ইন্দ্রিয় দমন**—বীর্য্য ও সত্যরক্ষা না হইলে যোগলাভ হয় না। কল্পনা সত্য চাই। বীর্য্যধারণ যেমন এক পক্ষে শরীর, মন ও আত্মা রক্ষার কারণ, সত্যও তদ্রূপ। বৃথা চিন্তায় বিষম অনিষ্ট হয়। ধর্ম্মলাভ করিতে হইলে ঠিকমত চলিতে হইবে। ভগবৎ চিন্তায় মস্তিষ্ক এত বৃদ্ধি পায় যে তাহা বলা যায় না। বৃথা চিন্তায় অর্থাৎ মিথ্যা চিন্তায় মহাপাপ। উহাতে মস্তিষ্ক নষ্ট হয়। মিথ্যা বলায় যেরূপ পাপ, মিথ্যা কল্পনায়ও ঠিক সেইরূপ পাপ। যাঁহারা যোগ পথে চলিবেন, তাঁহাদের সকলেরই সত্য সঙ্গে যোগ থাকিবে। নাটক, নভেল ইত্যাদি পাঠ করা যোগ শাস্ত্রে নিষেধ আছে। যতদিন ইন্দ্রিয় দমন না হয়, ততদিন অভিমানে কি অনিষ্ট করে বুঝিতে পারিবে না। ইন্দ্রিয় দমন হইলে অভিমানের অনিষ্টতা বুঝিতে পারা যায়। ইন্দ্রিয় দমন না হওয়া পর্য্যন্ত কিছুই হইল না বুঝিবে। তাহা না হওয়া পর্য্যন্ত ধর্ম্মকর্ম্ম কিছুই হয় না।

মনের দৃষ্টি কোন এক চক্রে স্থির রাখিতে হয়। তাহা হইলে আর আশঙ্কা থাকে না। নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলেও মন চঞ্চল হয় না, স্থির থাকে। কার্য্যের কোন বাধা হয় না। যেই কেন যত উন্নত না হউন, স্ত্রীলোক হইতে সর্ব্বদা তফাৎ থাকিবে। ঊর্দ্ধরেতা হইলেও স্ত্রীলোক হইতে অনিষ্ট হয়।

**জাতিভেদ**—জাতিভেদ আমাদের দেশে এখন যেমন রহিয়াছে, তাহা সকল দেশেই আছে। আমাদের ঋষিরা যে জাতির বিষয়ে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন তাহা গুণ ভেদে। ইহা বৃক্ষ লতা ইত্যাদিতেও দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকৃতি-ভেদে জাতি সকলেরই আছে। প্রকৃতিগত জাতি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ভরা, ইহা কেহই ছাড়িতে পারে না। ইহাই ঋষিরা



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



স্বীকার করিয়াছেন। স্বত্ত্বঃ, রজঃ, তমঃ ভেদে জাতি; এখন হয়েছে ব্যবসাগত। যাঁহারা সকলেতে একের অস্তিত্ব দর্শন করেন, যাঁহার নামে মহাপাপী উদ্ধার হয়, তিনি যে স্থানে আছেন তাহা কি আর অপবিত্র মনে করিতে পারেন। এইরূপ পরমহংসদের জাতিভেদ নাই। কিন্তু যতদিন সে অবস্থা না হয়, যতকাল ভেদবুদ্ধি আছে, ততদিন যার তার হাতে খাইলে চলিবে কেন? যার মন হইতে জাতি গিয়াছে, সেই জাতি মানে না; বিষ্ঠা চন্দন যে সমান দেখে, তারই জাতি গিয়াছে, তা না হইলে যার তার হাতে খাইলে জাতি গেল না।

জাতি মন হইতে যাওয়া বড় কঠিন কথা। সামাজিক জাতি এক প্রকার আর প্রকৃতিগত জাতি ভিন্ন। ইহা পরমহংসাবস্থা লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত কেহ উত্তীর্ণ হইতে পারে না। উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট জ্ঞান থাকিলেই জাতি থাকিবে। একরকম জাতির অভ্যন্তরে সে থাকিবেই। হয় আচারগত, নয় ব্যবসাগত, না হয় প্রকৃতিগত, একমত থাকিবেই। হিংসা, মান, লজ্জা ইত্যাদি যতকাল আছে, ততকাল মানুষ কোন প্রকারেই জাতি অতিক্রম করিতে পারিবে না। যার তার হাতে খাইলেই জাতি যায় না, তাতে আরও বরং ক্ষতি হয়। যাহার পক্ক অন্ন ব্যবহার করা যায়, তাহার আন্তরিক ভাব ও আহার্য্য বস্তুর সঙ্গে সঙ্গে মনে সংক্রামিত হয়; ইহা মানুষ দেখিতে পারে না, কিন্তু সত্য, এ সব এক বিষম সমস্যা।

**আসক্তি, বৈরাগ্য, সন্ন্যাস**—যতদিন পর্য্যন্ত আসক্তি না যায়, প্রকৃত অনুরাগ না হয়, ততদিন কর্ম্ম শেষ হয় নাই, সুতরাং সন্ন্যাসাদি নিলেও সে কোনরূপ কর্ম্ম না করিয়া পারিবে না; একরকমে করিতেই হইবে। ভগবানের প্রীত্যর্থ কাজ করিলে সকালেই কর্ম্ম শেষ হয়, আসক্তি নষ্ট হয়। সংসার ত্যাগ করিলেই সন্ন্যাস হইল না। দেহাত্ম-বুদ্ধিকে



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS


সংসার বলে। কোন বস্তুতে আসক্তি থাকিলে বৈরাগ্য হয় নাই। যতদিন পর্য্যন্ত ক্ষুধা তৃষ্ণাতে কার্য্যের ব্যাঘাত করে, ততদিন ত্রিতাপ নষ্ট হয় নাই। বিষয়ে অনাসক্তি ও ত্রিতাপ নষ্ট হইলেই বৈরাগ্য হয়। বৈরাগ্য না হইলে পঞ্চম-পুরুষার্থ লাভ হয় না। বৈরাগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত নিয়মেতে সময় কাটাইতে হয়। বৃথা সময় কাটাইবে না।

নানা কার্য্য দ্বারা দিনটীকে ত্রিভাগ করিয়া ঐ সমস্ত কার্য্যে নিষ্ঠা পূর্ব্বক নিযুক্ত থাকিতে হয়। কোন কারণেই ঐ সকল নিয়মে বাধা দেওয়া উচিত নয়। ঐরূপ করিয়া চালাইলেই ক্রমে বৈরাগ্য আরম্ভ হয়। সম্মুখ যুদ্ধ কর, জয়লাভ করিতে পারিবে। যাহারা না পারে, তাহারা অবশ্যই অন্য উপায় নিবে। সংসারে থাকিয়া ধর্ম্ম করা উচিত, মানুষে বলে বটে, কিন্তু যিনি ইহা না পারেন, যিনি নিজেকে দুর্ব্বল মনে করেন, তিনি যে অবস্থায় যাইয়া ধর্ম্ম লাভ করিতে পারেন তাহাই করিবেন। সকলেরই যে এক পথে চলিতে হইবে, তাহা নহে। সম্যক প্রকারে আত্ম-সমর্পণই সন্ন্যাস। বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া সন্ন্যাস নিয়া কর্ম্ম করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নয়। দুর্গের ভিতরে থাকিয়া যেরূপ নিরাপদে যুদ্ধ করা যায়, সেরূপ সংসারে থাকিয়া বৈধ উপায়ে কর্ম্ম-ক্ষয় করিতে হয়। কারণ সন্ন্যাস নিয়া তাহার নিয়মের বিরুদ্ধে কর্ম্ম দ্বারা কর্ম্ম-শেষ করা অপরাধ। কর্ম্ম ত্যাগই সন্ন্যাস।

প্রঃ—সংযম কাহাকে বলে?

উঃ—মানসিক চঞ্চলতা রোধ করাকেই সংযম বলে।

প্রঃ—জীব পরাধীন, তবে আবার কর্ম্ম-বন্ধন কিসের?

উঃ—যাহার যেরূপ বাসনা উঠিতেছে, তাহারই সেইরূপ কর্ম্ম-বন্ধন হইতেছে। জীব সম্পূর্ণ পরাধীন বটে কিন্তু এই বাসনাই বন্ধনের হেতু।



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



**নানা ভাব আসে কেন?**—প্রঃ—নানা প্রকার ভাব আসে কেন?

উঃ—নানা প্রকার সংসর্গেতে সন্দেহের পূর্ব্বাভাস উপস্থিত হয়, সেই বোধ যতদিন আছে ততদিন কর্ম্ম আছে। যতদিন কর্ম্ম আছে ততকাল ইচ্ছা করিয়া কর্ম্ম ত্যাগ করিবে না; অনন্ত রাজ্য, অনন্ত ভাবের মধ্য দিয়া, অনন্ত দিক দিয়া নিয়া যাইবে। না হইলে কোন দিক্ বাকী থাকিলে ঐ দিক্ দিয়া গেলে হয়ত হইত, এইরূপ মনে হইতে পারে। এইজন্য নানা ভাবের ভিতর দিয়া, নানা দিক্ দিয়া যাওয়া প্রয়োজন। আমাদের শাস্ত্র এক খানা পড়িয়া কেহ উহার মর্ম্ম বুঝিতে পারে না। আমাদের শাস্ত্র সকল যথাপ্রণালীতে সকল শেষ করিতে হয়; তবেই উহার সমন্বয় বুঝিতে পারিবে, নতুবা কাহারও শাস্ত্রের মর্ম্ম বুঝিবার সাধ্য নাই। যথাপ্রণালীতে সকল শাস্ত্র পাঠ না করিলে মহাভ্রমে পতিত হইতে হয়। কোন শাস্ত্রেরই অর্থ জানা যায় না। সময় ব্যতীত কিছুই হইবার জো নাই।

**সময়ে সব হয়**—বৃক্ষে ফল দেখিয়া যদি কেহ বৃক্ষের চারা অবস্থায় মনে করে যে এই বৃক্ষের মধ্যেই ফল আছে, সুতরাং বৃক্ষ চিরিয়া বাহির করি। তাহা হইলে বৃথা হইবে। বৃক্ষ চিরিলেও বৃক্ষের ফল পাইবে না বরং বৃক্ষই শুষ্ক হইয়া যাইবে; কিন্তু ঠিক যখন সময়টি হইবে তখন বিনা চেষ্টাতেই ঐ কাঠের ভিতর হইতে সুন্দর সুস্বাদু ফল বাহির হইবে। সেইরূপ অসময়ে কিছু হইবার জো নাই, চেষ্টা করিলেই নষ্ট হইবে। আর সময় হইলেই তাহা হইতে যে রূপেই হউক কার্য্য সুসিদ্ধ হইবে। অসময়ে যে কাহাকেও বুঝাইতে যায় সে নিশ্চয়ই বুঝে নাই। অন্যান্য ত্যাগ কোন কাজেরই নয়, সহজেই পারা যায়। যোগীদের অনিমাদি যে সকল ঐশ্বর্য্য অতি সহজেই লাভ হয়, কেবল যোগ করিলেই



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



যে ঐ সকল লাভ হয় তাহা নয়। যে কোন প্রকারে একটু চিত্ত একাগ্র হইলে উহা লাভ হয়।

**বারদীয় ব্রহ্মচারীর দেহত্যাগের পূর্ব্বে গোস্বামী প্রভুর সহিত কথোপকথন**—বারদীয় ব্রহ্মচারী দেহত্যাগের পূর্ব্বদিন গোস্বামী মহাশয়ের নিকট আসিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন—"তুই আমার কাছে আয়।" গোঁসাই বলিলেন—"আমি এখানেই আছি।" ব্রহ্মচারী বলিলেন—"আমি দেহত্যাগ করিব।" গোঁসাই বলিলেন—"তোমার দেহের জন্য আমার মায়া নাই।" অনেক কথার পর গোঁসাই বলিলেন, "তুমি অদ্বৈতবাদ শিক্ষা দিয়া আমার অনেক শিষ্যের মন বিগড়াইয়া দিয়াছ।" ব্রহ্মচারী বলিলেন—"আমি যাহা বলি তাহা ওরা বুঝে না। আমার কথা এক এক জনে এক এক ভাবে নেয়। আমাকে কেহই চিনিল না। যার যেমন মত, আমার বিষয় সেই তা বলে। আমার থাকাতে লোকের কোন উপকার হইতেছে না; তাই থাকিয়া কি লাভ?" অনেক কথাই গোঁসাইয়ের সঙ্গে হইল। দেহ-ত্যাগের সময় গোঁসাইকে তথায় যাইতে বলিয়াছিলেন। বুদ্ধদেবের ন্যায় পূর্ণজ্ঞান লইয়া সকালেই তিনি জন্মগ্রহণ করিবেন। কোথায় নিবেন তাহা জানিতে পারিলাম না।

**সবেরই সময় আছে**—সকলেরই একটা সময় দেখা যায়। অসময়ে কিছুই হয় না। গাছে যখন ফুল হয়, ফল হয়; সকলেরই সময় আছে। ক্ষেত্রে বীজ বপনের, বীজ অঙ্কুরেরও সময় ঠিক আছে; এমন কি কখন হাল চাষ করিতে হয়, তাহারও সময় আছে। এই সময়টী অতিক্রম করিয়া কেহই কার্য্য করে না। হাল চাষ সময়মত করিয়া ক্ষেত্রের আগাছার গোড়া, নানা মূল, আবর্জ্জনা একটী একটী করিয়া চষিয়া বাছিয়া ফেলিয়া দেয়। যখন ক্ষেত্র একেবারে পরিষ্কার হয় তখন সময় মত বীজ



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



বুনিলে গাছ সতেজ হয়, ফল ভাল হয়। আর যে সকল চাষারা হাল চাষ ভালরূপ না করিয়া গোড়াগাড়ী না বাছিয়া ক্ষেত্রে বীজ ফেলে, তাদের ক্ষেত নষ্ট হয়। বীজ অঙ্কুরিত হইলেও নানা আগাছার মধ্যে পড়ায় তাহার তেজ হয় না; ভাল ফল ধরে না এবং চাষারাও আগাছা বাছিয়া ক্ষেত নিড়াইয়া অবসর পায় না, হয়রান হয়। যাহারা ভাল চাষা তাহারা ক্ষেতের আগাছার গোড়া ইত্যাদি এমন সুন্দর করিয়া বাছিয়া পরে বীজ বুনে, যেন আর নিড়াইতে না হয়। এরূপ করায় ফলও ভাল হয়, চাষারও ঠকিতে হয় না।

অসময়ে কিছু হইবার জো নাই; নাম কর, নাম সাধনের মত এমন আর কিছুই নাই। আমার নিজের জীবনে নাম সাধনের ফল পাইয়াছি। দিনরাত বেশ করিয়া নাম সাধন কর, দেখি কেমন ফল না পাও। প্রথম প্রথম খুব বিরক্ত বোধ হয় বটে, কিন্তু তাতে কি? বিরক্ত বোধ হয় হউক, নাম সাধনে প্রারব্ধও কাটিয়া যায়।

**গুরু কৃপায় সব হয়, তাতে লাভ কি?**—গুরুর কৃপায় সকলই হয়, ইহা সত্য কথা। গুরু যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারেন; কিন্তু তাতে লাভ কি? বস্তুর মূল্য না জানিলে যদি বস্তুলাভ হয়, তবে বস্তুলাভে আনন্দ হইবে না। বস্তুর যত অভাব-জ্ঞানে দুঃখ যন্ত্রণা হইবে, বস্তুর লাভান্তর ততই আনন্দ হইবে এবং বস্তুর মূল্য বুঝিবে।

**বৃন্দাবন বাস**—বৃন্দাবন অতি উৎকৃষ্ট স্থান; এখানে আসিয়াছ, এখন আর কোন কাজ নাই, একটানা হইয়া থাক, খুব নাম সাধন কর। গভীর রাত্রিতে উঠিয়া কিছুদিন নিয়মমত সাধন করিলেই বেশ টের পাইবে। স্থানের মাহাত্ম্য বুঝিবে। দিন ভরিয়া সাধন কর, রাত্রেও যাহা পার। আহারান্তে কিছু সময় রাত্রে ঘুমাইয়া নিও। যাঁহারা বৃন্দাবনে আসিয়া দু'চার দিন বেড়াইয়া যান, তাঁহারা ইহার মাহাত্ম্য বুঝিবেন না। এখানে কিছু সময় থাকিয়া নিয়ম মত সাধন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



করিলেই বেশ বুঝা যায়। পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের ন্যায় ঐ স্থান নহে। ইহার উপকার প্রত্যক্ষ করিয়া আমি আশ্চর্য্য হইয়াছি।

**বসন চুরির ঘাটে ঠাকুরের অবস্থা**—বসন চুরির ঘাটে বসিয়া গোঁসাই বলিলেন, "আহা হা! কি সুন্দর সেতারের স্বর, মন উদাস ক'রে দেয়। নীলকণ্ঠের সেতার।" এ সকল কথা বলিয়াই কতক সময় পরে—"সামাল নৌকা সামাল" এই প্রকার কয়েকবার বলিয়া উঠিলেন। কিছুই বুঝিলাম না, বাসায় আসিলাম। কুতু জিজ্ঞাসা করিল—"বাবা, কোথায় গিয়াছিলে?"

গোঁসাই—আজ অনেক স্থানে বেড়াইলাম। নৌকায় অনেক দূর গিয়াছিলাম।

কুতু—নৌকায় কোথায়?

গোঁসাই—যমুনার উপর দিয়া নন্দীগ্রাম, বর্ষাণ, গোবর্দ্ধন আর আর অনেক স্থানে।

কুতু—নৌকা কোথায় পেলে?

গোঁসাই—শ্রীকৃষ্ণের নৌকায়।

কুতু—নৌকায় আর কে কে ছিল?

গোঁসাই—কৃষ্ণ আর আমি।

কুতু—কেন? অন্যকে নিলে না যে?

গোঁসাই—নৌকা বড় ছোট; আমি যে উঠিয়াছিলাম তাতেই নৌকা ডুবে যায় এমন হ'ল। নৌকা এত ত্রস্ত চলিল যে শত রেলও এত ত্রস্ত চলিতে পারে না।

কুতু—যমুনা কেমন?

গোঁসাই—অত্যন্ত নীল জল আর খুব বড় ঢেউ আছে।



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS


**অন্তরের দোষ দূর করা**—লোকে মনে করে একেবারে অন্তরের সকল দোষ চলিয়া যাউক। অন্তরের ব্যারাম দূর করা কি সহজ কথা? বাহিরে যেমন শরীরে কোন ব্যারাম হ'লে ডাক্তার সেই ব্যারামের উৎপত্তি কারণ স্থান জানিয়া নিয়া পরে তাহার মূল কারণের চিকিৎসা করেন, গুরুও তদ্রূপ করিয়া থাকেন। প্রকৃতিটী প্রথম জানিয়া নেন। প্রকৃতিতে দোষ গুণের অংশ দেখিয়া সত্ত্বঃ, রজঃ, তমঃ ইত্যাদি কোন্ ভাগ কত পরিমাণে, তাহা তালাস করিয়া নেন। পরে সেই তমঃ ও রজঃ আদির কারণ কি তাহা দেখিয়া প্রকৃতি অনুসারে ঔষধ দিয়া থাকেন। একি এক দিনেই সব হয়? যাহারা কু-চিকিৎসক তাহারা মাথা ধরারই চিকিৎসা করে কিন্তু মাথা ধরার কারণটীকে দূর করে না। কাম ক্রোধাদি হিংসা প্রভৃতি যাহা আছে, তাহা দূর করায় লাভ কি? উহার কারণ নষ্ট করাই উচিত। তা না হইলে পুনঃ পুনঃ ঐরূপ আসিবে।

প্রঃ—যাহারা ব্রাহ্মণ হয়, তাহাদের কি কোন সুকৃতি ছিল?

উঃ—যাহারা ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মগ্রহণ করে তাহাদের বিশেষ কিছু কার্য্য ছিল।

প্রঃ—যে অবস্থায় আছি, ভবিষ্যৎ জন্মে ইহা অপেক্ষা নীচে কি করিলে না যাওয়া হ'বে?

উঃ—ব্রহ্মচর্য্য নিয়মমত রক্ষা করিতে পারিলে আর নীচে যাইতে হয় না।

**সদ্‌গুরু কি পরীক্ষা করেন?**—সদ্‌গুরু পরীক্ষা কেন করিবেন? তাতে লাভ কি? শিষ্যের যাতে কল্যাণ হয়, তাই তিনি বলেন। পরীক্ষা করেন না, কিন্তু সেই বাক্যানুযায়ী না চলিয়া নিজের স্বাধীনতা নিয়া চলিলেই পরে তিনি পরীক্ষা করিয়া থাকেন; না হইলে



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS


সদ্‌গুরু কেন পরীক্ষা করিবেন। শিষ্যের কিসে বাস্তবিক হিত হয় তাহাই তিনি বলেন ও করেন।

**ঋণ কি কি ?**—প্রঃ—পিতৃঋণ, দেবঋণ, ঋষিঋণ কি কি? এবং তাহা হইতে কি উপায়ে মুক্ত হওয়া যায় ?

উঃ—পুত্র উৎপাদন দ্বারা পিতৃঋণ হইতে; যাগ, যজ্ঞ, পূজা, তীর্থ পর্য্যটন, ইহার দ্বারা দেব-ঋণ হইতে; এবং ঋষিদের প্রণীত শাস্ত্রাদি পাঠ দ্বারা ঋষি-ঋণ হইতে মুক্ত হয়। অন্য উপায় নাই।

প্রঃ—তর্পনাদি দ্বারা পিতৃ-ঋণ হইতে মুক্ত হয় না ?

উঃ—উহাতে ঋণমুক্ত হয় না, তাদের তৃপ্তি করা হয় বটে, ঋণমুক্ত হইবার ঐ একমাত্র উপায়। তবে যাহারা অক্ষম তাদের কথা ভিন্ন।

প্রঃ—অক্ষম কি রকম ?

উঃ—মনে কর কেহ শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ সন্তান উৎপাদনে অসমর্থ অথবা অন্য কোন প্রকার অক্ষমতার দরুণ সে কার্য্য সম্পন্ন হইল না। অনেকের বিবাহ করিলেও সন্তান হয় না। এসব অবস্থায় তাদের ঋণ জন্য দায়ী হইতে হয় না।

**নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য**—সকাল বেলা ব্রহ্ম মূহুর্ত্তে প্রতিদিন উঠিয়া একটু সাধন করিয়া প্রাতঃক্রিয়া সমাপণ করিবে। তৎপর শুচিশুদ্ধ হইয়া গায়ত্রী জপ করিবে। গায়ত্রী জপের পর গীতা অন্ততঃ এক অধ্যায় পাঠ করিবে। সাধন করিবে। তৎপর আহার স্বপাক খাইতে পার; না হইলে ব্রাহ্মণের রান্না অন্ন খাইতে পার। স্নানের পর গায়ত্রী পাঠ করিয়া তর্পনাদি যাহা হয় করিবে। তৎপর আহার করিবে। আহারাদিতে যেন কোন প্রকার অনাচার না হয় দেখিবে। নিয়ম মত আহার করিবে। অধিক মিষ্ট, অধিক ঝাল, অধিক অম্ল, অধিক লবণ, পরিহার



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS


করিবে। মধু, ঘৃত ইত্যাদিতে বড় উত্তেজনা হইয়া থাকে, তাই তবে অধিক ভোজন ত্যাগ করিবে। শুদ্ধমত আহার করিবে। আহারান্তর কিছু সময় বসিয়া বিশ্রাম করিবে। বিশ্রামান্তর ভাগবত, মহাভারত, রামায়ণ, ভক্তমাল এ সব যা কিছু সময় পড়িবে। অধ্যয়নের পর কিছুকাল ধ্যান করিবে। ধ্যানে কতক সময় কাটাইয়া বিকাল বেলা একটু ইচ্ছা হইলে বেড়াইতে পার। সন্ধ্যার পর গায়ত্রীজপ করিবে; পরে নিয়ম মত সাধনাদি যেরূপ করিয়া থাক করিবে। বিকালে অন্ততঃ ক্ষুধা বোধ হইলে জলযোগ করিতে পার। অন্ন আহার করিবে না।

নিতান্ত সামান্য বসন পরিবে, সামান্য শয্যায় শুইবে। দিনে নিদ্রা যাইবে না। সাধুসঙ্গ সময় সময় করিবে। তাহাদের উপদেশ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শুনিবে। নিজের সাধনাদিতে বিশেষ নিষ্ঠা রাখিবে। কাহারও নিন্দা কখনই করিবে না, কাহারও নিন্দা শুনিবে না; যেখানে নিন্দা, সে স্থান পরিত্যাগ করিবে। সাম্প্রদায়িক ভাব রাখিবে না। যে যেরূপ সাধন করে, তাহাকে সেইভাবে সাধন করিতে উৎসাহ দিবে। কাহারও মনে কষ্ট দিবে না। সকলকেই সন্তুষ্ট রাখিবে। তোমার দ্বারা যতদূর সম্ভব অন্যের সেবা করিবে। অন্যের বলিতে কেবল মানুষের নয়। পশুপক্ষী বৃক্ষলতা ইত্যাদি সকলেরই নিকট নিজেকে ক্ষুদ্র জ্ঞান করা চাই। সর্ব্বদা সাবধানে চলিবে।

সর্ব্বদা প্রতি কার্য্যে বিচার করিয়া চলিবে। বিচার করিয়া চলিলেই আর কোন বিঘ্ন হইবে না। সর্ব্বদা সত্য বাক্য ও সত্য ব্যবহার করিবে। অসত্য কল্পনা মনেও আসিতে দিবে না। কথা খুব কম বলিবে। যুবতী স্ত্রীলোক কখনও স্পর্শ করিবে না। দেব দর্শনাদির গণ্ডগোলে অথবা রাস্তাঘাটে অজ্ঞাতসারে তুমি ইচ্ছা করিয়া স্পর্শ না করিলে তাহাকে স্পর্শ



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



বলে না। অতি গোপনে নিজের কার্য্য করিয়া যাইবে। নিয়ম মত চলিলে আবার আগামী বৎসর আরম্ভে বলিয়া দেওয়া যাইবে। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য অতি পাবত্রভাবে থাকিতে হয়। পবিত্র স্থানে, পবিত্র আসনে বসিবে। সর্ব্বদা শুচিশুদ্ধ থাকিবে।

**দর্শন, শ্রবণ ও স্পর্শ**—দর্শন যেমন একটু একটু করিয়া হইয়া থাকে, তদ্রূপ শ্রবণও হয়। শ্রবণকালে ফিস্ ফিস্ একমত শব্দ হয়; ঐ শব্দ শুনিয়া যদি তাহাতে অশ্রদ্ধা করা যায়, তবে অনিষ্ট হইয়া থাকে। নিষ্ঠা চাই; নিষ্ঠা রাখিলেই ক্রমে সকল প্রকার শব্দ শ্রবণ হইবে। তবে অন্যান্য শব্দের মত নয়। তাহাও টের পাইবে; উহার মধ্যে কিছু বিশেষত্ব থাকিবেই। উহাতে নিষ্ঠা রাখিলে আলাপাদি করা যাইবে। ঐ আলাপাদি না করা পর্য্যন্ত বিশ্বাস ঠিক হয় না। আলাপের পর বিশ্বাসের দৃঢ়তার সঙ্গে সঙ্গে উহা স্পর্শ হইবে। সেই স্পর্শ এই পাঞ্চ ভৌতিক স্পর্শ নহে; অন্য প্রকারে স্পর্শ। এই সকল যখন হয়, তখনই বুঝা যায়; তাহা না হইলে বুঝা যায় না। সাধনের দ্বারা সকলেরই এই সব হইবে। ইচ্ছা করিলেও হইবে, না করিলেও হইবে। সময় হইলেই সব হইবে।

**শ্বাস প্রশ্বাসে নাম**—একমাত্র শ্বাস প্রশ্বাসে নাম করিলেই হয়। শরীর হইতে আমি পৃথক, এই জ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত ওরূপ স্পর্শাদি হয় না। শরীর হইতে আমি ভিন্ন, ইহা বুঝিতে হইলে শ্বাস প্রশ্বাসে নাম করিতে হয়। শ্বাস প্রশ্বাসে নাম সাধন করিতে পারিলেই স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে শরীর হইতে আমি ভিন্ন। শ্বাস প্রশ্বাসে নাম সহজ নয়। তিন চারি লক্ষ নাম করা বা তিন চারি কোটী নাম করায় ও এই উপকার হয় না।

শ্বাস প্রশ্বাসে নাম নেওয়ার উপকারই অন্য রকম, শ্বাস প্রশ্বাসে একবার নাম সাধন ঠিক হইয়া গেলে আত্মদর্শন ক্রমে আরম্ভ হয়। ঐ



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



প্রকার একটু স্থির হইলেই আত্মার নানা ক্ষমতা জন্মে। শরীর হইতে আত্মা পৃথক জানিলেই সেই আত্মার দ্বারা অনেক প্রকার অলৌকিক কার্য্য করিতে পারে। অনেক লোক দেখা গিয়াছে, এইরূপ অতি সামান্য একটু বুঝিয়াই ঐ সকল ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়া একেবারে নষ্ট হইয়াছে। ঐ ক্ষমতাতে নানাপ্রকার সম্পদ, রোগারোগ্য ও আর আর অনেক প্রকার ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করিবার ক্ষমতা জন্মে। ইহা ভয়ানক প্রলোভন। ঐ সকল শক্তি প্রয়োগ না করিলেই আরও ক্রমেই নানা আশ্চর্য্য অবস্থা লাভ করে। আর ক্ষমতার প্রয়োগ করিলেই সর্ব্বনাশ হয়।

শরীর হইতে আমি ভিন্ন বুঝিলেই শরীর দর্শন হয়। এই শরীর যেন নিকট রহিয়াছে বোধ হয়। উহার উপরের ভিতরের সকল স্থানের সকল নাড়ীভুঁড়ি, রক্ত, মাংস ইত্যাদি স্পষ্ট চোখে পড়ে। তখন কোন্ গুণ কোথায় স্থিত, শরীরের কোথায় কিসের অভাব ইত্যাদি দেখা যায়। পৃথিবীর কোন বস্তুর সহিত শরীরের কোন সম্বন্ধ জানা যায়, দেখা যায়।

গৈরিক বসন পরিধান, ভস্ম মাখন ইত্যাদি সকলেরই এক একটা অবস্থা বুঝিয়া আছে। অধিকার লাভ হইলেই ঐ সকল ব্যবহার করিতে হয়; না হইলে অন্যায় হয়। আজকাল ঐ সকল বস্তু ব্যবহারের কোন বিচার না থাকায় অনিষ্ট হইতেছে। তোমাদের ঐ সকলের প্রয়োজন নাই। অবস্থা হইলে ঐ সকল বস্তু ব্যবহার করিতে পাইবে।

**মাদকের অপকারীতা**—মাদক খাওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। মাদক খাওয়ার ব্যবস্থা শাস্ত্রে কোথাও নাই। যাঁহারা পাহাড়ে পর্ব্বতে সর্ব্বদা ঘুরিয়া সাধনাদি করেন, তাঁহাদের শরীরে বড় কষ্ট সহ্য করিতে হয়। নানাপ্রকার শীত উষ্ণাদি সহ্য করার জন্য মাদকের আবশ্যক; কিন্তু তাহা



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS


শরীরের জন্যই মাত্র। উহাতে সাধনের কোন প্রকার সাহায্যই হয় না বরং ভয়ানক অনিষ্ট হয়, নানা প্রকার কল্পনা আসে। যাঁহারা শরীরের জন্য মাদক ব্যবহার করেন, তাঁহারাও ঔষধের মত কার্য্য হইলেই পরে ছাড়িয়া দিবেন। আয়ুর্ব্বেদ অথবা যোগশাস্ত্রে মাদকের মহা দোষ উল্লেখ করিয়াছেন। তন্ত্রেতে বীরাচারীদের জন্যও ব্যবহার নয়; তবে পরীক্ষার জন্য বীরাচারীরা ব্যবহার করিতে পারে।

সুরার যে ব্যবস্থা দেখা যায়, তাহা বাহিরের সুরা নয়। লোকে উহা বোঝে না। এই দেহের ভিতরেই ভক্তিতে করে একমত সুরা জন্মে, তাহা খাইলেই ভয়ানক মত্ততা জন্মে, তাহাকেই অমৃত বলে।

**অমৃত কি ?**—প্রঃ—সেই অমৃত কি প্রকার ?

উঃ—দেখ, যখন আমাদের ক্রোধ হয়, তখন মস্তিষ্কের কোন বিশেষ স্থানে রক্তের চালনা হয়। সেই রক্তই গরম ও অস্বাভাবিক অবস্থায় সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপৃত হইয়া পড়ে। আনন্দের সময়ও তদ্রূপ রক্তেরই ক্রিয়া। মস্তিষ্কের কোন স্থানে ঐ রক্তের গতিতে আনন্দ হয়। কাম, ইত্যাদি সকল বিষয়ই ঐ প্রকার মস্তিষ্কের কোন কোন বিশেষ স্থানে রক্তের বিশেষ ক্রিয়া মাত্র। যেরূপ ক্রোধকালে মস্তিষ্ক হইতে রক্ত এক প্রকার ভিন্ন অবস্থা লাভ করিয়া সর্ব্ব শরীরে ব্যাপৃত হয়, তদ্রূপ ভক্তিতেও মস্তিষ্কের কোন বিশেষ স্থান হইতে ঐ রক্ত ভিন্নভাবে লাভ করিয়া শরীরে ছড়াইয়া পড়ে। মস্তিষ্কের যে রক্ত ভক্তির ক্রিয়া করে, তাহা অত্যন্ত গরম হইলে (সামান্য ভক্তিতে হইবে না) ঐ রক্ত হইতে চুয়াইয়া এক রকম রস পড়ে, তাহা দু'চার ফোঁটা পড়িলেই তাহা খাইয়া ৫।৭ দিন অনায়াসে থাকা যায়। ঐ রসের এত মাদকতা শক্তি যে তাহা বলা যায় না। ঐ অমৃত খাইয়াই লোক চেতনাহীন হয় অর্থাৎ শরীর অচল হ'য়ে পড়ে কিন্তু জ্ঞানের তখনও কোন হ্রাস হয় না। পূর্ণরূপে জ্ঞান থাকে।



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



**অমৃতের স্বাদ**—প্রঃ—উহা কি প্রকার? খাইতে কেমন? খাইলে অনিষ্ট হয় না ত?

উঃ—উহা এক এক সময় এক এক রকম স্বাদ বোধ হয়। ভক্তির ভাবের সহিত উহার যোগ আছে। এক এক সময় এক এক রকম। কখন বা লবণ, কখন বা লবণ-মধুর, কখন বা কেবল তিক্ত, কখন বা কেবল মধুর। ভক্তির ভাব অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন স্বাদ হইয়া থাকে। আমি ত দেখিতেছি উহাতে কোন অনিষ্টই হয় না বরং শরীর আরও খুব ভাল থাকে। পাঁচ-সাত ঘণ্টা আহার না করিলেও কোনও অনিষ্ট বোধ হয় না। শরীর খুব সরস থাকে। উহাকে শাস্ত্রে অমৃত বলিয়াছে। উহাতে শরীরের মহা কল্যাণ করিয়া থাকে।

**অবস্থা লাভের উপায়**—এ সব লাভ করিতে হইলে এক "নাম" শ্বাস প্রশ্বাসে করাই উপায়। শ্বাস প্রশ্বাসে নাম করিতে পারিলেই সব বিষয় ক্রমে হ'য়ে আস্‌বে। আমাকে যখন গুরুদেব নাম শ্বাস প্রশ্বাসে নিতে বলেন, আমার কয়েক দিন নিয়াই অত্যন্ত বিরক্ত বোধ হইতে লাগিল। কারণ কিছুমাত্র না বুঝে শুনে শুদ্ধ নাম সর্ব্বদা নিতে বিরক্ত বোধ হইল। অনেক সময় এত বিরক্ত বোধ হইতে লাগিল যে নাম ছাড়িয়া দিতে ইচ্ছা হইল। তখন একদিন হঠাৎ পরমহংসজীর দর্শন লাভ হইল। তাঁহাকে বলিলাম যে বৃথা বৃথা এরূপ নাম আমি করিতে পারিব না, শুষ্ক নাম নিয়া কিছুই বুঝিতেছি না। তিনি তখন হাসিয়া বলিলেন, তুমি আমার কথার অনুরোধে নাম নিতে থাক। বিরক্ত লাগিতেছে ক্ষতি কি? বিরক্ত বোধ হইল হইল, আমার অনুরোধে এই কাজ কর। ক্রমে টের পাইবে।" আমিও আবার তাই আরম্ভ করিলাম। গয়া পাহাড়ে, বৃন্দাবনে ছয় মাস কাটাইয়া দ্বারভাঙ্গা

LIBRARY
No.....
Shri Shri ... Anandamayee Ashram



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS


গেলাম। ঐ সময় অবস্থা ক্রমেই লাভ হইতে লাগিল। তখন একদিন গুরুদেব আসিলেন, তাঁহাকে আমার সব কথা জানাইলাম। তিনি বলিলেন—"হট্ প্রদীপ আনিয়া পড়।" ঐ পুস্তকের কথা জিজ্ঞাসা করাতে এক দোকানের কথা বলিলেন, মাত্র তথায় ঐ পুস্তকখানাই আছে। আনিলাম, পড়িয়া দেখি আমার সকল অবস্থা উহাতেই লেখা আছে। পূর্ব্ব হইতে কোন বিষয় জানিয়া রাখিলে তাহা লাভ হইলেও তত বিশ্বাস হয় না। পূর্ব্বে লাভ পরে শাস্ত্র তাহার সাক্ষ্য দিলেই ঠিক বিশ্বাসটী হয়। আমাকে অনেক কথা অনেকে জিজ্ঞাসা করেন বটে কিন্তু আমি তাহার উত্তর দেওয়া ভাল বোধ করি না। এক "নাম" শ্বাস প্রশ্বাসে করিতে পারিলেই সকল অবস্থা লাভ হইবে; তখন শাস্ত্রও তাহার সাক্ষ্য দিবে। যখন যাহা কিছু প্রত্যক্ষ করিবে, দশ ইন্দ্রিয় দ্বারা বাজাইয়া পরে গ্রহণ করিবে। দশ ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য না হইলে তাহাকে সত্য বুঝাইলেই বা কি হইল? স্পর্শ ইন্দ্রিয় আদি সমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা যাহা পরীক্ষা করিয়া সত্য বুঝিব তাহাই সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায়; তাহা না হইলে বাস্তবিক বিশ্বাস হয় না।

**ব্রহ্মাদি পূজার প্রয়োজনীয়তা**—প্রঃ—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ইঁহাদিগকে নাকি সন্তুষ্ট করিয়া যাইতে হয়, না হইলে মুক্তি লাভ হয় না?

উঃ—সকলকেই সম্মান করিবে। কাহাকেও অসন্তোষ করা চাই না কিন্তু তাঁদের পূজা না হইলেও চলে। তাঁহাদের পূজার দ্বারা তাঁহাদের লোকই মাত্র লাভ হয় কিন্তু মুক্তি লাভ হয় না।

**পরম ব্রহ্মের পূজা**—প্রঃ—তাঁহাদের পূজার দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া না গেলে তাঁহারা বিরোধী হইবেন না ত?



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



উঃ—পরমব্রহ্মের পূজার দ্বারাই সব হয়। গাছের যেমন গোড়ায় জল ঢালিলেই সকল ডালে ও পত্রে যায় তদ্রূপ এক পরমব্রহ্মকে পূজা করিলেই সকল পায়।

"কর্ম্ম শেষ না করিলে কোন প্রকার কিছু হইবে না।"

**কর্ম্ম বিনা মুক্তি**—প্রঃ—কর্ম্ম বিনা আর কোন উপায়ে কি মুক্তি হয় না?

উঃ—তীব্র বৈরাগ্য দ্বারাও হয় কিন্তু সেই প্রকার বৈরাগ্য কোথায়? বিষয় হইতে মনকে যখন সম্পূর্ণরূপে ভিতরে আকর্ষণ করিয়া নিতে পারিবে এবং প্রতি শ্বাস প্রশ্বাসে নাম সাধন করিতে পারিবে, তখনই তাহা দ্বারা আশা করা যায়। প্রতি শ্বাস প্রশ্বাসে নাম না নিলেই গেল। একটী শ্বাস প্রশ্বাসে যদি নাম না নেওয়া হয় তবে সেই ছিদ্রপথে শত্রুরা অনিষ্ট করিতে পারে। এই নিষ্কাম মুক্তির পথের মনুষ্য, দেবতা, গন্ধর্ব্বাদি সকলেই বিরোধী। সকলেই বিশেষ করিয়া পরীক্ষা করিয়া নেন। তাই বাসনা বিহীন হইয়া ঐ প্রকার তীব্র সাধনা করা সহজে হয় না। বৈধ বিচার দ্বারা কর্ম্ম শেষ করিলেই অতি সহজে ও সচ্ছন্দে কাজ সিদ্ধ হয়।

**কর্ম্ম কি?**—প্রঃ—কর্ম্ম কি? চাকুরী করাই কি কর্ম্ম না গৃহস্থাদি করা কর্ম্ম?

উঃ—যাহার যে বিষয়ে আকাঙ্খা, বিচার দ্বারা তাহার ভোগের নামই কর্ম্ম। কর্ম্ম প্রবৃত্তি দ্বারা হইয়া থাকে, যাহার যেমন প্রবৃত্তি, তাহার তেমন কর্ম্ম।

যে কর্ম্ম ধর্ম্মের অনুকূল তাহাই করিবে; তাহাকেই কর্ম্ম বলে। আর যাহা ধর্ম্মের প্রতিকূল তাহাকে পাপ বলে। পাপকে মানুষ ইচ্ছা



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



করিলে তেমন সাধন দ্বারা দুই দিনের মধ্যেই একেবারে দূর করিতে পারে। যেমন বলা যায়, তেমন কেহ করে না। মানুষের পাপ দূর করার ক্ষমতাই আছে, কিন্তু কর্ম্ম দূর করা যায় না। কর্ম্ম দ্বারাই কর্ম্মের ক্ষয় করিতে হয়। কর্ম্ম না করিয়া কাহারও নিস্তার নাই। কর্ম্মটী ধর্ম্মের বাহিরের বিষয় নহে; কর্ম্মই ধর্ম্ম। কর্ম্ম দ্বারাই ধর্ম্ম লাভ হয়; আর ধর্ম্ম কর্ম্মের অতীত বস্তু ভিন্ন, তাহা অনেক দূরে।

**বৈধভোগ**—প্রঃ—বৈধ ভোগ কি প্রকার? শাস্ত্রোক্ত ভোগ কি?

উঃ—বৈধ ভোগ কি? তাহা বড় কঠিন, শাস্ত্রোক্ত ভোগই বটে। কিন্তু শাস্ত্রে নানা প্রকার ভোগের ব্যবস্থা আছে। যাহার যেরূপ প্রকৃতি, সেই অনুযায়ী ব্যবস্থামত ভোগ। প্রকৃতি অনুযায়ী বৈধ ভোগ করা চাই। শাস্ত্র দেখিয়া তাহা বুঝা বড় কঠিন।

প্রঃ—প্রকৃতি অনুযায়ী ভোগ বলিলেন কিন্তু আমার প্রকৃতি কিরূপ তাহা আমি জানিনা।

উঃ—প্রকৃতি জানা কি সহজ ব্যাপার। প্রকৃতি জানাও মুস্কিল। এই প্রকৃতি চেষ্টা দ্বারাও জানা যায় না, শাস্ত্র পাঠেও জানা যায় না।

প্রঃ—তবে কি করিয়া কর্ম্ম করিব?

উঃ—নিজের প্রকৃতি নিজে বোঝে না। সদ্‌গুরু হইলে তিনি প্রকৃতি পরীক্ষা করিয়া থাকেন। সদ্‌গুরু, প্রকৃতি অনুযায়ী যাহা ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, তাহাই করা উচিত। কারণ যাহাতে উপকার হইবে, গুরু তাহাই বলিয়া থাকেন। সদ্‌গুরুর কথানুযায়ী ভোগ শেষ করিলে তাহার কর্ম্ম শেষ হইয়া যায়।

প্রঃ—আমার সংস্কার ছিল গৃহকার্য্য করাই বুঝি কর্ম্ম?



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



উঃ—বাসনা নিবৃত্তিই কর্ম্মের উদ্দেশ্য। বৈধ ভোগ দ্বারা বাসনা শেষ করিতে হয়। সেই বাসনা যাহার যে দিকে, তাহারই সেই মত কর্ম্ম। গৃহাদি কেবল কর্ম্ম নয়।

প্রঃ—যে ধর্ম্মের জন্য কেবল বাহির হয়ে থাকে, সেও ত বাসনাতেই? তবে তাহাই ত তাহার কর্ম্ম?

উঃ—যদি অন্য কোন দিকে তাহার মনের আসক্তি না থাকে, তবে তাহা সে করিতে পারিবে। যদি অন্য দিকে তাহার আসক্তি থাকে তবে সে নিয়মমত তাহা সম্পন্ন করিতে পারিবে না।

প্রঃ—বাস্তবিক প্রকৃতির গতি তবে বড় সূক্ষ্ম?

উঃ—সেই জন্যই ত সদ্‌গুরুর উপদেশ অনুযায়ী চলিতে হয়।

**কর্ম্মশেষ**—প্রঃ---মন বড় চঞ্চল; এক বিষয়ে স্থির থাকে না, ঘরে গেলে বাহিরে, বাহিরে গেলে ঘরে যাইতে ইচ্ছা হয়। কখন বুঝিব কর্ম্ম শেষ হইল কিনা?

উঃ—যখন দেখিবে কোন বাসনা নাই, বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণ নিবৃত্ত হইয়াছে।

**সাধনে বাধা**---"কুলদার স্বপ্নে ভূত দর্শন ও ভূত মায়া দ্বারা তাহাকে সাধন ছাড়িয়া দিতে বলে। ইত্যাদি" গোঁসাইকে বলায় গোঁসাই বলিলেন,—"ইহার আর কি? কত বাঘ, সাপ, পিশাচ ইত্যাদি আসিয়া উৎপাত করিবে, সাধনে বাধা দিবে; কিন্তু যদি নাম না ছাড়, তবে কোন প্রকার অনিষ্ট করিতে পারিবে না। নাম করিলেই পলাইবে। এই পথে বসিয়াছ, ক্রমে কত সব দেখিবে; কিন্তু সাবধান নাম ছাড়িও না। সাধন ছাড়িতে অনেকেই বলিবে।



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



**বীর্য্যরক্ষা**—প্রঃ—বীর্য্য কি উপায়ে রক্ষা করা যাইবে ? আপনার নিকট থাকায় কাম রিপুর হাত হইতে একেবারে মুক্ত আছি, কিন্তু দূরে কি অবস্থায় থাকিব মনে করিয়া ভয় হয়।

উঃ—চিন্তা কি ? ব্রহ্মচর্য্যের নিয়ম পালনে চেষ্টা করিও। শ্বাস প্রশ্বাসে নাম করিও ; আর প্রাণায়াম করিয়া কুম্ভকযোগে নাম করিতে চেষ্টা করিও, তবেই সফল হইবে। কাম ইত্যাদি মানুষের প্রকৃতি নয়, ইহা প্রকৃতির রোগ মাত্র। সুতরাং রোগ দূর করিতে হইলে ঔষধ সেবন করা আবশ্যক। ব্রহ্মচর্য্যের নিয়ম পালন করিও। শরীরের রস দ্বারাই নানাপ্রকার চিত্ত-বিকার হয়, তাই রসের হ্রাস করিতে আহারের নিয়ম ঠিক রাখিতে হয়।

**বৈরাগ্য**—বৈরাগ্য অর্থ ইহা নয় যে, সকল ছাড়িয়া আসিলাম, ভিক্ষা করিলাম ইত্যাদি। ইন্দ্রিয় সকল বিষয় হইতে নিবর্ত্তিত হওয়ার নামই বৈরাগ্য। ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের দিকে যখন ইন্দ্রিয় আর যাইবে না, তখন বৈরাগ্য হইয়াছে বুঝিবে। কর্ম্ম না কাটিলে বৈরাগ্য হয় না, নিশ্চয় বলিতেছি। যতই কেন না কর কর্ম্ম যাহা আছে তাহা আজ হউক আর কাল হউক করিতেই হইবে, না করিয়া পারিবে না।

আমি বলিলাম :—আমার যাহা কর্ম্ম আছে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেন কর্ম্ম যাহা আছে সকালে সারাই ভাল। শেষে হয়তো মন এইরূপ থাকে কিনা জানি না। আমার মার দিকে প্রাণ বড়ই টানে, মার প্রতিই কি আমার কর্ম্ম আছে ?

গোঁসাই,—হ্যাঁ, তোমার মাতৃসেবাই আছে, তাহা করিলেই হইবে। নিয়মিতরূপে ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিয়া মার সেবা কর—তাই ঠিক। তাহা হইলে দেখিবে কত উপকার পাও। চাকুরী আদি কিছুই তোমার



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



কষ্টকর অবস্থা। বাস্তবিক প্রকৃতির পক্ষে এরূপ ভয়ানক অবস্থা আর কখনও হয় না। কিন্তু ভাবিয়া দেখ এই গ্রীষ্মকাল না থাকিলে বর্ষা আসে না। প্রকৃতি আবার সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ হয় না। এই গ্রীষ্মকালই প্রকৃতির সমস্ত সৌন্দর্য্যের মূল। গ্রীষ্মকাল হয় বলিয়াই আমরা বর্ষার সুখ অনুভব করিতে পারি। সাধনের সময় বিবিধ অবস্থা ভোগ করিতে হয় বলিয়াই ধর্ম্মের এত সৌন্দর্য্য। নানা প্রকার নিরাশা, শুষ্কতা না আসিলে ধর্ম্মের একটা শোভা হইত না। ধর্ম্মের মূল্য বুঝিবার জন্যই এই সকল অবস্থায় পড়িতে হয়। নানা বিচিত্র অবস্থার ভিতর দিয়া যখন ধর্ম্মপথের উচ্চতম শৃঙ্গে উঠিবে, তখনই চিরশান্তি। এই শান্তি একবার লাভ হইলে আর কষ্ট হয় না।

**প্রারব্ধ কর্ম্ম এড়ান যায় কি ?**—প্রঃ—প্রারব্ধ যাহা আছে, তাহা কি আর না করিয়া পারা যায় না ?

উঃ—ভগবান যে কর্ম্মটুকু করাইবেন তাহা কোনরূপেই ছাড়াইতে পারিবেন না ; তবে যাহারা প্রফুল্লমনে কর্ম্ম করিয়া যায়, সকাল করিয়া তাহাদের কর্ম্ম শেষ হইয়া যায়। আর যাহারা বেগারের মত কাজ করিয়া যায়, অনেক বেশী কর্ম্ম তাদের জড়াইয়া ধরে। কর্ম্মটীকে উপেক্ষা করিতে নাই, কর্ত্তব্য বোধে প্রফুল্লমনে কার্য্য করিয়া যাইবে। তাহা হইলে সকালে সকালে কর্ম্ম শেষ হইবে।

**শাস্ত্র অধ্যয়ন ও সাধু-সঙ্গ**—প্রঃ—অনেক শাস্ত্র অধ্যয়ন, অনেক সাধু-সঙ্গ লাভ দ্বারা কোন ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা আছে কিনা ?

উঃ—সকল কার্য্যের যেমন একটা প্রণালী আছে, শাস্ত্র অধ্যয়নেরও একটা প্রণালী আছে। অসময়, অপ্রণালীতে শাস্ত্রপাঠ করিলে কোন কার্য্যই হয় না। শাস্ত্রে নানা পথ আছে। একটা পথ ধরিয়া কিছুদূর



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



অগ্রসর হইয়া পরে ধীরে ধীরে শাস্ত্র পাঠ করিতে হয়। নিজের আত্মাতে নিষ্ঠা না জন্মান পর্য্যন্ত কোন শাস্ত্রপাঠ বা কোন সাধুসঙ্গ ঠিক নয়। সাধুদের সকলের পথ এক নয়, তাই বিশেষ নিষ্ঠা জন্মিলে ভিন্নপথাবলম্বী সাধু-সঙ্গ হইতে কোন ক্ষতি নাই।

**রাধা-তত্ত্ব**—প্রঃ—রাধা-কৃষ্ণ সংবাদে রাধা কি জীবাত্মা, না আর কিছু?

উঃ—এ সকল সংবাদ অতি দুরূহ। এখন বলিলেও বুঝিতে পারিবে না। অসময়ে বলিলে হৃদয়ঙ্গম হয় না এবং তাহার বিকৃত অর্থ ধরিয়া আত্মা এবং বচনীয় বিষয় দূষিত করে।

**কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও জীব গোস্বামী**—দেখ কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় চৈতন্য-চরিতামৃত লিখিয়া জীব গোস্বামীর নিকট লইয়া যান কিন্তু জীব গোস্বামী মহাশয় তাহার প্রচার করিতে নিষেধ করেন। কারণ তিনি বলেন যদিও ইহা দ্বারা ভক্ত-বৈষ্ণবদিগের প্রভূত কল্যাণ সাধন হইবে তথাপি ইহা দ্বারা সাধারণ জনসমাজের অনিষ্ট বই ইষ্ট হইবে না।

**সাধনে পরীক্ষা**—সর্ব্বদা নাম সাধন করিতে থাক; সকল ভাব, লীলা প্রভৃতি খুলিয়া যাইবে। চৈতন্য কি কৃষ্ণ প্রভৃতি ভগবানের লীলা সকল আপনা আপনি খুলিয়া যাইবে। সাধন করিতে করিতে পাঁচটী অবস্থা খুলিয়া যায়, যথা—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। ধীরে এই সকল লাভ হয়। এই সকল অবস্থা লাভ করিতে হইলে প্রথম কর্ম্ম করিতে হয়। গুরুর কৃপায় লোভ, মোহাদি রিপুকুলের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া বিষম পরীক্ষায় পড়িতে হয়। কখন কখন পরীক্ষাতে জয় বা পরাজয় হয়। যেমন নদী কি সমুদ্রমধ্যে নাবিক একখানা



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



করিতে হইবে না। ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিয়া মাতৃসেবা করিলেই হইবে; আর যদি দাদাদের সেবা কর, তাদের নিকট যখন থাক, ঠিক দাসের মত তাহাদের সেবা কর, তবে ইহাতে বিস্তর উপকার লাভ করিবে। মাতৃসেবা ও ব্রহ্মচর্য্য বাইয়া রক্ষা কর, তবেই হইবে।

**প্রাণায়াম**—প্রঃ—আমরা যে প্রকার প্রাণায়াম করি, তাহা কোন শাস্ত্রে কি পাওয়া যায় না?

উঃ—অষ্ট প্রকারের প্রাণায়ামই প্রকাশ করিয়া শাস্ত্রে দিয়াছে, কারণ উহা প্রথম শিক্ষার্থীদের জন্য উপযুক্ত। আমাদের প্রাণায়ামের কথা উল্লেখ আছে মাত্র এবং তাহা সদ্‌গুরুর নিকট শিক্ষা করিবে, ইহাই শাস্ত্রে সঙ্কেত করিয়াছে। উহা চিরকালই অতি গোপনে সিদ্ধ ঋষিদিগের মধ্যে চলিয়া আসিতেছে; উহা শাস্ত্র দেখিয়া অভ্যাস করিলে হঠাৎ মৃত্যু হইতে পারে এবং অনেকেই দুরারোগ্য পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া থাকে। এজন্য এবং অন্যান্য কারণে উহা চিরকালই গোপন আছে। অত্যন্ত বিশ্বস্ত পাত্রেই ঐ প্রাণায়াম ও কুম্ভকাদি সিদ্ধ মহাপুরুষেরা দিয়া থাকেন। অন্যান্য প্রাণায়ামে ও কুম্ভকাদিতে যে সব ফল বহুদিনে লাভ হয়, নিয়ম মত করিলে এই প্রাণায়ামে অতি অল্পদিনে সেই সকল ফল লাভ করিতে পারে।

**সাধনের প্রবর্ত্তক ও সাধন বৈশিষ্ট**—প্রঃ—আমাদের এই সাধনাদি কি আধুনিক, না কোন ঋষি ইহার প্রবর্ত্তক?

উঃ—আমাদের এই সাধন বহু প্রাচীন; ইহা বৈদিক সাধন। মহাদেবাদি যোগীশ্বরেরা এই সাধনই করিয়া সিদ্ধ হইয়াছিলেন। ইহা অতি প্রাচীন সাধন।



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS


প্রঃ—মহাদেবাদি কি ইহার প্রবর্ত্তক ?

উঃ—বেদে এই সাধন আছে। মহাদেবাদি এই সাধন অবলম্বী কিন্তু ইহার প্রবর্ত্তক নয়। অনেক বড় যোগী ঋষিরা ইহার অনুসরণ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছেন দেখা যায়। এই সাধন নিয়ম মত কুম্ভকের সহিত ছয় মাস করিলে সকল প্রাণায়ামের ফল লাভ করিতে সমর্থ হওয়া যায়। আর শ্বাস প্রশ্বাসে নাম করিতে পারিলে আর কিছুই করিতে হয় না; উহাতেই প্রাণায়ামের ফল লাভ হইয়া যায়। শ্বাস প্রশ্বাসে কেবল "নাম" করিতে পারিলেই আর কিছুই করিতে হয় না। সকল সাধনের ফল উহাতেই সিদ্ধ হয়। "নাম" সাধন করিতে করিতে আপনি আপনি প্রাণায়াম কুম্ভকাদি হইয়া যাইবে; চেষ্টাও করিতে হইবে না। আমাদের পথের ন্যায় এমন সহজ পথ আর নাই; ইহাতে কিছুই করিতে লাগে না। "এক নাম।"

**পরমব্রহ্মই এই সাধনের লক্ষ্য**—প্রঃ—সাধনের সময় ছায়া ছায়া দেখায়; ঐ সময় কি করিতে হয় ?

উঃ—ঐ সময়ে উহার বেশ সম্মান করিতে হয়।

প্রঃ—উহা স্থায়ী হয় না কেন ?

উঃ—ওসব কি কখন স্থায়ী হয় ?

প্রঃ—যে অবস্থা একবার লাভ করা যায়, কোন অপরাধে তাহা হারাইলে পুনরায় তাহা লাভ হইয়া থাকে কিনা ?

উঃ—তাহা কি বুঝা যায়।

প্রঃ—উপবাসাদি সকলের এক দিনে সময় সময় হয় না। শিব-তন্ত্রী, কৃষ্ণ-তন্ত্রী, ভেদে ভিন্ন দিন ব্যবস্থা হ'য়ে থাকে, তখন কোন্ দিন করিব ?



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



উঃ—তোমরা যে তন্ত্রী সেই অনুযায়ীই করিবে। পূর্ব্বাপর বংশে যাহা চলিয়া আসিতেছে, সেই নিয়ম মতই চলিবে। আমাদের পথে কোন দেবতা লক্ষ্য নয়, একমাত্র পরমব্রহ্মই উদ্দেশ্য। কিন্তু যাহার যে ভাব, সেই ভাবেই পরমব্রহ্ম প্রকাশ হন।

**ভাবের মর্য্যাদা**—প্রঃ—আমরাও শিব-তন্ত্রী।

উঃ—তবে শিবভাবেই ব্রহ্ম তোমার নিকট প্রকাশ পাইবেন। ক্রমে সকল দেবতাদি সমস্ত ঐ শিব হইতে প্রকাশ পাইবে; শিবই ব্রহ্ম। আমি দেখিয়াছি কোন কোন ভাল ব্রাহ্ম অনেক দিন সাধনের পর এরূপ প্রশ্ন করিয়াছেন,—"মহাশয়! ঐ দেবতার ভাব মনে আসিয়া পড়ে কেন?" ভাবিনা ত কারণ কি? পরে তাদের বংশের দেবতার কথা অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি, যেই ভাব তাদের নিকট প্রকাশ পায়, তাহাই তাদের বংশ-দেবতা। পিতৃ-পিতামহাদি হইতে ঐ ভাব আমার, উহা যায় না। আমরা ব্রহ্মোপাসক। কিন্তু ব্রহ্ম এক এক ভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। যাহার বংশে যেই দেবতা, তাহাদের নিকট সেই রূপেই ব্রহ্ম প্রকাশ পান, পরে সেই ব্রহ্ম সকল দেবতা ইত্যাদি ক্রমে ক্রমে প্রকাশ হ'য়ে থাকে।

প্রঃ—আমি দেখিয়াছি শিবকে আমার ভাবিতে, শিবের ভাব ভাবিতে পূর্ব্বাপেক্ষা আমার ভাল বোধ হয় এবং কল্পনা করিয়া দেখিয়াছি, শিব অপেক্ষা কেহ উচ্চ স্থানে আছে কিনা। শিবই সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ স্থানে আছেন। শিব বিষয়ক কোন গ্রন্থ আছে কিনা?

উঃ—বিস্তর আছে, মহাভারতেই শিক্ষার অনেক পাইবে।

**ব্রাহ্মসমাজে যাওয়ার উপকারিতা**—প্রঃ—ব্রাহ্মসমাজে যাওয়া উচিত কিনা?



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS


উঃ—ব্রাহ্মসমাজে যাওয়ায় বিস্তর উপকার আছে। নীতি চরিত্রাদি রক্ষা হইয়া থাকে। আর প্রথমাবস্থায় ব্রহ্মজ্ঞান চাই। ব্রহ্মজ্ঞান না হইলে কোন প্রকারেই ঠিক তত্ত্ব জানিবার অধিকার জন্মে না। প্রথমাবস্থায় ব্রহ্মের সর্ব্বব্যাপি, সত্য, পবিত্র, নির্ব্বিকার, মঙ্গলময়, নিরাকার ভাব ধ্যান করিতে করিতে যখন উহার ভিতর দিয়া রূপের ছটা বাহির হয়, তখনই সে ক্রমে বুঝিতে পারে।

**ব্রহ্মজ্ঞান লাভ**—প্রঃ—সাধনাদির পর ব্রহ্মজ্ঞান হয় না কি?

উঃ—হবে না কেন? কিন্তু বড় কঠিন হয়। প্রথম অবস্থায় যাহারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে, তত্ত্ব সকল ধরিতে তাহাদের কষ্ট হয় না। কিন্তু যাহারা পরে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে, তাহাদের অনেক কষ্ট করিতে হয়। তত্ত্ব ধরিতে তারা সহজে পারে না। আর ব্রহ্মজ্ঞান না হ'লেও হয় না। তাই প্রথমাবস্থায় ব্রহ্মজ্ঞানই লাভ করিবে, তাতেই সব সহজ হয়।

**মাংস ও মাছের অপকারিতা**—প্রঃ—মাংস খাওয়ায় কি যোগের অনিষ্ট করে?

উঃ—মাংসে বিস্তর অনিষ্ট করে।

প্রঃ—মাছ খাওয়াতে কি কোন দোষ হয়?

উঃ—ক্ষতি কিছু মাছ খাওয়াতেও করে; তবে যাহারা প্রথম প্রথম অভ্যাস করে, তাদের তত ক্ষতি হয় না। একটু উন্নত হইলেই ক্ষতি করে। সূক্ষ্ম দেহাদিতে গতিবিধানে কষ্ট হয়। এজন্য শেষে মাছও বাধ্য হইয়া ছাড়িতে হয়। আমি মুশলমান, বৌদ্ধ ইত্যাদি যোগীদেরও দেখিয়াছি, যাহারা চিরজীবন কেবল মাছ মাংস খাইয়াই আসিয়াছে, তাহারাও যোগ আরম্ভ করিয়া কিছু উন্নতি লাভ করিলেই তাহা আর না ছাড়িয়া পারে না।



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



প্রঃ—মাছ মাংস খাওয়াতে কি অন্য কোন ক্ষতি আছে ?

উঃ—আহারের সঙ্গে মনের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। আহারটী সাত্ত্বিক হইলে মন, চিত্ত সত্তঃগুণ বিশিষ্ট হয়। আর আহার তামসিক হইলে বা রাজসিক হইলে মনটাও তদ্রূপ গঠিত হয়। আহার বিষয়ে এজন্য সাবধান থাকা উচিত।

**শ্রীশ্রীঠাকুর ও তৈলঙ্গস্বামী**—যখন ঠাকুর ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে ছিলেন, (যোগজীবনের হয়ত জন্ম হইয়াছে) তখন কাশীধামের তৈলঙ্গ স্বামীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় ও দীক্ষা প্রাপ্ত হন। সেই সময় তৈলঙ্গ স্বামী অজগরবৃত্তি অবলম্বন করেন নাই এবং তত মোটা ছিলেন না। ঠাকুর তখন সেখানকার হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার লোকনাথ বাবুর বাসাতে ছিলেন। ঐ ডাক্তার বাবুকে তত্রত্য জজ্‌সাহেব খুব ভালবাসিতেন এবং তাঁহাকে দিয়া এক চ্যারিটেব্‌ল ডিস্‌পেন্সারী দেওয়ান। তিনি ঠাকুরকে যথেষ্ট সমাদরের সহিত রাখিয়াছিলেন। ঠাকুর পূর্ব্বেই তাঁহাকে বলিয়া রাখিয়াছিলেন যে "দেখুন আমি নিয়মমত থাকিতে পারিব না, কোন্ সময় বাসায় আসি ঠিক নাই ; হয়ত সমস্ত দিন না আসিয়া অনেক রাত্রে আসিতে পারি, অসময়ে আহার করিতে হইবে। এইরূপ হইলে আমি আপনার নিকট থাকিতে পারি।" তাহাতে তিনি সম্মত হইলেন। ঠাকুর প্রাতে উঠিয়া বাহির হইতেন এবং প্রায়ই তৈলঙ্গ স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন। কোন কোন দিন একটু বেলা হইলে ইঙ্গিতে ঠাকুরের ক্ষুধা লাগিয়াছে কিনা জিজ্ঞাসা করিতেন। ক্ষুধার্ত্তের সময় বলিলে রাস্তাতে সুবিধামত কাহাকেও ইঙ্গিতে বলিতেন "উহার জন্য কিছু খাবার আন।" অমনি তখন ৫।৬ জনে খাবার নিয়া আসিত। এইরূপ এক এক দিন ঠাকুর বলিতেন "আমি এত খাইতে পারিব না,



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



আপনি খাইবেন কি?" তাহাতে স্বীকৃত হইয়া ঠাকুরকে মুখের ভিতর খাবার দিতে বলিতেন। তিনি খুব খাইতে পারিতেন। ক্রমে ক্রমে যখন প্রায় সমস্তই খাইবার উপক্রম হইত, তখন ঠাকুর নিজের অংশ উহার ভিতর হইতে সরাইয়া রাখিতেন এবং বলিতেন আমারটাতো আমি আগে রাখিয়া নেই। ইহাতে তিনি একটু হাসিয়া হা হা এইরূপ মস্তকদ্বারা ইঙ্গিত করিতেন। কোন সময় হয়ত নদীতে পড়িয়া ভোস্ করিয়া ডুব দিতেন এবং মনিকর্ণিকার ঘাটে গিয়া উঠিতেন। ঠাকুর তখন গঙ্গার পাড় দিয়া দৌড়াইয়া যাইতেন। একদিন এক কালী-দেবালয়ে গিয়া প্রস্রাব করিয়া কালীর অঙ্গে ছিটাইয়া দিতে লাগিলেন। ঠাকুর প্রশ্ন করিলেন,—"প্রস্রাব গায় দেন কেন?" অমনি মাটিতে লিখিয়া দিলেন "গঙ্গোদকং"। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কালীর গাত্রে ছিটাইয়া দিলেন কেন?" উত্তর—"পূজা"। পরে প্রশ্ন হইল ইহার দক্ষিণা কি? উত্তর—যমালয়। (ঠাট্টার ভাবে অর্থাৎ দক্ষিণ দিকে যমালয়)। সে সময় ঐ দেবালয়ে লোক ছিল না। পরে লোক আসিলে পর ঠাকুর বলিলেন যে, "উনি প্রস্রাব করিয়া কালীর গায়ে ছিটাইয়া দিয়াছেন এবং বলেন যে উহা গঙ্গোদক।" তাহাতে তাঁহারা বলিলেন যে "এত সাক্ষাৎ বিশ্বেশ্বর। ইঁহাকে এমন বলিতে নাই; ইঁহার প্রস্রাব যে গঙ্গোদক ইহা ঠিক।" তাঁহাদের ইঁহার উপর এত গাঢ় ভক্তি ও বিশ্বাস ছিল।

একদিন ঠাকুর ও স্বামীজি গঙ্গার ঘাটে গিয়াছেন; তখন ঠাকুরকে পিঠে ধরিয়া কথা কহিয়া বলিলেন,—"আস্নান কর" এবং ধরিয়া স্নান করাইলেন। পরে বলিলেন, "দীক্ষা দিব।" ঠাকুর বলিলেন, "হ্যাঁ, তোমার কাছে আবার দীক্ষা নিব, তুমি কখন শিব পূজা কর, কখন



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



কালীর গায়ে প্রস্রাব ছিটাইয়া দাও এবং বল যে গঙ্গোদক, আমি নিব না।" তিনি হাসিয়া বলিলেন,—"বাচ্ছা সাচ্চা হায়, তোমাকে দীক্ষা দিবার আমার বিশেষ কোন কারণ আছে। রীতিমত দীক্ষা দিব না। গুরু গ্রহণ না করিলে শরীর শুদ্ধ হয় না। তোমার গুরু আমি নয়, অন্য এক জন, তাহা বখৎ মে হোগা। তবে আমি এখন তোমার শরীর শুদ্ধ করিয়া দিব।" ইহার পর তিনি ঠাকুরকে ত্রিবিধ মন্ত্র প্রদান করিলেন।

(১) শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল সাধন (যাহা তিনি কুলক্রমাগত নিয়মানুসারে তাঁহার মার নিকট পাইয়াছিলেন।)

(২) সমস্ত সময় জপিবার জন্য অন্য কোন নাম।

(৩) বিপদে পড়িলে অন্য এক নাম।

ইহার বহুদিন পর যখন তিনি দীক্ষান্তর আকাশগঙ্গা হইতে পুনরায় কাশীধামে যান, তখন ঠাকুরকে দেখিয়া লিখিয়া দেখাইলেন "ইয়াদ্ হায়।" পরে ঠাকুরের মাথায় হাত বুলাইয়া দিলেন।

**ঠাকুরের স্বপ্নে মহাপ্রভুর নিকট দীক্ষা**—ইহার পর তিনি ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে থাকাকালীন একদিন রাত্রি ৩।৩।০ টার সময় একটি আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখেন। প্রথম একটি বিদ্যুতের মত জ্যোতিঃ দেখিলেন; পরে দেখেন মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ প্রভু, অদ্বৈত প্রভু এবং সমস্ত সাঙ্গোপাঙ্গ পাঞ্চভৌতিক দেহে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। পরে অদ্বৈত প্রভু বলিলেন, "আমি তোমার পূর্ব্বপুরুষ অদ্বৈত—কমলাক্ষ।" পরে বলিলেন, "এই শ্রীশ্রীমহাপ্রভু, এই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, এই শ্রীবাস ইত্যাদি। মহাপ্রভুকে প্রণাম কর।" পরে ঠাকুর প্রথমেই অদ্বৈত প্রভুকে প্রণাম করিলেন; পরে মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ প্রভু প্রভৃতিকে



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS


প্রণাম করিলেন। অদ্বৈত প্রভু বলিলেন, "মহাপ্রভু আজ তোমাকে দীক্ষা দিবেন, তাই সকলকে নিয়া আসিয়াছেন; যাও তুমি স্নান করিয়া আইস।" ইহার পর ঠাকুর দেখেন যেন তিনি স্নান করিতে কূপের (তখন কূপ ছিল) লোতে গিয়াছেন এবং স্নান করিলেন। পরে মহাপ্রভু তাঁহাকে দীক্ষা দিয়া সকলকে নিয়া অন্তর্দ্ধান হন। ইহার মধ্যে এইটুকু আশ্চর্য্য যে ঠাকুর নিদ্রার পর উঠিয়া দেখেন (খুব ভোরে) যে তাঁহার কাপড় কূপের পাড়ে ভিজা রহিয়াছে, যেন স্নান করিয়া কেহ ছাড়িয়া আসিয়াছে।

**গুরু লাভ হইলে পরজন্মেও কি গুরুর প্রয়োজন—**

প্রঃ—একবার সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষা পাইলে পুনরায় আর এক জন্মে সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষার আবশ্যক হয় কিনা?

উঃ—গুরু-শক্তি এক; একবার তাহা পাইলে পুনরায় তাহা প্রবল শক্তি দ্বারা জাগরিত করিয়া দিতে হয়।

**সদ্‌গুরু এক সময়ে কয়জন হন—**প্রঃ—এক সময়ে সদ্‌গুরু একজনের অধিক হইতে পারে কিনা?

উঃ—একজনের অধিক এক সময় হইতে পারে না। গুরু-শক্তি এক প্রবল স্রোতের ন্যায় অনন্ত কাল চলিয়া আসিতেছে (গঙ্গার স্রোতের ন্যায়) একসময় এক শক্তি কাজ করে, তাহার পরে যাঁহারা সেই শক্তি পাইয়াছেন, তাঁহারা কাজ করেন, তাহাতে না কুলাইলে অবতার হয়। (এই ভাব)

**সাধন পাইলে গর্ভযন্ত্রণা ভুগিতে হয় কিনা?—**

প্রঃ—যাঁহারা সাধন পাইয়াছেন, তাঁহাদের মৃত্যুর পর পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হইলে গর্ভযাতনা ভোগ করিতে হয় কিনা?



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



উঃ—সকলের না করিতে হয় এমন নয়, অনেকের করিতে হয় না। তাঁহারা গর্ভে ঢুকিয়াই বাহির হন। গর্ভে এ পর্য্যন্ত জীব সঞ্চার না হইয়া কঠিনবৎ থাকে। (যেমন সত্যকুমারের অবস্থা)

**তৃণাদপি সুনীচেন**—তৃণ যেমন নরম এবং নীচ হইয়া আপনি মরিয়াও অন্যকে রাস্তা দেয় সেইরূপ হইতে হইবে।

**সংসার**—সং অর্থাৎ সম্যক প্রকারে সরতি—ইতি সংসার। যাহা স্থায়ী নহে, অনবরত চলিয়া (ধ্বংস হইয়া) যাইতেছে তাহাই সংসার।

**বস্তু**—বসতি ইতি বস্তু, যাহা থাকে তাহাই বস্তু, নিত্যপদার্থ।

অসরলতা, কপটতা, মহাপাপ—অধর্ম্ম। সরল না হইলে কিছুই হইবে না।

**আসন পাতিয়া গুরুর ফটো রাখিয়া পূজা ইত্যাদি সঙ্গত কিনা?**—প্রঃ—আসন পাতিয়া গুরুর ফটো রাখিয়া পূজা, আরতি, ভোগ ইত্যাদি দেওয়া উচিত কিনা? এইরূপ বানরীপাড়া করা হইয়াছে।

উঃ—সাধারণের মধ্যে এইরূপ করা উচিত নহে। যদি কেহ ঐরূপ না করিয়াই পারেন না, তবে গোপনে করিতে পারেন।

**মালা ধারণ উচিত কিনা**—প্রঃ—মালা ধারণ করা উচিত কিনা?

উঃ—দেখাদেখি কিছুই করা ভাল নহে। আমাদের এ সাধারণের প্রণালী এই যে সাধনের সময় যাহাকে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সাক্ষ্য রাখিয়া নাম করা। ইহা ভিন্ন যদি কেহ কিছু করেন তবে সে জন্য কেহ দায়ী নহে।



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



আমাদের এখানে (বানরিপাড়া) আসিবার কথা পণ্ডিত মহাশয় উল্লেখ করিতে বলিলেন,—"আর আমার কোথাও যাওয়া হইবে না। গঙ্গার এক স্থানে পড়িয়া থাকিতে ইচ্ছা, শীঘ্র দেহত্যাগ হইলেই ভাল। গুরুর কিছু কাজ আছে তাহা সম্পন্ন হইলেই হয়। দেশে দেশে যাওয়া, খাওয়া, আমোদ প্রভৃতি করা যথেষ্ট হইয়াছে, আর নহে।" আমি (রজনী বাবু) বলিলাম,—"আমাদের ওখানে অনেক স্ত্রী-পুরুষ সাধনের জন্য আকাঙ্খিত।" তিনি বলিলেন,—যদি পরমেশ্বর ঘাড়-চুল ধরিয়া নিয়া যান তবে যাইতে হইবে, সে ভিন্ন কথা।

**হিঙ্গ খাওয়া উচিত কিনা**—প্রঃ—হিঙ্গ আমাদের পক্ষে খাওয়া উচিত কিনা?

উঃ—হিঙ্গ অল্প পরিমাণ খাইলে ক্ষতি হয় না। ইহা এক প্রকার গাছের আঠা।

**সদ্‌গুরু সঙ্গে থাকেন কিনা**—প্রঃ—সদ্‌গুরু সঙ্গে থেকে সব দেখেন কিনা?

উঃ—এ সকল প্রশ্ন করা ভাল নয়, তবে, যাহা আসে, বাহির হউক। পরীক্ষার পর বিশ্বাস হইবে। শ্বাস প্রশ্বাসে নাম করিতে করিতে যাহার ভিতর যাহা বিকাশ হইবে, তাহাই বিশ্বাস করিবে এবং তাহাই বিশ্বাস হইতে পারে। যদি আমি কি অন্য কেহ বলিয়া দেয়, তাহাতে প্রকৃত বিশ্বাস হইবে না। যে 'ক' 'খ' পড়ে তাহাকে সায়েন্সের কথা বলিলে সে তাহা কখনও ধরিতে বা বিশ্বাস করিতে পারে না।

**গুরুতে বিশ্বাস**—প্রঃ—গুরুতে বিশ্বাস হয় না কেন?

উঃ—বিশ্বাস কি সহজে হয়। বিশ্বাস একটী বৃত্তি; নামেই বিশ্বাস হইবে।



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



**কাজকর্ম্ম করিবার সময় নাম**—প্রঃ—কাজকর্ম্ম করিতে করিতেও নাম হইবে ?

উঃ—কাজ করিবার সময়ও নাম হইবে, সব সময় হইবে। সদ্‌গুরু, রক্তমাংসময় এই দেহ সদ্‌গুরু নন; তিনি সর্ব্বব্যাপী। যেমন অগ্নি সর্ব্বস্থানে আছে অথচ সর্ব্বস্থানে দেখিতে পাওয়া যায় না। যে স্থানে অগ্নির বিকাশ কেবল সেই স্থানেই দেখা যায়। যেমন একটী প্রদীপ; প্রদীপে টীকা ধরান প্রভৃতি আবশ্যকীয় কার্য্য করিয়া নেওয়া যায়।

**চিকিৎসা**—চিকিৎসায় প্রাণ দেওয়া দূরে থাকুক, সকল সময় রোগও আরাম হয় না।

**মৃত্যু সময়ে নাম**—বৃন্দাবনে তিন সাধুর নাম এমনই অভ্যস্ত হইয়াছিল যে তাঁহাদের মৃত্যু সময় যখন সকল অঙ্গ অবশ হইল তখনও আপনি আপনি ভিতর হইতে "হরে কৃষ্ণ" নাম হইত। ঠাকুর নিজে শুনিয়াছেন।

**ভোজ্যদ্রব্য নিবেদন**—ভোজনীয় দ্রব্য নিবেদন করিতে হইলে সমস্ত দ্রব্য একেবারে লইতে হয় এবং শাস্ত্রে যে বিধি আছে, সেই অনুসারে চলিতে হয়। যাঁহারা সেইরূপ করেন তাঁহারাই জানেন। তবে আহারের সময় তাঁহাকে স্মরণ, অর্থাৎ তাঁহার কৃপায়ই আমরা সকল পাইতেছি, ইহা স্মরণ করা ভাল।

**ভক্তি-বিশ্বাস**—যেমন বৃক্ষের বীজ শাখা ইত্যাদি সকলই আছে; সময়ে বিকাশ হয়, সেইরূপ সময়ে সকলই বিকাশ হইবে। আম যখন হয়, তখন হয়; অন্য সময় হয় না।

**তিন জন্ম সম্বন্ধে**—প্রঃ—যাঁহারা সদ্‌গুরু লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের তিন জন্মের বেশী হইবে না। ইহাতে কি এই বুঝা যায় যে ব্যক্তিবিশেষের এক, দুই, তিন জন্ম নির্দ্দিষ্ট আছে।



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



উঃ—তাহা নয়, কাজ করিলে এজন্মেই যাওয়া যায়।

প্রঃ—কিরূপ কাজ?

উঃ—গুরু যেরূপ চলিতে বলিয়াছেন, সেইরূপ চলা।

প্রঃ—আপনার উপদেশে এক স্থানে আছে "শ্বাস-প্রশ্বাসে নাম সাধনই পরম সাধন।" অন্য এক স্থানে আছে "ক্রিয়া করুক আর না করুক গুরু প্রদত্ত শক্তি নিজেই ভিতরে কাজ করিতেছে ইত্যাদি।" উহার সামঞ্জস্য কিরূপ?

উঃ—কাজ করিলে এক জন্মেই যাইতে পারে, না করিলে তিন জন্মের বেশী নয়।

কালীনাথ দত্তকে দেখিয়া মোহিণী বাবু প্রশ্ন করিলেন,—"মহাশয়! মনের দুশ্চিন্তা কিছুতেই দূর হয় না কেন?" তিনি বলিলেন, "ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়া হইয়াছে, মন দেখে তাহার রাজ্য একেবারে ধ্বংস হইয়া যায়, তখন সে সকল দলবল লইয়া তাহার রাজ্য রক্ষা করিতে চেষ্টা করে।"

**প্রণাম**—প্রঃ—লোকের প্রতি ভক্তি থাকিলে প্রণাম যোড় করিয়া করা উচিত কিনা?

উঃ—যোড় করিয়া করিলে লাভ নাই, তবে ক্ষতিও নাই। যাঁহারা ঐরূপ সম্মান আশা করেন তাঁহাদিগকে করা ভাল।

প্রঃ—পায়ের ধূলা দেওয়া উচিত কিনা?

উঃ—যদি কাহারও ব্যারাম থাকে, তবে একের ব্যারাম অন্যে সংক্রামিত হইতে পারে।

জীবের সেবা, সাষ্টাঙ্গে প্রণাম এগুলি অভ্যাস করা ভাল।

**নাম ভগবানে পৌঁছে কিনা**—প্রঃ—আমি যে নাম করি তাহা ভগবানে পৌঁছে কিনা?



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



উঃ—তাহার কথা। ভিতরে যে কি ক্রিয়া হয় তাহা ভগবান চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী স্বয়ং আসিয়া বলিলেও আমার তাহা কিছু নয়, যদি আমি নিজে না বুঝি। বৃক্ষের ভিতরে কি ক্রিয়া হয়, তাহা কি বুঝা যায়? এসকল প্রশ্ন না করাই ভাল, তবে যাহা আসে বাহির হউক। নাম করিতে থাক।

**প্রাণায়ামের শব্দ**—প্রঃ—আমি যে প্রাণায়াম করি, তাহার শব্দ অন্যে শুনে; তাহাতে কি দোষ হয়?

উঃ—তাহাতে দোষ নাই, বায়গা না থাকিলে আর কি করা যায়।

**গোপী কয় শ্রেণী**—গোপী পাঁচ শ্রেণী:

(১) বেদ ঋষিগণ, (২) মিথিলার নাগরীগণ, (৩) রাম বনে গেলে যে ঋষিগণ তাঁহার সেবা প্রার্থনা করিয়াছিলেন, (৪) পার্শ্বদগণ (সখি), (৫) অঙ্গপ্রত্যঙ্গ (মঞ্জরী)।

**নীচ জীবের আত্মা**—প্রঃ—নীচ জীবের আত্মা আছে কিনা?

উঃ—বৃক্ষ লতা সকলেরই আত্মা আছে।

**নানকের পরীক্ষা**—নানক কাহাকে তাঁহার পদে নিযুক্ত করিবেন তাহার নিমিত্ত তাঁহার দুই পুত্র শ্রীচরণ দাস ও লক্ষ্মণ দাসকে ও তাঁহার এক শিষ্য অঙ্গদ দাসকে তিনটী পরীক্ষা করেন:

(১) একদিন বেলা দুই প্রহরের সময় প্রথমে পুত্রদিগকে বলিলেন, "বড় অন্ধকার, কিছুই দেখি না; একটা আলো আনত।" পুত্রেরা তাঁহার ভুল বুঝাইয়া দিলেন। অঙ্গদ দাসকে এইরূপ বলিলে তিনি বলিলেন, "ঠিক প্রভু, বড়ই অন্ধকার; আমিও কিছু দেখিতে পাই না।" এই বলিয়া আলো আনিতে উপক্রম করিলে নানক বলিলেন, "এ যে দুইপ্রহর বেলা, সূর্য্য দেখিতেছ না।" অঙ্গদ বলিলেন, "ঠিক প্রভু।"



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS


(২) আর একদিন দুই পুত্রকে নিয়া বাহির হইলেন। পথে দেখেন একটি শব (তাঁহার কৃত) পড়িয়া আছে। নানক দুই পুত্রকে তাহা খাইয়া ফেলিতে বলিলেন। পুত্রদ্বয় উত্তর করিল,—"আপনার বৃদ্ধ বয়সে মস্তিষ্কে বিকার হইয়াছে।" অঙ্গদ দাসকে ডাকিয়া তাহা খাইতে বলিলেন। তিনি বলিলেন, "প্রভু! মস্তক কি পদ হইতে খাইতে আরম্ভ করিব।" নানক কিছু বিলম্ব করিতে বলিয়া শবকে কিছুক্ষণ একখানা কাপড় দিয়া ঢাকিয়া রাখিতে বলিলেন। পরে কাপড় তুলিতে বলায় দেখেন, শব নাই; অতি সুগন্ধযুক্ত মোহন-ভোগ।

(৩) আর এক দিন তাঁহার মৃত্যু সময় অনেক হাজার শিষ্য তাঁহাকে দেখিতে আসেন এবং তাঁহারা ক্ষুধায় নিতান্ত কাতর হইলে নানক তাঁহার দুই পুত্রকে এক বৃক্ষের নিকট খাদ্য চাহিয়া আনিতে বলায় তাহারা পূর্ব্বরূপ উত্তর করিল। অঙ্গদ দাসকে বলায় তিনি বলিলেন, "প্রভু! খাদ্য কিসে করিয়া আনিব।" তিনি বলিলেন, "একখানা সামিয়ানা নিয়া যাও।" অঙ্গদ দাস উহা সহ ঐ বৃক্ষের নিকট গিয়া এক প্রণাম করিয়া তাঁহার প্রভুর আজ্ঞা জানাইলেন। বৃক্ষ বহুপরিমাণে লুচি, মোণ্ডা ইত্যাদি পতন করিল। যাহার যত ইচ্ছা খাইল।

পরে নানক অঙ্গদ দাসকেই উপযুক্ত শিষ্য মনে করিয়া তাঁহার স্থানাভিষিক্ত করেন।

**স্ত্রীসংসর্গ**—যে স্ত্রীসংসর্গ করে তাহার সখ্য, বাৎসল্য, মধুর ভাব হওয়া দূরে থাকুক, অহৈতুকী ভক্তিই হয় না।

যে আপনার বলে পার হইতে চায়, সে যেন পাথর গলায় বেঁধে সাঁতার দেয়; কেবল নীচেই যায়, নীচেই যায়।

**মোক্ষের দ্বার**—মোক্ষের চারি দ্বার (যোগ বশিষ্ঠ) যথা:



CC0: In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



(১) শম :—যাহা ঘটুক তাহাতে অধৈর্য্য না হওয়া, উহা লাভের উপায় সরলতা।

(২) বিচার :—নিত্য অনিত্য ইত্যাদি বিচার।

(৩) সন্তোষ :—যে দিন যে অবস্থায় থাকি, তাহাতে সন্তোষ থাকা। ভগবান পালনকর্ত্তা। ইহা লাভের উপায়—কাহারও মনে উদ্বেগ না দেওয়া। কাহারও নিকট প্রত্যাশা না করা। ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দ্বার, —সিংহদ্বার।

(৪) সৎসঙ্গ :—অর্থাৎ সাধুতা লাভ। সাধু কে? এ বিষয় মহাপ্রভু সনাতনকে বলিয়াছেন, যথা :—

(১ম) যাহার মুখে একবার কৃষ্ণ নাম শুনিবে।

(২য়) যে সর্ব্বদা কৃষ্ণ নাম করে।

(৩য়) যাহাকে দেখিলে কৃষ্ণ নাম স্ফুরে।

টাকা—টাকা কালকূট। ঘরে কখনও পুষিয়া রাখিবে না। টাকা উপার্জ্জন করিয়া প্রয়োজন মত খরচ করিবে। যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে, তবে তাহা ভগবানের গচ্ছিত ধন মনে করিবে। যদি তিনি লোক পাঠান অর্থাৎ কেহ অভাবে বা বিপদে পড়িয়া আসে, তবে অমনি দিয়া দিবে। যাঁহারা ধনী হইতে চান, তাঁহাদের কথা ভিন্ন। যাঁহারা ধর্ম্ম চান, তাঁহাদের কোন মতে দিন কাটিয়া গেলেই হয়।

মৎস্য-মাংস—মৎস্য, মাংস উভয়ই দোষণীয়। মৎস্য অপেক্ষা মাংস বেশী দোষণীয়। কারণ মৎস্যে কাম বৃদ্ধি করে, তাহা দমন হয়। কিন্তু মাংসে সত্ত্বগুণ নষ্ট করে। কাজেই ধর্ম্ম একেবারে নষ্ট করিয়া দেয়। বাঙ্গালীরা পশ্চিমে লোক হইতে অধিক কামী। পশ্চিমে লোক ক্রোধী ও লোভী বেশী। যে দেশের বৃক্ষ ছোট ঝোপের ন্যায়, সে দেশের



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



লোক অধিক ক্রোধী ও লোভী। যে দেশের বৃক্ষ বড় বড় ( অশ্বত্থ, শাল ইত্যাদি ) সে দেশের লোক সত্ত্বঃ প্রকৃতির বেশী।

মসুরী, কলাই, লঙ্কায় কাম ইত্যাদি বৃদ্ধি করে।

**ঈশ্বর প্রয়োজনানুসারে ব্যবস্থা করেন**—ঈশ্বর যখন যাহা প্রয়োজন তাহাই করেন। পাক-শক্তি কমিলে দাঁত পড়িয়া যায়। কাল চুলে সূর্য্যের তেজ মাথা ও শরীরে অধিক প্রবেশ করে; পাকা চুলে তত নহে। শরীর, মাথা শীতল থাকে ও সাধন ভজনের কার্য্য করে।

**উচ্ছিষ্ট**—মুখ হইতে যে তামাকের ধুঁয়া বাহির হয় এবং যে বস্তু ঘ্রাণ করা যায় তাহা উচ্ছিষ্ট ও ক্ষতিকারক বটে কিন্তু কে আর তত মানে। আমাদের ততদূর নয়। যাঁহারা উচ্ছিষ্ট মানেন, তাঁহাদের উহার প্রতি দৃষ্টি আছে।

**মনোযোগের সহিত কর্ম্ম**—প্রত্যেক দিন যেরূপ নিয়মে সাধন ভজন করিতে বলিয়াছিলেন, তাহা স্পষ্টরূপে বলিলে তিনি সেইরূপ চলিতে বলেন। খুব মনোযোগের সহিত কর্ম্ম করিতে বলিলেন। কর্ম্ম শেষ না হইলে ঐ জন্য জন্মগ্রহণ করিতে হয়। বলিলেন,—"অনেকে কাজ না করিয়া নাম করিতে চান কিন্তু তাহাদের মন অন্যদিকে থাকে। এইরূপ অবস্থায় কিছুই হয় না। যাহার যে কর্ম্ম, তাহা খুব মনোযোগের সহিত করিবে। কেবল হরি হরি বলিলে হয় না। যে হরিনাম একবার নিলে উদ্ধার হয়, তাহা বার বার কেন করিতে হইবে। সকলেরই নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম আছে; তাহা শেষ না হইলে হইবে না। কাহার কি কর্ম্ম তাহা সকলের বুঝিবার শক্তি নাই। মনোযোগের সহিত কর্ম্ম করিলেই কর্ম্ম কাটিয়া যায়।" সাধন যাঁহারা পাইয়াছেন তাঁহাদের প্রারব্ধ কর্ম্ম নাই।

**পরমাত্মা**—প্রঃ—পরমাত্মা সম্বন্ধে কিছু বলেন ?



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS


উঃ—যাহা হইতে এই অসীম ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে, যাহা দ্বারা জীবিত রহিয়াছে, তিনিই ব্রহ্ম বা পরমাত্মা। তিনি কর্ণের কর্ণ, মনের মন, বাক্যের বাক্য, প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু। তাঁহাকে চক্ষু দেখিতে পায় না। বাক্য কহিতে পারে না। এজন্য আমরা তাঁহাকে জানিতে পারি না এবং শিষ্যকে যে প্রকার ব্রহ্মের উপদেশ দিতে হয় তাহাও জানি না; কিন্তু বেদের এই উপদেশ যে বিদিত কি অবিদিত তাবৎ বস্তু হইতে তিনি ভিন্ন হয়েন। ইহা পণ্ডিত দিগের নিকট হইতে আমরা শুনিয়াছি, যাহা তাঁহারা আমাদিগকে বলিয়াছেন। সেই দুর্দ্দর্শ এবং সর্ব্বভূতে গূঢ়রূপে অনুপ্রবিষ্ট, সকল জীবের অন্তরে অতি সঙ্কটস্থানে অবস্থিত, সেই পুরাণ-পুরুষকে আধ্যাত্ম যোগ দ্বারা জানিয়া ধীর ব্যক্তি হর্ষ শোক হইতে মুক্ত হয়েন। ব্রহ্ম সত্য-স্বরূপে, জ্ঞান স্বরূপে, অনন্ত স্বরূপে, আনন্দ স্বরূপে, শান্তিরূপে, অমৃতরূপে, প্রকাশ পাইতেছেন। তিনি মঙ্গল, একমাত্র, অদ্বিতীয়, শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ।

**যোগের প্রয়োজন**—প্রঃ—পরমাত্মা ব্রহ্ম, উহাকে দেখা যায় না, শোনা যায় না, তবে যোগ কিরূপে হয়।

উঃ—ব্রহ্মকে দর্শন করিবে, শ্রবণ করিবে এবং নিত্য ধ্যান করিবে।

প্রঃ—কিরূপে পরমাত্মাকে দর্শন, শ্রবণ করিবে?

উঃ—যিনি দুশ্চরিত্র হইতে বিরত হন নাই; শান্ত, সমাহিত হন নাই; যাঁহার চিত্ত শান্তিলাভ করে নাই; তিনি কেবল জ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন না। ব্রহ্ম-দর্শন জন্য যোগের প্রয়োজন। স্থিরা ইন্দ্রিয় ধারণাকেই যোগ কহে। যোগকালে প্রশান্ত হইতে হয়। কেননা যোগের উৎপত্তিও আছে, বিনাশও আছে। অর্জ্জুনকে যোগ শিক্ষাদান কালে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—"হে অর্জ্জুন! যে ব্যক্তি অধিক আহার করে এবং যে



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri Trust. Funding by MoE-IKS

নিতান্ত অনাহারী, যে অনেক নিদ্রাশীল এবং যে এককালে নিদ্রা ত্যাগ করে, তাহার যোগ সাধন হয় না। যে ব্যক্তি উপযুক্তরূপে আহার বিহার করে এবং কার্য্য সম্বন্ধে যাহার চেষ্টা থাকে, যৎকর্ত্তৃক জাগরণ ও নিদ্রা পরিমিত হইয়াছে, সেই ব্যক্তি দুঃখনাশক যোগ সাধনে সমর্থ হয়।

**দক্ষসংহিতায় যোগ সম্বন্ধে বর্ণনা**—দক্ষসংহিতায় সপ্তম অধ্যায়ে যোগ বিষয়ে যাহা লেখা আছে, তাহার অর্থ শ্রবণ কর—

(১) যদ্দ্বারা লোক বশীভূত, যদ্দ্বারা আত্মা বশীভূত এবং যদ্দ্বারা ইন্দ্রিয় ও তাহার বিষয় বশীভূত হইয়াছে, তাহাকেই আমি যোগ বলি।

(২) প্রাণায়াম, ধ্যান, প্রত্যাহার, ধারণা, তর্ক, সমাধি, যোগের এই সকল অঙ্গ।

(৩) অরণ্যবাসে, বহুগ্রন্থচিন্তনে, অথবা ব্রত, যজ্ঞ, তপস্যাতেও যোগ হয় না।

(৪) পদ্মাসন দ্বারা যোগী হয় না, নানা দর্শন দ্বারাও যোগী হয় না। কেবল শৌচ দ্বারাও যোগী হয় না।

(৫) অভিযোগ, অভ্যাস এবং তাহাতে নিশ্চয়তা, পুনঃ পুনঃ নির্ব্বেদ, ইহাতেই যোগ সিদ্ধি হয়। অন্য উপায়ে নহে।

(৬) আত্ম-চিন্তারূপ বিনোদ, শৌচক্রিয়া, সর্ব্বভূতে সমদর্শিতা. এই সকল দ্বারা যোগ সিদ্ধি হয়, অন্য উপায়ে নহে।

(৭) স্বয়ং তুষ্ট, অনন্যমনা হইয়া সন্তুষ্ট, আপনাতে সুতৃপ্তি, তাহারই যোগ প্রকৃষ্টরূপে সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

সত্য, দয়া, তপস্যা, পবিত্রতা, তিতিক্ষা, বিবেক, শম, দম, অহিংসা, ব্রহ্মচর্য্য, ত্যাগস্বীকার, স্বাধ্যায়, সরলতা, সন্তোষ, সমদর্শন অর্থাৎ মহতের



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS


সেবা, নিষ্কাম কর্ম্ম, মানুষের ইচ্ছা পূর্ণ হয় না ; ইহা অবলোকন করা, বৃথা আলাপ পরিত্যাগ, দেহ জড়পদার্থ, এই জড়দেহ আমি নহি, আমি অজর অমর আত্মা এই বিষয় অনুসন্ধান করা, যথাযোগ্যরূপে সকল প্রাণীকে ভোজ্য বস্তু ভাগ করিয়া দেওয়া, সর্ব্বভূতে আত্ম ও দেবতা জ্ঞান, মহতের গতি যে পরমেশ্বর তাহার বিষয় শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, সেবা, পূজা, প্রণাম, দাস্য, সখ্য, আত্মসমর্পণ। সমস্ত মানবজাতির এই ত্রিংশ লক্ষণ-যুক্ত পরমধর্ম্ম উক্ত হইল। হে রাজন! ইহা দ্বারা সকল আত্মা তুষ্টি লাভ করিবে।

**ভাগবত কে**—রাজা কহিলেন, ব্রাহ্মণ! মনুষ্যমধ্যে কাহাকে ভাগবত বলা যায় ; তাহার ধর্ম্ম, স্বভাব, আচরণ ও উক্তি এবং যে সকল চিহ্ন দ্বারা ভগবানের প্রিয় হইয়া থাকেন, তাহা বর্ণন কর।

উঃ—যিনি স্বীয় ভগবদ্‌ভাব সর্ব্বভূতে এবং ভগবদ্ আত্মাতে সর্ব্বভূতকে দর্শন করেন, তিনি উত্তম ভাগবত। যিনি পরমেশ্বরের প্রেম, তদধীন ব্যক্তিতে মিত্রতা, অজ্ঞানের প্রতি কৃপা এবং দ্বেষীর প্রতি উপেক্ষা করেন, ভেদ দর্শন প্রযুক্ত তিনি মধ্যম। যিনি শ্রদ্ধাসহকারে প্রতিমাতে হরি পূজা করেন, তাঁহার ভক্তগণের বা অন্য কোন বস্তুতেই পূজা করেন না তিনি প্রাকৃত। 'বাসুদেবে মন নিবিষ্ট থাকাতে যিনি ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা বিষয় ভোগ করিয়া এই বিশ্বকে এক বিষ্ণুরই মায়া বলিয়া দর্শনপূর্ব্বক দ্বেষও করেন না, আনন্দিতও হন না তিনিই উত্তম ভাগবত। হরিস্মৃতি বশতঃ যিনি শরীর, প্রাণ, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের সংসার, ধর্ম্ম, জন্ম, মৃত্যু, ক্ষুধা, ভয়, তৃষ্ণা ও কষ্ট দ্বারা মুগ্ধ হন না, তিনিই শ্রেষ্ঠ ভাগবত। জন্ম, কর্ম্ম এবং বর্ণ, আশ্রম ও জাতি নিবন্ধন যাঁহার এই দেহে অহংভাব না জন্মে, তিনিই শ্রীহরির প্রিয়। ধন ও দেহ বিষয়ে যাঁহার নিজ ও পর এইরূপ ভেদ



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



জ্ঞান নাই এবং যিনি সর্ব্বভূতেই সমদর্শী ও শান্ত তিনিই ভাগবতের মধ্যে উত্তম। ব্রহ্মাদি দেবগণ যে ভগবদ্ পদারবিন্দকে অনুদিন ধ্যান অন্বেষণ করিয়াও প্রাপ্ত হন না, সেই শ্রীহরির চরণকে সারাৎসার ভাবিয়া যিনি বিশ্বের সাম্রাজ্য লাভের নিমিত্তও লবার্দ্ধ বা নিমেষার্দ্ধ নিমিত্ত তাহা হইতে বিচলিত না হন, তিনিই বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ।

যেমন চন্দ্রমা উদিত হইলে তপনতাপ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না, তেমতি ভগবানের উরুবিক্রমে পাণিপদ যুগলের অঙ্গুলী সকলের নখ-মণি স্নিগ্ধ কান্তি দ্বারা সেবক দিগের হৃদয়-তপন নিরস্ত হইলে পর, আর সে তামসামর্থ প্রকাশ করিতে পারে না। অবশেও যাঁহার নাম উচ্চারণ করিলেও পাপরাশি নষ্ট হইয়া থাকে সেই শ্রীহরি-প্রণয়-পাশে আবদ্ধ হইয়া যাঁহার হৃদয় নিরন্তর বিরাজ করেন, তিনিই ভাগবত প্রধান।

**শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন**—শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন করিতে আগে গৌরচন্দ্র, তারপর যুগল নাম-কীর্ত্তন, অবশেষে হরিনাম কীর্ত্তন; এই নিয়ম।

**তপস্যার উৎকৃষ্ট স্থান**—গয়ার ন্যায় তপস্যার স্থান আর কোথাও নাই। ভজনের স্থান আছে, কিন্তু তপস্যার স্থান গয়াধামই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এক গুহায় থাকিলে হাজার তালাস করিলেও খুঁজিয়া বাহির করা যায় না।

একজনে একটু ভক্তি করিলে, তাই বলে অমনি যে তার ঘাড় চেপে খেয়ে বসা ইহা নিতান্ত অপরাধ; শাস্ত্রে ইহাকে নিতান্ত অপরাধ বলিয়াছেন। উমাচরণ বাবু এইক্ষণ অনুরোধও অগ্রাহ্য করিতেছেন; শেষে কোন কারণ বশতঃ মনে যদি একটু লাগে, তাহা হইলে সব মাটি



CC0: In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



হইবে। পায়খানায় বসেছি, প্রাণটা অমনি ছাৎ করে উঠ্‌লো। ভাবিলাম, কিসের জন্য এরূপ হইল। এই বোধ হয় কারণ—আর কোথাও না হইলে শান্তিপুরের বাড়ী তো আছি। যেখানে হয়, ভগবানই রাখিয়াছেন, এজন্য আমাদের চিন্তা করা নিষ্প্রয়োজন।

ভগবানের ডাক—কৃষ্ণদাস বাবু বলিলেন—পার হইতে আমাকে একটি লোক ডাকিল, আর আমি ঢেউতে গা ভাসাইয়া দিলাম; যেন ভগবান আমাকে ডাকিলেন। হাঁ তাই বটে, ভগবান্ এইরূপেই ডাকেন এবং শক্তিও দেন।

হরিদাস ঠাকুরের কথা—হরিদাস হরিসংকীর্ত্তনের নিকট যেয়ে কীর্ত্তনকারী লোকদের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমি তোমাদের এই হরিনাম করিতে পারি?" তাঁহারা বলিলেন, "পারিবে না কেন?" আমি যে যবন; তাতে কি? এই হরিনাম সকলেই করিতে পারে। হরিদাস সেই হ'তে হরিনাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। যবনেরা নবাবের ছোট কাজীর নিকট ইহা জানাইলেন। তিনি হরিদাসের পিতা; এই জন্য তিনি নিজে বিচার না করিয়া বড় কাজীর নিকট দিলেন। বড় কাজী আবার স্বয়ং বিচারের জন্য নবাবের নিকট প্রেরণ করিলেন। নবাব আদ্যোপান্ত শুনিয়া বলিলেন, "আমি তো কোন দোষ দেখিতে পাই না।" অমনি যবনেরা বলিয়া উঠিল, "অমন কথা বলিবেন না। তা'হলে সকল যবন হরিনাম করিবে।" অবশেষে বাইশ-বাজারে বাইশ কোড়া মারিতে আদেশ করিলেন। দুইবার কোড়া মারিলে মানুষ মরিয়া যায়; কিন্তু হরিদাসকে বাইশ কোড়া মারাতেও জীবিত রহিলেন। যবনেরা বলিল, "হরিদাস তুমি ত মরিলে না।



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



আমাদের সর্ব্বনাশ হ'লো। নবাব শুনিলে আমাদের গর্দ্দান নিবেন।" হরিদাস বলিলেন—"বটে—! তবে আমি মরি।" এই বলিয়া হরিনামে সমাধিস্থ হইলেন। যবনেরা ভাবিল কি আশ্চর্য্য!! এ লোকটা পীর। কেহ বলে এখন উহাকে গোর দাও। কেহ বলিল, তাহা হইলেতো সদ্‌গতিই হ'লো; উহাকে গঙ্গায় ভাসাইয়া দেও। শেষে হরিদাসকে আনিয়া নবাব ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং যবনেরা তাঁহাকে একজন পীর বলিয়া বিশ্বাস করিল।

**শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বিবাহের কারণ**—অতি প্রথমে যে শ্রীচৈতন্য ভাগবত বটতলায় ছাপা হ'য়েছিল, তাহাতে ছিল যে, একদিন মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুকে ডেকে নির্জ্জনে নিয়ে বল্লেন, "তোমাকে বিবাহ করিতে হইবে।" তাতে নিত্যানন্দ প্রভু বলিলেন, "সে কি? তুমি দেশে দেশে এইভাবে ফির্‌বে, আর আমি কিনা ঘরকন্না ক'র্‌ব।" মহাপ্রভু বলিলেন, "তার হেতু আছে, তুমি যতই কেন প্রেম-ভক্তি বিতরণ করনা, আমার অন্তর্দ্ধানের পর ইহার আর তেমন মাহাত্ম্য থাকিবে না। কিন্তু যদি আমাদের বংশধর থাকে, তবে তাহারা ইহা তাহাদের পূর্ব্ব-পুরুষদের ধর্ম্ম বলিয়া ইহার বিশেষ আদর করিবে। তাহা হইলেই সব বজায় থাকিবে। আমি ত সন্ন্যাস নিয়েছি; আমি আর গৃহে প্রবেশ করিতে পারিব না। তোমাকে ও অদ্বৈত প্রভুকে সন্তান জন্মাইতে হইবে।" তাই নিতাই বিবাহ করেন। ইহা এখনকার শ্রীচৈতন্য ভাগবতে আর নাই। সংক্ষেপ করার জন্য বটতলা হইতে অনেক গ্রন্থের মধ্যে মধ্যে বাদ দিয়া ছাপায়। অদ্বৈত প্রভুর দুই বিবাহ। সীতাদেবীর পাঁচ সন্তান, শ্রীদেবীর এক সন্তান। নিত্যানন্দ প্রভু সন্ন্যাস নিয়াছিলেন না; সন্ন্যাসীর ন্যায় বেশে পরিভ্রমন করিতেন।



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



অচলানন্দ স্বামীর কথা—"বিশ্বাস"—অচলানন্দ স্বামী বলেন, "পূর্ব্বে খুব বিশ্বাস ছিল ; ন্যায় প'ড়ে তাহা নষ্ট হ'য়ে গেল। সেই অবধি আর কিছুতেই বিশ্বাসকে গড়িতে পারিতেছি না। এখন যেখানে যাই, কিছু বিশ্বাস সম্বন্ধীয় শুনি, অমনি তথায় ছুটে যাই। যেয়ে সত্য-মিথ্যা প্রত্যক্ষ করি। ছেলে বেলায় শুনিলাম শুবচনীর ব্রত করিয়া আমাদের দেশের মেয়েরা ভবিষ্যত বিষয় জ্ঞাত হয়। কয়টি চাউল দিয়া সুবচনীর ঘট-স্থাপন করতো। কোন কার্য্য সফল হওয়ার হ'লে উহা দিয়া অঙ্কুর বের হ'তো। একটি স্ত্রীলোকের স্বামী তাহাকে ছেড়ে গিয়ে দূর-দেশে অপর একটি স্ত্রীলোক নিয়ে ছিল। সেখানে যাহা কিছু উপার্জ্জন করিত, সেই স্ত্রীলোকটিকে নিয়ে তথায় থাকিত। আমি পূর্ব্বোক্ত স্ত্রীলোকটীকে বলিলাম তুমি সুবচনীর ঘট-স্থাপন কর ; আমি পূজা করিব। তোমার স্বামী দেশে থাকিবেন কিনা আমি বলিতে পারি। সে ঘট-স্থাপন করিল ; আমি পূজা করিলাম। সত্যই দেখিতে পাইলাম, চাউলে অঙ্কুর হ'য়েছে। আমি স্ত্রীলোকটীকে বলিলাম, তোমার স্বামী দেশে আস্‌বেন। সে বিশ্বাস করিল না ; কিন্তু সত্য সত্যই কয়েকদিন পরে তাহার স্বামী বাড়ী এলো। সেই স্ত্রীলোকটার ব্যবহারে আত্মগ্লানি উপস্থিত হ'লো। আমি জঘন্য, আপন স্ত্রীকে ছেড়ে পরস্ত্রীকে নিয়ে আছি, ধিক্ আমাকে ; এইরূপ গ্লানি হওয়ায় বাড়ী আসিল। ন্যায় পড়িলাম, সমপাঠী ভ্রাতৃগণের নিকট বলিলাম—ভাই ! কেবল কার্য্য কারণ, কার্য্য কারণ, যাহাই বলনা কেন, আমি ভাই সুবচনীর ব্রতে চাউলে অঙ্কুর হ'তে দেখিয়াছি। তাহারা আমাকে উপহাস করিল। কি বলহে, তাও কি কখনও হয়। আমিও ভাবিলাম তবে কি আমার ভ্রম হ'ল নাকি। পুনরায় সুবচনীর ব্রত করিলাম, কিন্তু আর অঙ্কুর হইল না। সেই যে ন্যায় প'ড়ে বিশ্বাস ভেঙ্গেছি, এখনও তা গড়িতে পারি নাই।"



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



কামাখ্যা পাহাড়ে একটা শৃঙ্গের মত কতকটা অংশ ব্রহ্মপুত্রের মধ্যে মগ্ন আছে। উহাতে স্রোতের জল বেঁধে ভয়ানক ব্যাপার হয়। একবার কমিশনার সাহেবের ষ্টিমার আটক হয়, আর উজিয়ে যেতে পারে না। তিনি ম্যাজিষ্ট্রেট্‌কে খবর দিলেন। পারে নেমে পরামর্শ করিলেন, বারুদ দিয়ে সেই অংশটা ভেঙ্গে দিবেন। পাণ্ডারা আপত্তি করিল এই ব'লে, যে এই পাহাড়টি সমস্তকে আমরা কামাখ্যা মায়ের শরীর ভেবে পূজা ক'রে থাকি। অতএব আপনারা রাজা হ'য়ে আমাদের এই ধর্ম্মবিরুদ্ধ কাজ করিবেন না। কমিশনার সাহেব কিছুতেই শুনিলেন না। হিন্দু মজুর কেহ বারুদ দিতে স্বীকার করিল না। মুশলমান কয়েকজন এনে বারুদ দেওয়ায়, সেই জলমগ্ন অংশ হইতে একটা চটার মত উঠে গেল। আর কিছুই হইল না। পর দিবস যাহারা বারুদ দিয়াছিল তাহারা ওলাউঠা হ'য়ে মরে গেল। পর দিবস কমিশনার সাহেব পাণ্ডাদের ডেকে বলিলেন, দেখ তোমাদের কামাখ্যা পাহাড় আর বারুদ দিয়ে ভাঙ্গা হবে না। তোমাদের কামাখ্যা মার পূজা দিতে কি কি লাগে, কত টাকার আবশ্যক। তাহারা বলিল যত টাকা ব্যয় করুন তাহাই করা যায়। ইহার যে পূজা দেবতার ইচ্ছা। ইহা শুনিয়া কমিশনার সাহেব ৫০০৲ টাকা দিলেন। রাত্রে কামাখ্যা মা সাহেবের উপর কি করেছিলেন, সাহেবই জানেন। ঘটনা সত্য। পরে আমরা যাইয়াও তাহাই শুনিলাম।

একদিন কামাখ্যায় অচলানন্দ স্বামী আসনে বসে আছেন; নিকটে একটী জলাশয়। তত্রস্থ কয়েকটী ব্রাহ্মণ তথায় পূজা আহ্নিক করিতেছেন। এমন সময় এক ব্যাঘ্র সেই জলাশয়ে জল খেতে এসে উপস্থিত। ব্রাহ্মণেরা নিতান্ত ভীত হইলেন। তাহা দেখে তিনি বলিলেন, "মা ভৈঃ, মা ভৈঃ!"



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



তোমরাইত বলেছ কামাখ্যায় হিংসা নেই, তবে আর ভীত হ'চ্ছ কেন? ব্রাহ্মণেরা শঙ্কিত হ'য়ে রইলেন। ব্যাঘ্রটী জল খেয়ে চ'লে গেল।

মনুষ্য যখন কোন বিপদে পড়ে, তখন মনে ভাবে এই বিপদ হইতে বুঝি আর উদ্ধার নাই।

'হরিবোল, হরিবোল!' একটী মৃতদেহ লইয়া যায়। এইত দেহের পরিণাম। মানুষ নিজেও যে মরিবে, ইহা একবারও ভাবে না। কি আশ্চর্য্য।

দ্বারিকানাথ মিত্র—হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ দ্বারিকানাথ মিত্র নাস্তিক ছিলেন। আমি নিজে একবার ব্রাহ্মসমাজের চাঁদা আদায় করিতে যাইয়া জানি। তিনি বলিলেন, "আমি যাহা বিশ্বাস করি না, সেইজন্য চাঁদা দিতে পারি না। উপাসনার জন্য চাঁদা দিতে পারিব না"। তবে আমাদের দাতব্য অচ্ছে এই বলিলাম; স্ত্রী-শিক্ষা আছে, এর যাতে ইচ্ছা হয় তাতে দিন। স্ত্রী-শিক্ষার চাঁদা দিলেন। তাতে আমি জানি "তিনি নাস্তিক।" দ্বারিকা বাবুর মৃত্যু সময় উপস্থিত ছিল এমন একটী লোক আমাকে ব'লেছেন, তাঁহার মৃত্যুর একটু পূর্ব্বে ডাক্তার আসিলেন। দ্বারিকাবাবু তাঁহাকে বলিলেন, "দেখুন ঔষধ খেয়ে কি হবে, এইক্ষণ আমি একটা কথা বলি শুনুন। আমি এতকাল পরলোক বিশ্বাস করি নাই, কিন্তু এখন আমি যা দেখ্‌ছি, তাহাতে যেন পরলোক আছে এবং তাহাতে আমার বড় ক্লেশ হ'চ্ছে। এমন যদি কেউ থাকেন যে আমাকে বুঝাইয়া দিতে পারেন পরলোক নাই, তবে যেন আমার একটু শান্তি হয়। আমি তাহাকে দশ হাজার টাকা উইল করিয়া দিতে পারি। দ্বারিকাবাবু নাস্তিক ছিলেন বটে, কিন্তু সামান্য লোকের ন্যায়



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



ত আর ঘোর সাংসারিক ছিলেন না। তাই মৃত্যুর পূর্ব্বে বল্লেন, এতদিন পরলোক বিশ্বাস করি নাই; এখন যাহা দেখ্‌ছি তাহাতে আমার ক্লেশ হ'চ্ছে। ভক্তি সাধ্য-সাধনায় হয় না, যার হয় সেই ধন্য। ভক্তিতে বিচার নাই। পিতা পুত্রকে, ধূলা মাখা থাক, পরিষ্কার থাক, অমনি কোলে তুলে নেন্। পুত্র হওয়ার পূর্ব্বে অপত্যস্নেহ কেমন তাহা কেহই বোঝে না। ভক্তি অহৈতুকী ভাল মন্দ বিচার করে না।

ভক্তি, জ্ঞান, বৈরাগ্য তিন ভগ্নী বৃদ্ধ ছিলেন। ভক্তিদেবী শ্রীবৃন্দাবনে যেয়ে, বুড়ো ছিলেন—যুবতী হ'লেন। জ্ঞান বৈরাগ্য বুড়োই রইলেন।

মাতৃগর্ভে যেরূপে সন্তানের উৎপত্তি হয়, ইহা হইতে আর আশ্চর্য্য কি?

**মাধ্যাচার্য্য সম্প্রদায়ের উৎপত্তি**—প্রঃ—মাধ্যাচার্য্য সম্প্রদায় কি নর-নারায়ণ হইতে আরম্ভ?

উঃ—না, নারায়ণ হইতে আরম্ভ। নারায়ণ হইতে ব্রহ্মা, তাহা হইতে ক্রমে এসেছে। মাধবেন্দ্র প্রভুর (পুরীর) শিষ্য অদ্বৈত প্রভু, ঈশ্বর পুরী; ঈশ্বর পুরীর শিষ্য মহাপ্রভু। ইত্যাদি—

**নিত্যানন্দ প্রভুর দীক্ষা কথা**—নিত্যানন্দ প্রভু যখন তীর্থ পর্য্যটন করেন, তখন গুরুকরণ করেন; কাঁহার নিকট মন্ত্র গ্রহণ করলেন, নামটী (লেখকের) স্মরণ নাই। তিনি মন্ত্র দিতে প্রথম অসম্মত হন। রাত্রে স্বপ্নে দেখেন হল-মুশলধারী শ্রীবলদেব তাঁহাকে বলেন—তোমার এই বালককে মন্ত্র দিতে হইবে। প্রভাতে উঠে অমনি বিলম্ব না ক'রে মন্ত্র দিলেন।



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



**ধ্যানে মূর্ত্তি দেখে পরে তৈয়ার**—কুঞ্জবাবু বলিলেন,—ঢাকাতে যে শ্রীগৌর মূর্ত্তি স্থাপিত, তাহা মণিপুরের জনৈক কারিকরের তৈয়ারী। তিনি ফরমাইস্ পাইলেই তৈয়ার করেন। তৈয়ার করার পূর্ব্বে অনেকক্ষণ ভাবেন, তারপর বলেন, "ঠাকুর-মূর্ত্তি কিন্তু এরূপ হবে।" তারপর তৈয়ার করিতে আরম্ভ করেন। অতি অল্প সময় মধ্যেই কাজ সেরে ফেলেন এবং পূর্ব্বে যেরূপ হইবে বলিয়াছিলেন সেইরূপই হয়। হয়ত বলেন "ঠাকুর হাস হাস হবেন" তাহাই হবে। ইহা শুনিয়া ঠাকুর বলিলেন,—ধ্যানে মূর্ত্তি দেখে পরে তৈয়ার করেন। শান্তিপুরে আমাদের বাড়ীর ধারে রামধন পাল নামক জনৈক লোক ছিলেন। তিনি অতি সুন্দর দেবমূর্ত্তি তৈয়ার করিতেন। ধ্যানস্থ হ'য়ে ঐ মূর্ত্তি প্রাণে উপলব্ধি ক'রে পরে তৈয়ার করিতেন। কিন্তু অধিক সময় প্রস্তুত করিতে পারিতেন না।

**আকবর বাদসাহ সংগৃহীত মহাপ্রভুর চিত্রপট**—আকবর বাদশাহ যখন মহাপ্রভুকে দেখিতে যান এবং তাঁহাকে আনার জন্য লোক পাঠান তখন লোক আসিয়া বলিল তিনি কিছুতেই আসিবেন না। তৎপর বাদসাহ কয়েকজন সুদক্ষ চিত্রকর মহাপ্রভুর নিকট পাঠান যে তাহারা তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি অঙ্কিত ক'রে আনে। চিত্রকরেরা যাইয়া দেখে প্রভু উদ্দাম নৃত্য করিতেছেন। নয়নের ধারায় কর্দ্দম হইয়া গিয়াছে। চিত্রকরেরা ঐ দৃশ্যটী চিত্র ক'রে নিয়ে বাদসাহকে দিলেন। ভরতপুরের মহারাজা যখন দিল্লী লুট করেন, তখন ঐ পটখানাও ভরতপুরে আসে। ভরতপুরের রাজা ও রাণী লালাবাবুর শ্রীগুরুদেব বাবাজীর নিকট বৃন্দাবনে আসিতেন। বাবাজী তাঁহাদের নিকট প্রভুর



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS


লীলাকথা বলিতেন। এ সকল শুনিয়া মহারাজ একদিন বাবাজীকে বলিলেন, "বাবাজী! আপনি যেরূপ বলেন সেরূপ একখানি পট আমাদের বাড়ী আছে। দিল্লী লুঠের সময় সেই পট আমাদের ভরতপুরে আসে।" বাবাজী বলিলেন, "আচ্ছা আনিবেন; দেখিব কিরূপ।" পরে রাজা ও রাণী সেই পট আনিয়া বাবাজীকে দিলেন। বাবাজী দেখামাত্র অমনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, আর অশ্রুধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভুর কঙ্কালময় দেহ দেখে আর ধৈর্য্য থাকিল না। ঐ পট দেখে কয়খানা নকল নেওয়া হয়। শ্রীবৃন্দাবনে একটী বাবাজীর নিকট একখানা আছে। শ্রীক্ষেত্রে দশম-দশায় যখন মহাপ্রভু ঐরূপ কঙ্কালময় হ'য়েছিলেন, চিত্রটী তখনকার।

**প্রতিষ্ঠা**—কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন,—"প্রতিষ্ঠা শূকরবিষ্ঠা। মাধবেন্দ্রপুরী প্রতিষ্ঠার ভয়ে পলাইলেন। প্রতিষ্ঠা তাঁহার পেছন পেছন গেল।"

**ভগবানের অবতার তত্ত্ব**—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান বলেছেন,—

"যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানং অধর্ম্মস্য তদাত্মনং সৃজাম্যহম্॥"

যখন ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হবে—তখনই ভগবান অবতীর্ণ হবেন। কেবল যে মূর্ত্তি ধারণ ক'রে অবতীর্ণ হবেন এমত নহে। কোথাও মূর্ত্তি ধ'রে, কোথাও বা শাস্ত্তিরূপে, কোথাও ভাবরূপে, তিনি অবতীর্ণ হয়েন; এর মধ্যে আবার যাদের জন্য অবতীর্ণ হবেন, তাদের মধ্যেই কার্য্য হবে।



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



যিশুখৃষ্ট পাশ্চাত্য জাতিদিগের জন্য অবতীর্ণ হয়েন, সুতরাং তাঁহার যত কার্য্য তাহাদের জন্য। ভারতবর্ষে তাঁহার কার্য্য হবে না। অমন রজঃগুণ সম্পন্ন লোকদের সেবা ভিন্ন আর উপায় নাই। আর কিসে উদ্ধার হবেন, তাই সেবাধর্ম্ম শিক্ষা দিলেন। মুশলমানদের কি মত নিষ্ঠা। যেমনই নমাজের ওক্ত হলো নমাজ পড়্‌তে বসে গেল। হাট বাজার ক'র্‌তে চল্‌ছে; সময় হলো অমনি নমাজ পড়তে ব'সে গেল। পদ্মার মধ্যে নৌকা দিয়াছে, ওক্ত হলো, অমনি নমাজ প'ড়তে ব'সে গেল।

**চিত্তের প্রসন্নতায় ভগবৎ সম্মতি**—কোন কার্য্য করিবার পূর্ব্বে যদি চিত্তটী প্রসন্ন হয় তবে বুঝিতে হইবে উহাতে শ্রীভগবানের সম্মতি আছে।

**বাউল ও অঘোর পন্থীদের আচার ব্যবহার**—বৈষ্ণব বাউলেরা এবং অঘোর পন্থীরা বিষ্ঠা, মূত্র ও মরা মানুষের মাংস ইত্যাদি জিনিষ ভক্ষণ করে। ইহা সাধক অবস্থার কথা। ব্রহ্ম ভিন্ন কিছুই নাই—সমস্তই ব্রহ্ম। তাই শ্রুতি ব'লেছেন ;—

"যতো বা ইমাণি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি
জীবন্তি যসিনন প্রতি যজন্তে তৎ ব্রহ্ম তৎ বিজিজ্ঞাসু।"

ব্রহ্ম হইতেই সমস্ত উৎপন্ন হ'য়েছে। ব্রহ্মতেই জীবিত আছে; শেষে ব্রহ্মতেই প্রবেশ করিবে। মাকড়সা যেমন আপনার মধ্য হইতে সূতা বাহির করিয়া জাল তৈয়ার করিয়া থাকে। তেমন ব্রহ্ম হইতে এই প্রপঞ্চের সৃষ্টি।

ব্রহ্ম ভিন্ন যখন কিছুই নাই তখন বিষ্ঠা খাইতে আর দোষ কি? এই প্রকার ভাব উপলব্ধি করা এবং প্রকৃত সাধু কিনা, সর্ব্বভূতে ব্রহ্ম



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS


উপলব্ধি হ'য়েছে কিনা এইরূপ পরীক্ষার জন্য তাহারা এইরূপ করেন; উহা এক প্রকার প্রণালী মাত্র, উহা সকলেরই যে করিতে হইবে তাহা নহে। আমাকে একবার একটি অঘোর পন্থী নরমাংস ভক্ষণ করিতে দিলেন, আমি উহা খাইতে অসম্মত হওয়ায় আমাকে গালি দিলেন। তিনি আমাকে নিয়া একটী সাধুর নিকট গেলেন। সাধু এই সব বৃত্তান্ত শুনে তাহাকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। বলিলেন, "তুমি অঘোরপন্থীর পথ অবলম্বন ক'রেছ—উহা মাংসাদি খাওয়া তোমার প্রণালীর অন্তর্গত। সকলেই যে ঐরূপ করিবে ওরূপ নহে।"

**ব্রহ্মার মোহ ভঙ্গ**—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাকে এই শিক্ষাই দিলেন যে তিনি ভিন্ন আর কিছুই নাই; তিনিই সব। স্বয়ং গাভী হ'লেন, বৎস হ'লেন, বেণু হ'লেন, বেত্র হ'লেন, রাখালগণ সব হ'লেন। তাহাতে ব্রহ্মার জ্ঞান হইল, মোহ ভাঙ্গিল।

**অন্য ব্রহ্মাণ্ডের কথা**—এইরূপ ব্রহ্মাণ্ড আছে, চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি সব প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে আছে। ব্রহ্মা দ্বারকাধামে ভগবানের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। সংবাদ দিলেন ব্রহ্মা এসেছে। ভগবান বলিলেন, "কোন্ ব্রহ্মা"। ব্রহ্মা শুনে অবাক্ হ'লেন। সে কি? আমি ভিন্ন কি আর ব্রহ্মা আছে। এই ভেবে পরিচয় পাঠাইলেন, বল্‌গে সনক পিতা চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা। ভগবান কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন, "এসব পরে হবে। অগ্রে বলুন কোন্ ব্রহ্মা ইহা বলার তাৎপর্য্য কি?" ভগবান স্মরণ করা মাত্র সমস্ত ব্রহ্মাগণই আসিয়া উপস্থিত। তাঁহাদের কেহ বা শত শীর্ষ, কেহ বা সহস্র শীর্ষ। এইরূপ দেখে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা অবাক্ হ'লেন; একেবারে চুপ্ ক'রে রইলেন। ভগবান তাঁহাদিগকে কুশল জিজ্ঞাসা ক'রে বিদায় দিলেন। চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা সব বুঝিলেন। ভগবান



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



বলিলেন,—"তুমি যেরূপ এক ব্রহ্মাণ্ডে এক ব্রহ্মা, সেইরূপ কত ব্রহ্মাণ্ড আছে প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব আছেন।

**রুদ্রাক্ষ ধারণ**—একমুখো রুদ্রাক্ষ ধারণ করিলে বিশেষ উপকার হয়, শরীর খুব ভাল থাকে। উহা ধারণ করিলে ক্রমে ক্রমে উহার ক্রিয়া শরীরে প্রবেশ করে। মালা ধারণ সম্বন্ধেও ঐরূপ। একমুখো রুদ্রাক্ষ নেপালে, বদরিকা আশ্রমে, পাওয়া যায়। এখানে যাহা পাওয়া যায় তাহা কৃত্রিম; কদাচিৎ ভাল পাওয়া যায়।

**ঘরবাড়ী স্বপ্নবৎ**—ঘরবাড়ী ইত্যাদি যে স্বপ্নবৎ উহা প্রকৃতই সত্য। কুম্ভ মেলায় তাহা বেশ বুঝিলাম। মেলা ভাঙ্গিয়া গেলে পর কয়েকদিন পরে সাধুরা যেখানে ছিলেন তাহার কিছুমাত্র চিহ্ন নাই। এমন কি আমরা যে কোথায় ছিলাম তাহাও ঠিক পাইলাম না। শেষে যেখানে ধুনি জ্বালা হইত সেই স্থানটী দেখে এবং গৌর নিতাই যেখানে স্থাপিত করা হইয়াছিল তাহা দেখে ঠিক করিলাম। ঘরবাড়ী সম্বন্ধেও এইরূপ। এই কলিকাতার সহর হয়ত মাঠ হ'য়ে যেতে পারে।

**দানে অনুতাপ**—দান ক'রে যদি অনুতাপ হয় তবে উহা মিথ্যা হয়ে যায়। কম্বল দেও, আসন দেও, এর চেয়ে যদি কেহ ক্ষুধার্ত্ত হ'য়ে খেতে চায়, তবে তাহাকে সাধ্য থাকিলে খেতে দেওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য; সে সাধু হউক বা চোর হউক বা দস্যু হউক। সে সময় কৃপণতা করা উচিত নয়।

**অর্জ্জুনের শক্তিহরণ**—যাহা দ্বারা যে প্রয়োজন সাধিত হবে তাহা হইয়া গেলে পর আর তাহার কোন আবশ্যকতা থাকে না। মহাবীর অর্জ্জুন যদুবংশ ধ্বংশ, দ্বারকা প্লাবন এবং শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্দ্ধানের পর দস্যু



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



আহিরীদিগের নিকট পরাস্ত হ'লেন। যে গাণ্ডীব দ্বারা কুরুক্ষেত্র জয় করিয়াছিলেন তাহা উত্তোলনক রার শক্তি নাই। বহুকষ্টে তুলিলেন কিন্তু গুণ দিতে পারিলেন না। শেষে অগত্যা তাহাদের উপর গাণ্ডীব নিক্ষেপ করিলেন, তাহাতে আহিরীদের কিছুই হইল না। নিতান্ত অপমানিত ও দুঃখিত হয়ে বেদব্যাসের নিকট গেলেন। ব্যাস বলিলেন, "ইহা ব'লে এখন দুঃখিত হওয়া নিষ্ফল। তুমি এবং শ্রীকৃষ্ণ নর-নারায়ণ। তুমি নর, তিনি নারায়ণ ছিলেন। তাঁহার শক্তিতে তুমি শক্তিমান ছিলে। তোমার গাণ্ডীব এখন আর অপ্রয়োজন। ইহার উদ্দেশ্য সাধিত হইয়া গিয়াছে। এখন যাহাতে পরকালে মঙ্গল হয় তাহাই কর; তপস্যা কর।

**নেপোলিয়ন**—সেইরূপ উহার (ব্রাহ্ম সমাজের) যে প্রয়োজন ছিল সিদ্ধ হ'য়েছে। পূর্ব্বের ন্যায় বক্তৃতাদি করিয়া উহাকে বজায় রাখার চেষ্টা করা কষ্টকর। এইক্ষণ নিজে নিজে মঙ্গলের জন্য তপস্যায় রত হওয়া আবশ্যক। আমি যখন ঢাকায় ছিলাম তখন ডাক্তার রায়ের নিকট যেতেম। তিনি আমাকে 'নেপোলিয়নের জীবনী পাঠ ক'রে শুনাইতেন। তাহা শুনে আমার খুব উপকার হ'য়েছিল। নেপোলিয়ন যখন যুদ্ধে বন্দী হ'য়ে বন্দীশালে ছিলেন, তখন একদিন একজন পাদ্রী তাঁহার নিকট যাওয়ায় বলিলেন, "দেখুন কয়দিন পূর্ব্বে আমি কত রাজাকে ফকির ক'রেছি; কত ফকিরকে রাজা ক'রেছি। কতলোক আমার কৃপালাভ করার জন্য আমার মুখপানে তাকাইত; সেই আমি এখন কারাগারে আবদ্ধ। যীশুখৃষ্ট সামান্য একজন সূত্রধরের গৃহে জন্ম গ্রহণ করেন। কয়েকজন জেলে নিয়ে সঙ্গী করিলেন। এখন সমস্ত রাজার মুকুট তাঁহার পায় লুণ্ঠিত। কত স্থানে তাঁহার মন্দির উঠান হইতেছে।



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



**প্রকৃত সাধুর লক্ষণ**—অনেকে সাধুর বেশ ধ'রে লোকদিগকে প্রতারিত করে। এইরূপ প্রতারিত হ'য়ে প্রকৃত সাধুব্যক্তিকে অবজ্ঞা না করেন। তাহা হইলে ভয়ানক অপরাধ হইবে। প্রকৃত সাধুও আছেন ইহাও মনে করা উচিত। এইটি সকলে যেন মনে রাখেন যিনি প্রকৃত সাধু তিনি আসন ত্যাগ ক'রে ভিক্ষা যাচ্ঞা করিতে যান না; বরং উপবাস করে থাকেন। শ্রীধর শ্রীবৃন্দাবনে একটী সাধুকে দেখিলেন, তিনি তিন দিবস অনাহারী ছিলেন তবুও আসন ত্যাগ ক'রে কোথাও যাননি। শ্রীধর কিছু বুটভাজা ও কিছু মিষ্টি দিলেন, তাহা পেয়ে পরম সন্তুষ্ট হ'লেন; বলিলেন, "বাবা তুমি আমাকে মালপোয়া খাওয়াইলে।" শ্রীবৃন্দাবনে একদিন দেখিলাম একটী সাধু আসনে বসে আছেন। যমুনায় বান ডেকেছে। আমি তাঁহাকে বলিলাম এখন আপনি আসন পরিত্যাগ করিয়া আসিবেন নাকি? আপনি যেখানে আসন ক'রেছেন সে স্থান যে জলে ডুবে যাবে। তিনি বলিলেন যতক্ষণ সাধ্য থাকে আসন ছেড়ে যাব না। আমি অপেক্ষায় রহিলাম; দেখি উনি কি করেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁহার মাজা পর্য্যন্ত জল হ'লো। দেখিতে দেখিতে বুক পর্য্যন্ত, তবুও আসনেই আছেন। যখন গলা জল হ'লো আসন ছেড়ে দিলেন। এইরূপ প্রকৃত সাধুরা আসন ছাড়ে না; এইরূপ স্মরণ থাকা আবশ্যক। যদি কোন সাধু বিশেষ কোন কারণ বশতঃ ভিক্ষার জন্য যান তবে একবারের বেশী ভিক্ষা চান্না। তাও সকলের খাওয়া দাওয়া হ'য়ে গেলে তাহাদের নিকট ভিক্ষা চান। দ্বিতীয়তঃ প্রকৃত সাধুরা পরনিন্দা করেন না বা আত্ম-প্রশংসা করেন না।

মানুষ কোন প্রতিকূল অবস্থায় পড়িলেই ভাবে, এরূপ অবস্থায় আবার ঈশ্বর কেন ফেলাইলেন; কিন্তু ধৈর্য্য ধরিয়া পড়িয়া থাকিলে আর কোন বিঘ্ন হয় না।

LIBRARY
No.....
Shri Shri ... Anandamayee Ashram
BHIMPURA



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



**বানরের বুদ্ধি**—শ্রীবৃন্দাবনে একটী বুড়ো বানর আমাদের আশ্রমে এসে গ্রন্থপাঠ শ্রবণ করিত। একদিবস অপর একটী বানর আমাদের একটী ঘটি নিয়ে গেল; তখন আমি পায়খানায় ছিলাম। আমি এসে বুড়ো বানরটীকে বলিলাম দেখ, একটী বানর আমাদের একটী ঘটী নিয়ে গিয়েছে। এখন তাড়াতাড়ি ক'রে কোথা হইতেই বা খাবার দেই, এর কি হবে। ইহা শুনিয়া সেই বানরটীর দিকে বুড়ো বানরটী একটু তাকাইল। অমনি সেই বানরটী তাহার নিকট ঘটী রেখে চ'লে গেল। তখন বুড়ো বানরটী আমার নিকট এসে ঘটীটী রেখে সরে দাঁড়াইল। কি আশ্চর্য্য বুদ্ধি! অপর একদিন একটী বানরের বাচ্ছা যেন কি ক'রে আমাদের ঘরে ঢুকেছে। কিন্তু কপাটে শিকল দেওয়া ছিল। ঢুকেই আর বের হ'তে পাচ্ছে না। না পেরে একটী শব্দ করা মাত্র একটী বড় বানর ছুটে এলো। বড় বানরটীর সর্ব্বশরীরের রোম ফুলে উঠে এমনি ক্রোধ হ'য়েছিল। আমি দেখিলাম এরূপ অবস্থায় এরা একটা খুন খারাপও না ক'রে ছাড়বে না। আমি যোড়হাত ক'রে বড় বানরটীকে প্রণাম ক'রে বলিলাম মহাবীর! দেখুন আমাদের কোনও অপরাধ নাই। আপনি আপনি উনি ঘরের ভিতর ঢুকেছেন, কিন্তু শিকল দেওয়া থাকায় উনি বের হ'তে পাচ্ছেন না। ইহা বলা মাত্র শরীরের রোম যে খাড়া ছিল তাহা স্বাভাবিক হ'ল এবং মাথা হেঁট ক'রে রহিল। পরে দরজার শিকল খুলে দেওয়া হ'ল। বাচ্ছাটা বের হ'য়ে গেল এবং তাহারা যে দলে দলে এসেছিল চ'লে গেল। তাহাতে দেখিয়াছি বানরের আশ্চর্য্য বুদ্ধি।

**মহাত্মা তুলসী দাস**—তুলসীদাসজী স্ত্রৈণ ছিলেন। স্ত্রীকে বাপের বাড়ী নিয়ে গেলেন। তুলসীদাস বাড়ী ছিলেন না; এসে দেখেন



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



স্ত্রীকে নিয়ে গিয়েছে। অমনি স্ত্রীর বাপের বাড়ী গেলেন। স্ত্রী দেখে বলিলেন, "দেখ, আমি তোমার ব্যবহারে বড় লজ্জা পেয়েছি। এইরূপ ব্যবহার যদি তোমার রামজীর উপর হ'তো তবে কিনা হ'তো। বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের ন্যায় অমনি কথাটা লেগে গেলো। চ'লে এসে তপস্যা করিতে লাগিলেন। শৌচান্তে যতটুকু জল অবশিষ্ট থাকিত তাহা একটী বৃক্ষমূলে প্রত্যহ দিতেন। ঐ বৃক্ষে একটী প্রেত ছিল। তুলসীদাসদত্ত গঙ্গাজলে সে ত্রাণ পেলো। একদিন তুলসীদাসকে বলিলেন, দেখ আমাকে উদ্ধার করলে। অতএব বর প্রার্থনা কর। তুলসীদাস বলিলেন যে যদি বর দিবে তবে আমার রামজীকে দেখাইয়া দাও। প্রেত বলিলেন, আমি প্রেত তাহা আমি কেমন করিয়া পারিব। তবে আমি তোমাকে একটী উপায় বলে দিচ্ছি। অমুক স্থানে রামায়ণ পাঠ; সেখানে মলিন বেশে একটী লোক প্রত্যহ আসেন, এবং তিনি আসেন সবার আগে; যান সবার পিছে। তিনি মহাবীর হনুমানজী। তুমি তাঁকে ধর, তা হ'লেই সব হবে। তুলসীদাসজী তদ্রূপই করিলেন। একদিন মহাবীর হনুমানজী জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কোথায় যাও। তুলসীদাসজী বলিলেন, তোমার সঙ্গে যাচ্ছি। আমার সঙ্গে কোথায় যাচ্ছ? আমার ঘর বাড়ী কিছুই নাইকো। তুলসীদাস করজোড়ে বলিলেন, আজ্ঞে আমাকে আর ছলনা ক'রবেন না। আমাকে কৃপা করুন। মহাবীর কৃপা করে বলিলেন, তুমি চিত্রকূট পর্ব্বতে গিয়ে তথায় তপস্যা কর। তথায় প্রভুজীর দর্শন পাবে। তুলসীদাস তাহাই করিলেন। একদিন তিনি পূজার জন্য চন্দন ঘর্ষণ করিতেছেন এমন সময় ঘোড়শোয়ার দুইটী বালক (একটী শ্যামবর্ণ অপরটী গৌরবর্ণ) সেই স্থান দিয়া অতিবেগে চ'লে গেলেন। তুলসীদাস



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



চিনিতে পারিলেন না। তখন মহাবীর তথায় এসে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন দর্শন পেয়েছ ?" আজ্ঞা কিসের দর্শন। এই যে প্রভু এখন এইস্থান দিয়ে চ'লে গেলেন। তুলসীদাস বলিলেন, "আজ্ঞা আমি চন্দন ঘষিতেছিলাম। অতটা লক্ষ্য করি নাই।" তখন দর্শন প্রত্যক্ষরূপে পেলেন। প্রভু আদেশ করিলেন, "বাল্মিকী যেমন সংস্কৃত রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন তুমি হিন্দি ভাষায় রামায়ণ রচনা কর। তুমি যেরূপ দর্শন পেলে, কলিতে কেউ সেইরূপ দর্শন পায় না।

**মাংস খাওয়া**—প্রঃ—মাংস খাওয়ায় কি অনিষ্ট হয় ?

উঃ—হাঁ, মাংস খাওয়ায় অনিষ্ট হয়।

প্রঃ—মাংস যদি প্রসাদ হয়।

উঃ—তাহাতে অনিষ্ট হয় না। কিন্তু প্রসাদ যেইরূপে খাইতে হয়, সেইরূপে খাইবে। তাই ব'লে প্রত্যহ প্রসাদ খেলে হয় না। মসলা প্রস্তুত ক'রে রেখে, কালীঘাটে যেয়ে বলি দিয়ে এনে প্রসাদ করা হইল, ইহা ঠিক নয়।

**বলির অর্থ**—প্রঃ—বলির অর্থ কি ?

উঃ—বলি শব্দে পূজোপহার। পূজায় যাহা দেওয়া হইবে তাহাই বলি। ছাগাদি হনন করিতে হবে, এমন বিধি নাই। পূর্ব্বে যজ্ঞাদিতে পশু হনন করা হইত। কিন্তু উহাদিগকে পুনরায় জীবিত করিয়া দেওয়া হইত। অন্যথা পশু হনন করিলে হত্যাকারীদিগকে তাহারা আবার হত্যা করিবে। সুরথ রাজা প্রমাণ।

**স্বপ্নে সত্য দর্শন**—যখন ঢাকাতে ছিলাম, তখন একদিন স্বপ্নে দেখি গোয়ালন্দ হইতে ঢাকা কীর্ত্তন করিতে করিতে যাইতেছি। প্রায়



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



১৫।১৬ বৎসর পর গত বৎসর তাহা সকল হইল। ঠিক যেরূপ যেরূপ দেখিয়াছিলাম, অনেকটা সেইরূপ হইল দেখিলাম। এক স্থানে পাকশাক ক'রে খাওয়া হইল, স্বপ্নেও সেইরূপ এক স্থানে পাক করিয়া খাইতেছি এরূপ দেখিলাম। লোকে প্রত্যক্ষ কিছু দেখিলেও বিশ্বাস করে না।

অনেক দিন হইল একস্থান হইতে রেলে একদিন কলিকাতায় আসিতেছিলাম। রাত্রি অনিদ্রায় গিয়াছে, তাই দিনে শুইয়াছি। তখন আমার একটী খুড়তুতো ভাই আমাকে বলিতেছে, "ভাই, এখন আমি চলিলাম। আমার স্ত্রী-পুত্র রহিল, তাহাদিগকে দেখিও।" জেগে ভাবিলাম কি দেখিলাম। দিনের ট্রেণে রাণাঘাট নেমে বাড়ী যেয়ে দেখি কান্নাকাটী। খুড়ীমা ব'ল্লেন, মৃত্যুর পূর্ব্বে কেবল তোমার নাম কল্লেন। এরূপ মৃত্যুর পূর্ব্বে অনেকে বলিয়া কহিয়া যান।

**সকলই মঙ্গলের জন্য**—প্রঃ—যাহার সম্বন্ধে যাহা ঘটে সকলই মঙ্গলের জন্য?

উঃ—লোকে ভাবে এই পার্থিব জীবন নিয়েই মঙ্গলামঙ্গল। টাকা পয়সা গাড়ী ঘোড়া এই হ'লেই সব হ'ল। চন্দ্র সূর্য্যের আলোক যেমন সকলেই ভোগ করে, সেইরূপ ভগবান আপনাকে, সকলকেই দিয়েছেন। কেহ তাঁহাকে পাবে, কেহ তাঁহাকে পাবে না, এরূপ নহে। এই যে কেবল একটী ব্রহ্মাণ্ড এমন নহে। কত অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড আছে তথায় কত অসংখ্য জীব জন্তু আছে। চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র সব আছে। দর্পহারী ভগবান ব্রহ্মার দর্প চূর্ণ করিলেন এবং উহা বুঝাইয়া দিলেন।



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



**রাসলীলার সময় শ্রীকৃষ্ণের বয়স**—বৈষ্ণব তোষিণীতে হিসাব দিয়াছেন যে শ্রীকৃষ্ণ যখন রাসলীলা করেন তখন তাঁহার আট বৎসর বয়ঃক্রম। গোপীগণ বংশীস্বর শুনে প্রেমে উন্মনা হ'য়ে ছুটেছেন। নিষ্কাম প্রেম, ইহার তুলনা নাই। প্রেম যার হ'য়েছে সে কি আর অন্য কিছু চায়। গোপীগণের বেশভূষা সব কৃষ্ণ-প্রীতির জন্য; শ্রীকৃষ্ণ দেখে সুখী হবেন।

যোগমায়া কাত্যায়নী হ'য়েছেন পৌর্ণমাসী। যখন শ্রীকৃষ্ণ হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াইতেন, তখন পৌর্ণমাসী তাঁহার কর্ণে রাধানাম ও শ্রীমতীর কর্ণে কৃষ্ণনাম অর্পণ করেন। সেই রাধানাম বংশীতে সাধিতেন। ভাব অনুরূপ এক এক জনে এক এক রূপ শুনিতেন। যশোদা ভাবিতেন মা ব'লে বাঁশী বাজ্‌ছে।

সত্য যাহা তাহা সকলের নিকট ভাল লাগিবে।

**স্ত্রীলোক সম্বন্ধে মহাপ্রভুর শিক্ষা**—মহাপ্রভু স্ত্রীলোকের সঙ্গ হইতে সাবধান থাকিতে কত রকম শিক্ষা দিয়াছেন। ছোট হরিদাস কেবল মাত্র একটী স্ত্রীলোকের নিকট হইতে কিছু চাউল ভিক্ষা করিয়া আনিয়া ছিলেন। এই অপরাধে লোক শিক্ষার জন্য তাঁহাকে বর্জ্জন করিলেন। হরিদাস মহাপ্রভুর বিরহে সংকল্প ক'রে প্রয়াগে ত্রিবেণীতে দেহত্যাগ করিলেন। একদিন একটী স্ত্রীলোক বেগুণ তুলিবার সময় গীত-গোবিন্দ গাহিতেছিলেন। মহাপ্রভু ভাবাবেশে তার পানে ছুটিলেন। গোবিন্দ তাঁহাকে ধরিলেন। চৈতন্য পেয়ে মহাপ্রভু বলিলেন, গোবিন্দ তুমি আমাকে রক্ষা করিলে, নতুবা স্ত্রীলোক স্পর্শ হইলে আমার দেহত্যাগ হইত। একটী বিধবার ছেলে মহাপ্রভুর নিকট



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



আসিতেন, তিনিও তাহাকে আদর করিতেন। দামোদর একদিন বলিল, "গোসাঞি এবার বুঝিব; গোসাঞি শত হইলেও তুমি সুন্দর যুবা, ইহার মা সুন্দরী যুবতী। এর মধ্যেই কত লোক কত কানাকানি করিতেছে। তুমি লোকদিগকে এরূপ সন্দেহ করিতে কেন দেও।" মহাপ্রভু বলিলেন, "দামোদর তুমি আমার পরম বন্ধুর কাজ করিলে।" এই প্রকার স্ত্রীলোক হইতে সাবধান থাকিতে শিক্ষা দিয়াছেন। কামিনী কাঞ্চন হইতে সাবধান না থাকিলে আর উপায়ন্তর নাই। এখনকার গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা তান্ত্রিক, শৈব বিবাহ ও বামাচার অনুকরণ করিয়া বৈষ্ণবী রাখেন; ইহা বিশুদ্ধাবস্থা নহে।

**প্রকৃত বৈরাগ্য ( রঘুনাথকে উপদেশ )**—মহাপ্রভু রঘুনাথ দাসকে বলিলেন, "মর্কট বৈরাগ্য ত্যাগ কর। বাহিরে কর্ত্তা হও, অন্তরে কর্ত্তা হইও না।" মর্কট বৈরাগ্য—যেমন আজ কৌপিন পরিলাম, জুতা ছাড়িলাম, কাপড় ছাড়িলাম; কিছুদিন পরে আবার সব ধরিলাম। এখনকার বৈষ্ণবেরা প্রকৃত বৈরাগ্য হ'য়েছে কিনা বিচার না করিয়া ভেক্ দেন। বালক, যুবতী, যুবা, বৃদ্ধ যে কোন লোক ভেক্ গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হউক না, তাহাকেই ভেক্ দিবেন। ইহারা ভেক্ আশ্রয় অন্তে যখন ইন্দ্রিয় দমন করিতে সক্ষম হয় না, তখন নানাপ্রকার কুৎসিৎ আচরণ করে। বৈষ্ণবের স্মৃতিগ্রন্থ হরিভক্তি-বিলাস কি অন্য কোথাও নাই যে কাহারও নিকট ভেক্ নিতে হইবে। তিনি নিজ অনুরাগে তখন ভেক্ গ্রহণ করিবেন। প্রকৃত বৈরাগ্য যখন উপস্থিত হবে তখন চ'লে যাবে, কিছুর দিকে চাহিবে না। এইরূপ বৈরাগ্য ক্রমে ক্রমে হয় না, অমনি হঠাৎ উপস্থিত হয়। যতদিন মান, মর্য্যাদা, নিন্দা, প্রশংসা প্রভৃতির দিকে দৃষ্টি থাকে ততদিন ঘরে বসিয়া ধর্ম্মানুশীলন করা উচিত; কর্ম্ম করা উচিত। গীতায় শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে ব'লেছেন,—"কর্ম্ম কর; দেখ,



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



আমার কোনও কর্ম্ম নাই তথাপি আমি কর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকি। কারণ আমি কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইলে সকলেই আমারই অনুকরণ করিবে।"

"ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভব সিন্ধু পার"

**ভক্তের শরীরে ক্রুশ চিহ্ন**—রাখালবাবুর বাড়ীতে একখানা চিত্রপট আছে। তাহাতে একজন খৃষ্টান যীশুখৃষ্টের ধ্যান করিতেছেন, এমন সময় যীশুখৃষ্ট প্রকাশ হ'য়েছেন। খৃষ্টান সাধু অনিমেষ নেত্রে তাঁহাকে অবলোকন করিতেছেন; তাহাতে খৃষ্টের শরীরের ক্রুশ চিহ্ন তাঁহার শরীরে যথাস্থানে প্রকাশ হ'য়েছে এবং সেই চিহ্ন হইতে রক্তপাত হইতেছে। ইহাতে একজন বলিলেন, "ইহা কি বিজ্ঞানাদি দ্বারা বুঝিবার শক্তি আছে, না তাহার বুঝিবার কি সাধ্য আছে; একেবারে তন্ময় হ'য়ে গিয়েছে। ইহা একটী সত্য ঘটনা। কোন একজন সেণ্টের এরূপ অবস্থা হ'য়ে ছিল।"

"মনুষ্যের মধ্যে দোষ থাকা অসম্ভব নহে। কিন্তু যেটুকু গুণ আছে তাহা স্বীকার করিতে হইবে।"

**রামচন্দ্র পুরীর কথা**—কোন একটী কথা শুনে হঠাৎ তাহা বিশ্বাস করা উচিত নয়। যাহারা দোষগ্রাহী তাহারা অতি সামান্য বিষয় হইতেও দোষ গ্রহণ করে। রামচন্দ্র পুরী মহাপ্রভুর আশ্রমে পিপালিকা দেখে সিদ্ধান্ত করিলেন যে নিশ্চয়ই এ স্থানে নানা প্রকার সুস্বাদু মিষ্টান্ন খাওয়া হয়। ইহা অবলম্বন ক'রে মহাপ্রভুকে কত বলিলেন। মহাপ্রভু তাহাতে ভোজনের পরিমাণ এক-চতুর্থাংশ করিলেন। তাহাতে শরীর নিতান্ত ক্ষীণ হইল। ইহা শুনে পুনরায় রামচন্দ্র পুরী বলিলেন,—"এতো কঠোরতা করিলে কিরূপে তোমার ধর্ম্মরক্ষা হইবে। রামচন্দ্র পুরী, মহাপ্রভুর গুরুদেব ঈশ্বর পুরীর গুরুভাই



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



ছিলেন। এজন্য তিনি তাঁহাকে গুরুর ন্যায় মান্য করিতেন। পুনরায় এইরূপ বলায় পূর্ব্বের ন্যায় আহারাদি করিতে লাগিলেন। একজন ভক্ত আসিয়া বলিল,—"প্রভু, এই রামচন্দ্র পুরীকে তাঁহার গুরু মাধবেন্দ্র ত্যাগ ক'রেছেন। দেহত্যাগের পূর্ব্বে যখন মাধবেন্দ্র পুরী হা! দ্বারকানাথ!—হা! মথুরানাথ! আমি কবে তোমার দেখা পাইব বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতেছিলেন, তখন এই রামচন্দ্র পুরী তাঁহাকে বলিলেন,—একি বল গোসাঞি! তুমি ও ব্রহ্ম যে এক; কেন অনর্থক এরূপ আক্ষেপ কর। মাধবেন্দ্র পুরী বলিলেন,—তুই আমার নিকট হইতে চ'লে যা। আমি বাঁচিনা, নিজের দুঃখে মরি, তাতে তুই আবার আমাকে কেন জ্বালাতন করিতে এলি। আমাকে তুই এসেছিস ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দিতে; যা আমার নিকট হ'তে দূর হ'। প্রভু, সেই হইতে এই রামচন্দ্র পুরী কিছুতেই চিত্তে শান্তি পায় না। কেবল লোকের নিন্দা ক'রে বেড়ায়। আপনি ইহার কথায় এরূপ কষ্ট স্বীকার করিবেন না।"

**মানুষের প্রকৃত অবস্থা কেহ বুঝে না**—মানুষের প্রকৃত অবস্থা এক ঈশ্বর ব্যতীত কেহই জানে না, বুঝেনা। অপরাধ হইলে তিনি তাহার বিচার করিবেন। রাজকীয় বিচারপতিরা যে বিচার করেন তাহা প্রকৃত বিচার নহে। এক পক্ষের কথা শুনে সত্য নির্দ্ধারণ করা যায় না। বিচারকেরা দুই পক্ষের কথা শুনে, সাক্ষ্য নেন, তবু সত্যাসত্য স্থির করিতে পারেন না। লোকে স্বর্ণবাইর মোকর্দ্দমার কথা বলে। স্বর্ণবাই খুন ক'রে এড়াইয়া গেল। বিচারক হয়ত তাহাকে নির্দ্দোষ স্থির করিলেন।

"নিরপেক্ষ না হইলে সত্য কথা বলা চলে না।"

**নিরপেক্ষতা**—প্রঃ—নিরপেক্ষ কিরূপ?



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



উঃ—বালক যেমন সকলকে সমান দেখে, আমি যদি কাহাকে ভালবাসি, তবে তাহার দোষকেও দোষ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। যদি কাহারও প্রতি হিংসা, বিদ্বেষ থাকে, তবে তাহার প্রতি অনর্থক দোষারোপ করিব। এইরূপ হইলে সত্য রক্ষা হয় না; নিরপেক্ষ হইতে হইবে। যদি কাহার প্রতি আমার বিদ্বেষ থাকে, অমুক ব্যক্তি আমার অনিষ্টকারী এরূপ ধারণা থাকে, তবে তাহার কথা শুনিলে অমনি তাহা বিশ্বাস করিবে, ইহা ঠিক নহে।

**গোপীগণের কাত্যায়নী পূজা**—মূর্ত্তি পূজার যত রকম পদ্ধতি আছে, বেদী প্রস্তুত ক'রে শুধু উহার উপর পূজা করাও উহার মধ্যে একরকম। এই পদ্ধতিতে মূর্ত্তি স্থাপিত করা হয় না। কেবল বেদীর উপর পূজা হয়। কার্ত্তিক মাসে ব্রজমাইরা প্রাতঃস্নান ক'রে যমুনার কূলে বাহু দিয়ে বেদী প্রস্তুত ক'রে উহাতে কাত্যায়নীর পূজা করেন। পূর্ব্বে গোপীগণও এইরূপ কাত্যায়নীর পূজা করিতেন। শাস্ত্রে মূর্ত্তি পূজার নিয়মের এইরূপ উল্লেখ আছে।

প্রঃ—গোপীগণ কত্যায়নীর ব্রত কেন করিলেন?

উঃ—শ্রীকৃষ্ণ লাভ করিবার নিমিত্ত। শক্তির কৃপা না হইলে ত কিছুই পাওয়ার যো নাই।

প্রঃ—ব্রজমাইরা যে এখনও কাত্যায়নীর ব্রত করেন, উহা কি ব্রজ-গোপীদিগের সেই সময় হইতে চলিয়া আসিতেছে?

উঃ—হাঁ।

প্রঃ—শ্রীরামচন্দ্রও কি কাত্যায়নীর পূজা করিয়াছিলেন?

উঃ—হাঁ, শ্রীরামচন্দ্র দুর্গা পূজা করেন। বাল্মিকী রামায়ণে ইহার উল্লেখ নাই। কালিকাপুরাণে আছে।



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



প্রঃ—শ্রীরামচন্দ্র সমস্তই জানিতেন ; তিনি ভগবান, তবে এরূপ কেন করিতেন ?

উঃ—এযে নরলীলা। জানা টানার কথা এখানে খাটিবে না। যদি তিনি পূর্ণব্রহ্মের ন্যায় আচরণ করিবেন, তবে আর অবতীর্ণ হলেন কেন ? সেখানে থেকেইতো সব করিতে পারিতেন। তাঁহার অসাধ্য কি আছে ; যাঁহার ইচ্ছায় সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড হ'চ্ছে, বচ্ছে, যাচ্ছে ; তিনি কিনা করিতে পারেন ? যখন যে ভাবে অবতীর্ণ হন, ঠিক সেইরূপ আচরণ করেন। তাঁহার লীলা কি বুঝিবার সাধ্য আছে। যখন লীলা অবলম্বন করেন, তখন তাঁহার আপন মায়া আপনাকে আচ্ছন্ন করে। যেমন গুটীপোকা আপন সূতায় আপনি আবদ্ধ হয়।

প্রঃ—শ্রীরামচন্দ্র যে বালীকে বধ করেন এ সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলেন।

উঃ—যাহারা শাস্ত্র জানে না, বুঝে না, তাহারা ওরূপ কথা বলে। উহাদিগের কথায় কর্ণপাত করা উচিত নয়। যাহারা শাস্ত্র বিশ্বাস করে না তাহারা মনে নানা প্রকার কু-আলোচনা ও কু-চিন্তা করে। শাস্ত্রে যাহা আছে তাহা সমস্তই বিশ্বাস করিতে হইবে। আধাআধি বিশ্বাস করিলে চলিবে না। শাস্ত্রকর্ত্তারা কিছুই পরিত্যাগ করেন নাই। সমস্তই মীমাংসা করিয়াছেন। যাঁহারা শাস্ত্র চিন্তা করেন, শাস্ত্র বিশ্বাস করেন, তাঁহারা বোঝেন। কোন শাস্ত্রগ্রন্থের আগাগোড়া বিশ্বাস পূর্ব্বক পাঠ করিলে উহার অর্থবোধ হয়। যাঁহারা এইরূপ কুতর্ক শাস্ত্র হইতে বাহির করেন তাঁহারা শাস্ত্র কেন পাঠ করেন। তাঁহারা যে ইংরাজী কুকুরের গল্প ও বাঘের গল্প পড়িবেন।

**শুকদেব**—প্রঃ—শুকদেব কাহার গর্ভজাত ?



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



উঃ—বেদব্যাসের স্ত্রীর গর্ভজাত।

প্রঃ—তিনি কে ?

উঃ—এ সম্বন্ধে বিশেষরূপে দেবী ভাগবতে আছে তাহা দেখিবেন। এইক্ষণ বৈবস্বত মন্বন্তর। এই মন্বন্তরে যিনি শুকদেব তিনি আর বিবাহাদি করিয়া সংসারাদি করেন নাই ; কিন্তু স্বয়ম্ভুব মন্বন্তরের শুকদেব বিবাহ করিয়াছিলেন এবং পুত্রাদি সন্তান হইয়াছিল। একই ব্যক্তি দুই সময় দুইরূপ আচরণ করেন। স্বয়ম্ভুব মন্বন্তরে সংসারাদি করিয়া কষ্ট পাইতে হইয়াছিল বলিয়া বৈবস্বতঃ মন্বন্তরে এই বর নিয়ে গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইলেন যে আমি যখন ভূমিষ্ঠ হইব, মায়া থাকিবে না। মায়াতীত হ'য়ে জন্মগ্রহণ করিলেন এবং জন্মগ্রহণ করেই গৃহত্যাগ ক'রে চ'লে গেলেন।

আগম ও নিগম দুই প্রকার তন্ত্র। আগমে মহাদেব কর্ত্তা, পার্ব্বতী প্রশ্ন কর্ত্তা ; নিগমে পার্ব্বতী বক্তা, মহাদেব প্রশ্নকর্ত্তা। পার্ব্বতী মহাদেবকে কয়েকটী বিশেষ প্রশ্ন করেন। মহাদেব বলিলেন, ইহার উত্তর আমি তোমাকে অতি গোপনে বলিব, তখন অন্য কোন প্রাণী তথায় থাকিতে পারিবে না। তদনুযায়ী একটী বনে তাঁহারা দুইজনে গেলেন। সমস্ত প্রাণীদিগকে তথা হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইল। দৈবাৎ একটি শুকপাখী তথায় লুকাইয়া থাকে। মহাদেব বলিতে লাগিলেন। কতক্ষণ পরে পার্ব্বতীর নিদ্রাবেগ হইল। তখন উক্ত শুকপাখী পার্ব্বতীর ন্যায় মহাদেবের বাক্যে হুঁ হুঁ করিতে লাগিল। মহাদেব বলিতেছেন—কতক সময় পর পার্ব্বতী নিদ্রা থেকে উঠে "হাঁ এর পর কি ?" (তিনি নিদ্রিত হবার পূর্ব্বে যতটুকু শুনেছিলেন, তার পর হইতে জিজ্ঞাসা করিলেন) মহাদেব তখন বলিলেন, "আমি এতক্ষণ যে বলিলাম তাহা তুমি শুন নাই ?" পার্ব্বতী বলিলেন, "না—আমি এই পর্য্যন্ত শুনিয়া নিদ্রাভিভূত হইয়াছিলাম।" তখন মহাদেব



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



বলিলেন, "তবে তোমার ন্যায় হুঁ হুঁ কে করিল।" তখন খুজিয়া দেখিলেন ঐ শুকপাখী লুকাইয়া শুনিয়াছে। তখন মহাদেব ত্রিশূল নিয়ে তাহাকে মারিতে গেলেন। শুকপাখী প্রাণভয়ে নানাদেশ ভ্রমণ করিয়া অবশেষে বেদব্যাসের পত্নীর গর্ভে প্রবেশ করিলেন। মহাদেব ত্রিশূল নিয়ে রহিলেন যে বাহির হইলেই সংহার করিবেন। শেষে বেদব্যাস স্তব দ্বারা মহাদেবকে প্রসন্ন করিলেন। তখন শুককে বলিলেন, এখন বাহির হও, ভয় নাই। শুক বেদব্যাসের স্ত্রীর গর্ভে দ্বাদশ বৎসর ছিলেন। শুক বলিলেন, "প্রভু! আমি যখন ভূমিষ্ঠ হ'ব তখন মায়া থাকিবে না যদি আমায় এই বর দেন তবে বাহির হই।" মহাদেব দেখিলেন তাহা অসম্ভব। তৎপর বলিলেন, "হাঁ তাহাই হইবে। গো-শৃঙ্গের উপর সরিষা যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ মায়া থাকিবে না। শুকদেব সেই সময় জন্মগ্রহণ ক'রে চ'লে গেলেন।

**দাউজীর কথা**—দাউজীর বয়স যখন ছয় বৎসর তখন কত প্রকার আসন করিত; ধুনির ভস্ম নিয়ে গায়ে মাখিত। এ সব পূর্ব্ব-সংস্কার খুলে গিয়েছিল। এইক্ষণ সেই সব চাপা প'ড়ে গিয়াছে। লোকের মধ্যে শুভ ও অশুভ দুইটী বস্তু আছে কিনা! দুইটীরই বিকাশ হইবে। দাউজীর শুভটী চাপা প'ড়েছে, অশুভটী চাপা প'ড়েছে। শুভও ভিতরে ছিল কিনা! আবার সব ঠিক হ'য়ে যাবে। এখন যে কেবল দুষ্টামী ক'রে বেড়ায়; এর মধ্যে ঠাকুর দেবতার নাম শুনিলে অমনি শান্ত হয়। সাধু হইবে, সন্ন্যাসী সাজিবে, এ ইচ্ছা খুব আছে।

**অদ্বৈত প্রভুর গুজরাট ভ্রমণের কথা**:—কুম্ভমেলায় একদিন আমি মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ প্রভু ইঁহাদের কথা বলিতেছি, তথায় গুজরাট দেশীয় একটী সাধু ছিলেন। তিনি বড় একটা কথাবার্ত্তা বলেন না; তবে যদি মনোমত কোন কথা পড়ে তবে দুই একটী কথা



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



বলেন। তিনি শুনে বলিলেন, "বাবা বাঙলা দেশছে কমলাক্ষ নাম এক আদ্‌মী হাম্‌কো গুজরাট দেশমে গিয়া থা। চারি পাঁচ শত বরষ হো গিয়া।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তাঁহার বাড়ী ঘর কোথায় ছিল জানেন।" তিনি বলিলেন, "হামতো নেহি জানতে হাঁয়; সো আদ্‌মী বলা হামকো ঘর নদীয়া শান্তিপুর মে। উস্‌কো একখানা গীতা হামকো পাস্‌সে হ্যায়।" কি আশ্চর্য্য! তখনকার লোক কত দীর্ঘজীবী। দেখিলাম সব মিলে গেল। অদ্বৈত মহাপ্রভুর নাম ছিল কমলাক্ষ। অদ্বৈত আচার্য্য নাম যে হইল তৎ সম্বন্ধে কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

"অদ্বৈত হরিনাদ্বৈত আচার্য্য ভক্তি সংশনাৎ"

**বিশ্বাস** ( জতুগৃহ-দাহ )—জগতে কাহাকে বা বিশ্বাস করা আর কাহাকে বা অবিশ্বাস করা। ধৃতরাষ্ট্র পঞ্চপাণ্ডবের জ্যেষ্ঠতাত; দুর্য্যোধন প্রভৃতি ভাই পাণ্ডবদিগকে পোড়াইয়া মারিবে এই স্থির করিয়া জতুগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাদিগের বাসের জন্য নিরূপিত করিয়া দিলেন। পাণ্ডবগণ ইহার কিছুই জানিতেন না। বিদুর ম্লেচ্ছভাষায় ( আরবি টারবি একটা হবে ) বলিলেন :—

"চরণ মার্গাণ বিজানাতি।
নক্ষত্রৈ বিন্দতে দিশম্॥"

এবং পলায়নের জন্য নানাপ্রকার বন্দোবস্ত করিলেন। উক্ত গৃহ যে লাক্ষা, গন্ধক, পাট ইত্যাদি দাহ্য বস্তু দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা ধৃতরাষ্ট্র, শকুনি, দুর্য্যোধন এবং কয়েকজন ম্লেচ্ছ কর্ম্মচারী মাত্র জানিতেন। বিদুর যেন কি প্রকারে জানিয়াছিলেন। তাঁহাকে কে আর জানাইয়াছিল? পুড়িয়া মারিতে যে ব্যক্তি ঐ ঘর বানাইয়া ছিল সে এবং একটি স্ত্রীলোক পাঁচটী শিশু সন্তান নিয়া মরিল। পাণ্ডবগণ রক্ষা পাইলেন; কিছুই



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



জানিতেন না। শেষে যখন টের পাইলেন তখন যদি জতুগৃহে থাকিতে অসম্মত হন, তাহাতে আবার যদি বা কোন বিপদ উপস্থিত হয়, এই জন্য বিশ্বাসীর ন্যায় আচরণ করিতে লাগিলেন। লোকদিগকে বিশ্বাস করাই ভাল। বিশ্বাস ক'রে যদি কোন বিপদ উপস্থিত হয় তবে তাহা হইতে শ্রীভগবান রক্ষা করেন। শ্রীভগবান রক্ষা না করিলে যুধিষ্ঠির শত চেষ্টা করিয়াও কিছু করিতে পারিতেন না।

**নিরাকার উপাসনা**—প্রঃ—নিরাকার উপাসনা সম্বন্ধে আপনার মত কি?

উঃ—শাস্ত্রে দুইই আছে। যাহার যেরূপ ভাল লাগে, তিনি শ্রদ্ধা করিয়া তদ্রূপ করেন।

**অবতারবাদ**—প্রঃ—অবতারবাদ সম্বন্ধে আপনার মত কি?

উঃ—আমার নিজের কোন একটি বিশেষ মত নাই; শাস্ত্রে যাহা আছে তাহাই বিশ্বাস করি। শাস্ত্রেই এ সম্বন্ধে সব আছে। শাস্ত্রে ঠিক যেমনটী আছে তেমনটী বিশ্বাস করিতে হইবে। ব্যাখ্যা প্রভৃতি করা উচিত মনে হয় না। শাস্ত্র আর সদাচার। সদাচার ঋষিদিগের আচরণ।

**জীবতত্ত্ব**—একটী ভুটীয়া জীবতত্ত্ব জানিতে চাহিলে প্রভু তাহাকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বুঝাইয়া দিলেন:—

এই শরীর আমি নই; ইহার মধ্যে একজন আছে; যে শুনে, কথা বলে, দেখে ইত্যাদি। যদি এই শরীরই সব হইত তবে মৃত মানুষ কেন দেখে না, শুনে না, কথা বলে না। অতএব এই দেহের মধ্যে দেহ ব্যতিরেকে একজন আছেন, ইনি আত্মা।



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



দেহ তিন প্রকার :—

(১) স্থূল দেহ, (২) সূক্ষ্ম দেহ, (৩) কারণ দেহ।

স্থূল দেহ চক্ষে দেখা যায়, সূক্ষ্ম দেহ চক্ষে দেখা যায় না। গুটীপোকা যেমন কোষ নির্ম্মাণ করে তাহার মধ্যে আবদ্ধ হয়। আত্মা বদ্ধাবস্থায় পঞ্চ কোষ মধ্যে আছে।

(১) অন্নময় কোষ, (২) প্রাণময় কোষ, (৩) মনোময় কোষ, (৪) বিজ্ঞানময় কোষ, (৫) আনন্দময় কোষ।

বিজ্ঞানময় কোষে আমি কে, কোথা হইতে আসিলাম, কোথায় যাইব, ইত্যাদি প্রশ্ন হয়। তৎপর আনন্দময় কোষ—এ পর্য্যন্ত বদ্ধাবস্থা। আত্মা যতক্ষণ পঞ্চকোষে আবদ্ধ ততক্ষণ জীবাত্মা নামে খ্যাত। এই অবস্থায় কখন সুখে, কখন দুঃখে। পঞ্চকোষ ভেদ হইলে তখন উহাকে আত্মা বলে। ইহার পরও আত্মার বাসনা থাকে; সেই বাসনা পূর্ণ করিতে আবার দেহধারণ করে। কেহ স্থূল দেহ ধারণ ক'রে বাসনা ভোগ করেন;—কেহ বা অতিবাহিক দেহে বাসনা ভোগ করেন; ইঁহারা জননী-জঠরে প্রবেশ করেন না। ইহা মাত্র অমনি একটী দেহ ধারণ করেন, ইহাকে অতিবাহিক দেহ বলে। বাসনান্তে আত্মা মুক্ত হয়। মুক্তির পর আর কোন ক্লেশ থাকে না। সত্যলোক, ব্রহ্মলোক, বৈকুণ্ঠ-লোক প্রভৃতি স্থানে তখন মুক্তাত্মা বিহার করেন। ভগবান জীবের মঙ্গলের জন্য যখন অবতীর্ণ হন, তখন তাঁহাকে অবতার বলে; যেমন বুদ্ধদেব। তিনি চতুর্ব্বিংশ অবতার; অবতার আমাদের মত নয়, তিনি ভগবান। মানুষ তাঁহাকে দেখে ভয় পায়, এইজন্য তিনি তাহাদের মত হয়ে তাহাদের মধ্যে আসেন; মানুষের মত খান, লন, চলেন, ফিরেন, হাসেন, সব করেন। আপনি আচরণ ক'রে জীবকে



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



শিক্ষা দেন। বুদ্ধদেব, এক রাজপুত্র কামনীয় পাঁঠা বলি দেওয়ার সময় বলিলেন, "পাঁঠাকে কাটিও না বরং আমাকে কাট।" ভগবান ও জীবের কিরূপ সম্বন্ধ—যেমন সূর্য্য ও তাহার কিরণ। সূর্য্য ও কিরণ একও নয়, পৃথকও নয়। সমুদ্র-তরঙ্গ ও বুদ্‌বুদ্—সমুদ্র তরঙ্গ ও বুদ্‌বুদ্ একও নয়, পৃথকও নয়। আপনাদের শাস্ত্রেও যাহা আমাদের শাস্ত্রেও তাহা। আমার কীর্ত্তনের সময় হ'য়েছে এখন আর অপেক্ষা করিতে পারি না, অতিশয় বিস্তৃত বিষয়।

**বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মের মত**—শাস্ত্রে কোন মত বিরোধ নাই। কেবল বুঝিবার ভুল। আস্তিক্য বুদ্ধিতে পড়িলে সব বুঝা যায় এবং সহজ হয়। সন্দেহ আসিলে আর হইল না।

বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মের মত একই প্রকার। ইঁহারা ব্রহ্ম স্বীকার করেন। কিন্তু ব্রহ্ম হইতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এই তিন ঈশ্বর, ইহা অসিদ্ধ এইরূপ বলেন। তাঁহাদের মতে সৃষ্টি পরম্পরা ক্রমে চলিয়া আসিতেছে। সৃষ্টির জন্য ব্রহ্মা অপ্রয়োজন ও অসিদ্ধ অর্থাৎ ব্রহ্ম সিদ্ধ। ব্রহ্মাদি ঈশ্বর অসিদ্ধ। জীব ব্রহ্মের অংশক্রমে ঈশ্বর সম্বন্ধীয় শক্তি লাভ করিয়া ঈশ্বর তত্ত্ব লাভ করিতে পারেন। তাঁহারা বলেন, বুদ্ধদেবও মানুষ ছিলেন; কিন্তু তিনি বোধিসত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন অর্থাৎ ঈশ্বরের তথ্য হইয়াছিলেন। এই জন্য তাঁহারা তাঁহাকে পূজা করেন। এইরূপ সকলেই বোধিসত্ত্ব লাভ করিতে পারিবে।

**সত্য ভাষণ**—সত্য যাহা দোষাদোষ, তাহা নিজমুখে স্বীকার করা, ইহা শ্রেষ্ঠ; অথবা চুপ ক'রে থাকা। চুপ ক'রে থাকাই ভাল। সমর্থন করা ঠিক নয়। তাহাতে বিপক্ষ দল নানা প্রকার বিরুদ্ধ হেতু প্রদর্শন করিবে।





CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



**তন্ময়তা**—যাত্রা কি থিয়েটার ইহাতে সেজে তন্ময় হইতে পারিলে ইষ্টলাভ হয়। একবার এক স্থানে ব্রজলীলা অভিনয়ে একটী বাবাজীর অবস্থা দেখিলাম অতি সুন্দর। শ্রীকৃষ্ণ রাসে গোপীদিগকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন; গোপীগণ রোদন করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ একদিকে চুপ করে আছেন। রাবাজী তাহাকে দেখেছেন অমনি উঠিয়া তাহার হাত ধরিয়া টানিতে লাগিলেন। "হারে ভায়া হিয়া আওনা, বহুৎ রোতা হায়, আও।"

একেবারে তন্ময় হ'য়েছেন, তাই সখ্যভাবে হাত ধরে টানিতেছেন।

**শোকে উন্মাদ ও তন্ময়তা**—শান্তিপুরে আমার একজন খুড়া, তিনি অসাধারণ পণ্ডিত। বিশবৎসর কাল ন্যায়, শ্রীমদ্‌ভাগবত গীতা প'ড়ে পণ্ডিত হ'য়েছেন। একদিন দেখি তিনি নিজে উঠান খুঁড়িতেছেন। খুড়ী বলিতেছেন, "তোমার হাতে প'ড়ে আমার কত কষ্ট; একজন চাক্‌রাণী দেখ্‌তে পার না? বেশ নিজে কর, আমি পারিব না।" আমাকে তথায় দেখে খুড়োমহাশয় বলিলেন, "দেখ বাপু, এতকাল পড়া শুনা ক'রে পেটে দুটো খেতে পাইনা। আমার এই ছেলেটীকে আর সংস্কৃত পড়াব না। একে ইংরাজী পড়্‌তে দিব।" ছেলেটীকে ইংরাজী পড়্‌তে দিলেন এবং তাহার উপর খুব আশা রাখিলেন। ঈশ্বরেচ্ছায় ছেলেটীর মৃত্যু হ'ল। আমি একদিন গিয়েছি, আমাকে দেখে খুড়ো মহাশয় বল্লেন, "দেখ তোমরা যে ভগবান ভগবান কর, তিনি কোথায় থাকেন ব'ল্‌তে পার? আমি দেখিলাম যে একেবারে উন্মত্ত হ'য়েছেন। আমি বলিলাম, "আপনি ত সবই বুঝিতে পারেন, আমি আর আপনাকে কি বলিব?" তিনি বলিলেন, "দেখ, আমিতো কোন্ পাপ করি নাই, আমাকে তো দেখ্‌ছ। তবে এইরূপ কেন



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



হইল ?" আমি বলিলাম, "তার কি কোন কর্ম্ম ছিল না ? তার কর্ম্ম যা ছিল তা'জানি তার হ'ল। তাতে আমাকে স্পর্শ করে কেন ?" আমি বলিলাম, "ভগবান কাল স্বরূপ—কাল সৃষ্টি করে, কাল পালন করে, কাল লয় করে। কালে দুঃখ দেয়, কালে শান্তি দেয়, শোক দুঃখ কালই ক্রমে ক্রমে উপশমিত করে। সমানভাবে তীব্রতা থাকিলে কি আর রক্ষা থাকে। শোকের সময় কিছুতেই কিছু হয় না। তিনি একরূপ তারপর হইতে নাস্তিকের ন্যায় হ'লেন। বাড়ীতে "শ্যামসুন্দর" স্থাপিত আছেন। একদিন স্বপ্নে দেখেন—গোপাল ব'লে ডাক দিয়েছেন। ( সেই ছোলটির নাম গোপাল ছিল ) শ্যামসুন্দরের ঘর থেকে কে বল্লেন "ঘর খোল।" দরজা খুলে শ্যামসুন্দরের ঘরে গেলেন। তখন শ্যাম-সুন্দর বল্লেন, "এত অধৈর্য্য হ'য়েছ কেন ? আমিই ত তোমার ছেলে, আমাকে স্নেহ ক'রে পালন কর।" এই স্বপ্ন দেখে অমনি আমার নিকট এসে ব'ল্লেন, "বাবা, আমার সব জ্বালা মিটে গিয়েছে।"

গান্ধারী কৃষ্ণকে বলিলেন, "কৃষ্ণ, আমার একশত জন্মের কথা মনে আছে। এমন কোন পাপ করি নাই যে আমায় পুত্রশোক পাইতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "একশত জন্মের পূর্ব্বজন্মে পাপ আছে।" গান্ধারী বলিলেন, "তুমিই ত সব, তুমিইত সব নিবারণ করতে পারিতে ; তুমি তাহা যেমন কর নাই, তোমারও এরূপ হইবে।" শ্রীকৃষ্ণ হাঁস্‌লেন।

গয়া এবং বাঁকীপুরের মধ্যবর্ত্তী এক স্থানের একটি ব্রাহ্মণের পুত্র গয়া স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে পড়িত। ছেলেটির বিবাহ হ'য়েছিল। ঈশ্বরেচ্ছায় ছেলেটির মৃত্যু হয়। তাহাতে তাহার স্ত্রী পাগল প্রায় হ'লো। যখন তাহাকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হইল তখন তাহাকে ও তাহার এক ননদকে এক ঘরে দরজা বন্ধ ক'রে রাখা হলো। কিছুক্ষণ পরে সে চীৎকার



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



ক'রে বলিল, "আমি পুড়ে মইলাম, দরজা খোল।" তখন দরজা খুলে দিয়ে বলা হইল,—"কিসে পুড়ে মইলে?" "তাহার গায়ের আগুণে আমার শরীর পুড়ে যাচ্ছে" ইহা বলিল আর দৌড়িতে লাগিল। কেহ ধরিতে পারিল না। গা দিয়ে আগুন বের হ'তে লাগিল। কেহ ধরিতে গেলে তাহার শরীরও ঐ আগুনে পুড়ে ওঠে। তখন সে দৌড়াইয়া শ্মশানে গেল। তখনও ছেলেটিকে আগুণ দেওয়া হয় নাই; স্নান করাইয়া শোয়াইয়া রাখা হইয়াছে। তার স্ত্রী অমনি যাইয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া রহিল। কত চেষ্টা করা হইল, কিছুতেই ফিরাইয়া আনা গেল না। ধারেও যাইতে পারিল না; আগুণ বের হইতে লাগিল। কিছুক্ষণ মধ্যে অগ্নিতে উভয়েই ভস্মসাৎ হলো। একজন ইন্‌স্পেক্‌টার বাবু তদন্ত করিতে আসিলেন; তাহারা উহাকে ৫০০৲ টাকা দিলেন। ঐ বাবু টাকা নিয়ে যাওয়ার সময় তাহার শরীরে আগুণের আঁচ্‌ লাগিতে লাগিল। বাবুটি তখন টাকা ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন, "আমার টাকার দরকার নাই।" যথাযথ রিপোর্ট দিলেন। তবু ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব মোকর্দ্দমা চালাইলেন। সমস্ত লোক একবাক্যে সত্য কথা বলিল। কিছুই হইল না। তখন হইতে সেই তিথিতে সেই স্থানে বৎসরান্তে একটি স্নান হয়। অনেক লোক আসেন। চিতা-ক্ষেত্রের উপর একটি সমাধি-মন্দির উঠান হইয়াছে। বেশী দিনের কথা নয়, দশ বৎসরের বেশী হয় নাই। আমি তখন শ্রীবৃন্দাবনে।

**মহাপ্রলয়ে নিষ্কাম ভক্ত**—প্রঃ—নিষ্কাম ভক্ত যাঁহারা, ভগবদ্‌ প্রাপ্তির মহাপ্রলয়ে তাঁহারাও কি ভগবানে লীন হন?

উঃ—হাঁ, মহাপ্রলয়ে আর কি থাকে? ব্রহ্ম অদ্বয় যত কিছু দেখা যাচ্ছে—ক্ষিতি, অপ্‌, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, মনুষ্য, পশু,



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, সমস্তই সেই অদ্বয় ব্রহ্মের পরিণাম। ব্রহ্ম ছাড়া কিছু নয়কো, তাই শ্রুতি ব'লেছেন, "যতো বাই মানি ভূতানি তদ্‌ব্রহ্ম তদ্বি-জিজ্ঞাস্থ।" যাহা হইতে সমস্ত উৎপন্ন হ'য়েছে, যাহা দ্বারা জীবিত রয়েছে প্রলয়ে যাহাতে প্রবেশ করিবে, তিনি ব্রহ্ম; তাঁহাকে জান।" যাহা হইতে সমস্ত উৎপন্ন হ'য়েছে ইহা ব'লেছেন, কিন্তু যাহা কর্ত্তৃক হ'য়েছে এরূপ বলেন নাই। পঞ্চমীতে রেখে গিয়েছেন, করণার্থ তৃতীয়া করেন নাই।

যাহা হইতে" যেমন মৃত্তিকা হইতে ঘট, স্বর্ণ হইতে কুণ্ডল, সমুদ্র হইতে তরঙ্গ, উর্ণনাভ হইতে জাল। মৃত্তিকা এবং ঘট একই বস্তু, মৃত্তি-কার পরিণাম ঘট। এইরূপ স্বর্ণ এবং কুণ্ডল একই বস্তু, স্বর্ণের পরিণাম কুণ্ডল। তদ্রূপ সমুদ্র এবং তরঙ্গ একই বস্তু, তবুও ভিন্ন দেখা যাচ্ছে। ব্রহ্ম অদ্বয়, চরাচর অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তাহার পরিণাম। তাই এই প্রকার দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়াছেন। কুম্ভকার এবং ঘট এক প্রকার দৃষ্টান্ত দেন নাই। যত কিছু সমই ব্রহ্ম। পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, তরুলতা, আমার এই লাঠিখানি, আমার এই মালাটী, আমার অস্থিমাংস, আমি সব ব্রহ্ম; ইহাকে বলে ব্রহ্মজ্ঞান। এই অদ্বয় নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞান হইলে, স্বগুণ ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝিতে পারে। এই নির্গুণ অদ্বয় তত্ত্ব স্ফূর্ত্তি না হইলে কি স্বগুণ, সাকার বুঝিবার সাধ্য আছে? সাকার অমনি সোজা কথা। তাই শ্রীমদ্ভাগবতে ব'লেছেন—

"বদন্তি তত্ত্ববিদ্ তত্ত্বজ্ঞান মদ্বয়ং।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবান ইতি শব্দতে॥"



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



এই অদ্বয় নির্গুণ পরম ব্রহ্ম আমার স্বগুণ সাকাররূপে লীলা করেন।

**কাক ভুশুণ্ডির কথা**—কাক ভুশুণ্ডি ব'লেছেন, "সেই নির্গুণ অদ্বয় পরম ব্রহ্ম কি দশরথ তনয় রামচন্দ্র! (ইহা অযোধ্যার দশরথের ঘরে রামরূপে লীলা করেন)। আঙ্গিনায় রামচন্দ্র হাতে ধরে খাবার খাইতেছেন, তাহা হইতে কনিকা মাটিতে পড়িতেছে—আমি কুড়াইয়া খাচ্ছি।" রামচন্দ্র তখন বালক। কাক ভুশুণ্ডিকে দেখে একটু হেসে তাঁহাকে ধরার জন্ত শ্রীহস্ত বাড়াইয়া দিলেন; ভুশুণ্ডি ভয়ে পলাইলেন—হাত তাঁহার পিছন পিছন গেল। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড কাক ভুশুণ্ডি ঘুরে এলেন; শ্রীহস্ত তাহার পিছন পিছন রইল। অবশেষে আর কোথাও স্থান না পেয়ে পুনরায় দশরথের আঙ্গিনায় সেই স্থানে উপস্থিত হ'লেন। তাঁহাকে দেখে রামচন্দ্র একটু হাস্‌লেন। তখন ভুশুণ্ডি তাঁহার শ্রীমুখে প্রবেশ করিলেন। তথায় দেখেন, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, লোক লোকান্তর, চৌদ্দ ভূবন, সমস্ত বর্ত্তমান। কত ব্রহ্মাণ্ডে এইরূপ কতশত রামলীলা হ'চ্ছে। নিজে পর্য্যন্ত এইরূপ একস্থানে দেখ্‌লেন। এ সব দেখে ভুশুণ্ডি নিতান্ত বিস্ময়ান্বিত হ'লেন। শ্রীরামচন্দ্র আবার একটুকু হাস্‌লেন। ভুশুণ্ডি তখন তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইলেন। প্রত্যক্ষ দেখ্‌লেন, তবুও সন্দেহ দূর হ'ল না। তখন শ্রীরামচন্দ্র তাঁহাকে কৃপা ক'র্‌লেন এবং নির্গুণ অদ্বয় ব্রহ্মতত্ত্ব ও স্বগুণ সাকার লীলাতত্ত্ব তাঁহার নিকট প্রকাশিত ক'র্‌লেন। তখন ভুশুণ্ডি সব বুঝিলেন। খণ্ডপ্রলয়ে হয়তো একটী মাত্র ব্রহ্মাণ্ড লয় হইলে আরও অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড থাকিয়া যায় কিন্তু মহাপ্রলয়ে একমাত্র ব্রহ্ম থাকেন এবং যখন ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই দ্বিতীয় বস্তু নাই, তখন তাহারা না থাকেন এরূপও বলা যায় না এবং থাকেন এরূপও বলা যায় না। ব্রহ্ম নিত্য সুতরাং তাহারাও নিত্য।



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



**ধর্ম্ম প্রয়াসীর দায়ীত্ব**—যাঁহারা ধর্ম্মের জন্য লালায়িত, ধর্ম্ম করেন, তাঁহাদের মাথায় পাথর ঝুলান। কোন প্রকার একটু অহঙ্কার, অভিমান হ'লো ত অমনি মাথা চেপে প'ড়্লো। যাহাদের ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি নাই, তাহাদের কিছু নয় এবং তাহাদের কথা ভিন্ন। তাহাদের কিছু হয়ত অন্যরকম। ধান বাতাসে উড়াইলে একদিকে চিটা পাতলা পড়ে, একদিকে ধান পড়ে। ভগবান এরূপ ক'রে, ভালমন্দ বেছে নিবেন। ধর্ম্মরাজ্যে অভিমান হ'লে আর রক্ষা নাই। যেই কেহ হউন না অভিমান হ'লে তাহাকে একটী ঠোকর খাইতে হইবে। ভগবান দর্পহারী।

**নিয়ম রক্ষা**—নিয়ম ক'রে উহা ভঙ্গ করা উচিত নয়। যে নিয়ম প্রতিপালন করা যাইবে এমন নিয়ম করিবে।

**ভগবানের দয়া**—প্রঃ—ভগবানের দয়ার অনুভূতি কিসে হয়?

উঃ—নিজের জীবন পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যায়; অন্যের জীবন দিয়া বুঝা যায় না। অনেক ঘটনা আশু কেমন কেমন বোধ হয় কিন্তু বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখিলে উহাতে যে ভগবানের মঙ্গলময় ইচ্ছা এবং দয়া নিহিত আছে তাহা বুঝা যায়। সুখের সময় যে দয়া, উহা একটী গৌরব। দুঃখের সময়, বিপদের সময়, যে দয়া, উহা খুব তৃপ্তিকর।

**ব্যোমযান**—দেবতারা পূর্ব্বকালে ব্যোমযানে আসিতেন; যজুর্ব্বেদ-সংহিতায় উহার উল্লেখ আছে। এখন কৃতবিদ্য লোকেরা ঋকবেদ-সংহিতা মাত্র পড়েন; সামবেদ-সংহিতা, যজুর্ব্বেদ-সংহিতা ও অথর্ব্ববেদ-সংহিতা পড়া অনাবশ্যক মনে করেন। বেদের একটি কথাও



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



অনাবশ্যক নয়। পুষ্পরথ ব'লে যে আছে উহা ব্যোমযানের মত নয় কিন্তু উহাও আকাশপথে বিচরণ করে। (গড়ের মাঠের বেলুন দেখে উপরোক্ত কথাগুলি বলিলেন।)

**কালী পূজার দুই মত**—কালী পূজা দুই রকম আছে। এক রকম রাত্রে হয় ও অন্য রকম দিবাতে হয়। তন্ত্রমতে রাত্রে আর বৈদিক মতে দিবায়। যে পূজা রাত্রে হয় উহা তান্ত্রিক ও যাহা দিবাতে হয় উহা বৈদিক। দুর্গা পূজা বৈদিক মতে হয় দিবাতে। হিমালয়ের ঘরে প্রথম শ্যামবর্ণা দ্বিভুজা কালী জন্মগ্রহণ করেন। তারপর পার্ব্বতী।

**ভক্তভাবে অবতীর্ণ**—প্রভুর বিশেষ পরিচিত জনৈক লোক বলিতে লাগিলেন, 'সাক্ষাৎ জীবন্ত ভাবে বর্ত্তমান থাকিয়া লীলা করিতেছেন—লোকে বুঝিতেছেনা। শেষে হায় হায় করিবে। 'কোন কোন ভাগ্যবান দেখিবারে পায়।' অনেকের ভিতরে ভিতরে আপনার প্রতি টান আছে কিন্তু আসিতে পারিতেছে না। কি লীলা খেলা।" প্রভু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "হাঁ, সব ভগবানেরই লীলা, মানুষের কিছু নয়। ভগবানই লীলা করেন, কেহ বুঝিতে পারে না। ভগবানের লীলা কি বুঝিবার সাধ্য আছে?" উপরোক্ত লোকটী যখন চলিয়া আসিল আমিও তাহার পিছন পিছন আসিলাম। আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমি আপনার নিকট বসিয়া আপনার ও গোঁসাইর কথাগুলি শুনিলাম। আপনি কি ভাবে কথাগুলি বলিলেন এবং গোঁসাই যাহা বলিলেন তাহাতে কি বুঝিলেন?" তিনি বলিলেন, "আমি এইভাবে কথা বলেছি যে ভগবান ভক্তভাবে অবতীর্ণ; লোকে বুঝিতে পারিতেছে না।" গোঁসাই স্বীকার করিলেন না। নিজে কি তাই করে? মহাপ্রভু



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS


গোপন ক'রে গিয়েছেন। এত লোক কিসে আকর্ষিত হইতেছে। এতেই বুঝি ভক্তভাবে অবতীর্ণ।

**ভগবানের লীলা বুঝা অসাধ্য**—ভগবানের লীলা কি বুঝিবার সাধ্য আছে? গোকুলে গোপীগণের গৃহে ননী চুরি ক'রে খেলেন। যাহা পারিতেন খেতেন এবং ফেলে দিতেন। হাতে না পেলে কিছুর উপর উঠে উঠে পেড়ে খেতেন। না পাইলে নিচ দিয়ে কিছু দ্বারা ছিদ্র ক'রে নিতেন। যাওয়ার বেলা ছেলেপিলে ঘুমে থাকিলে একটি চিমটী কেটে যেতেন। একদিন এক গোপী যশোদাকে বলিলেন, "তুমি বড় মানুষের ঝি—তোমার নবলক্ষ গাভী; তোমার কি? তোমার কিছুতেই বাজে না; আমরা গরীব লোক, তোমার ছেলে যেয়ে এইরূপ অত্যাচার করে। ঘুমের ছেলেকে চিম্‌টী কেটে জাগায়; ননী মাখন খেয়ে আসে। যশোদা বলিলেন, "কই, কই, সেত বাড়ীতেই থাকে; সে ত কোথায় যায় না। আমার কি কিছুর অভাব আছে? আচ্ছা একদিন ধ'রে এনো। শ্রীকৃষ্ণ ভাবিলেন আজ একটা লীলা কর্‌ব। এই ভেবে সেই গোপীর গৃহে ননী চুরি ক'রে খেতে গিয়েছেন; গোপীও খুব তাকে তাকে আছে। যেই ননী খেতেছেন অমনি থাবা দিয়ে হাত ধ'রেছেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও।" "হাঁ, তোমাকে ছেড়ে দিব না; তোমাকে নিয়ে নন্দরাণীর নিকট যাব"। এই ব'লে ক্রোধে শ্রীকৃষ্ণকে অঞ্চলে জড়াইয়া ধরিয়া চলিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ভাবিলেন আজ একটা লীলা ক'রতে হবে। এই ভেবে চুপ ক'রে রইলেন। গোপী পথে যেতে ভাশুর, শ্বশুর দেখে ঘোম্‌টা টেনে দিয়ে যশোদার নিকট চল্লেন। শ্রীকৃষ্ণ অঞ্চলের মধ্য হইতে স্বয়ং স'রেছেন। গোপী যশোদার নিকট যেয়ে সব বলিলেন। যশোদা বলিলেন—"না, গোপাল ত বাড়ীতেই।" গোপী অঞ্চলের মধ্য হইতে শ্রীকৃষ্ণকে বাহির করিয়া দেখাইবেন বলিয়াই



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



যেই অঞ্চল খুলেছেন, অমনি দেখেন তাহার নিজের ছেলে। তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "আজ পুত্র দেখাইলাম, আর যদি পুনরায় এইরূপ কর, তবে তোমার অঞ্চল হইতে তোমার স্বামী বাহির করিয়া দিব।" গোপী তখন সব বুঝিলেন। যাহাকে কৃপা করেন, তাহাকে এইরূপেই করেন। লীলায় ব্রহ্মাও মোহিত হ'য়ে গেলেন। ব্রহ্মা ভাবিলেন "পূর্ণব্রহ্ম সনাতন গোকুলে প্রকট হবেন; এই কৃষ্ণই কি পরমব্রহ্ম; ইনি কি গোলোক হইতে গোকুলে প্রকট হইয়াছেন।" এই সন্দেহ ক'রে গাভী, বৎস, রাখালগণ, বেণু, যষ্টি ইত্যাদি সব হরণ ক'রে ব্রহ্মা এক পর্ব্বতের গুহার ভিতর পাথর চাপা দিয়ে রেখে চ'লে গেলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ ওসব ব্রহ্মার কর্ম্ম ইহা জেনে, স্বয়ংই গাভী, বৎস, রাখাল, বেণু, যষ্টি, শিঙ্গা, পাঁচনী সব হ'লেন। "কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং" কৃষ্ণ পরমব্রহ্ম সনাতন। এই যে যত কিছু দেখা যায় সবই তিনি। কিছু ছিল না, তিনিই অনন্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড হ'লেন। ঐ দিবস বলরাম গোষ্ঠে গিয়াছিলেন না; বলরাম দেখিলেন, গাভীগণ অন্যান্য দিন অপেক্ষা বৎসগণের প্রতি সেই দিবস অত্যন্ত স্নেহযুক্তা, গোপীগণ নিজ নিজ সন্তানদিগকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর স্নেহ করিতে লাগিলেন। গাভীগণ পর্ব্বতের উপর থেকে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক নিম্নে এসে বৎসদিগকে দুগ্ধ দান করে। এসব দেখে বলরাম ভাবিলেন, "এত স্নেহ-ভালবাসা কোথা হইতে আসিল। এত ভালবাসা তো কখন দেখি নাই।" কিছু বুঝিতে না পারিয়া ধ্যানে সব জানিতে পারিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, "কৃষ্ণ তুমি এমন একটী লীলা ক'ল্লে; কই ভাই, আমাকে তো জানালে না।" শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "দাদা, আপনাকে আশ্রয় না ক'রে ত আমি কোন লীলা করিতে পারি না। আপনি যে আমার সমস্ত লীলারই অধিকারী।" যখন ক্ষীরোদশায়ী হ'লেন, তখন বলরাম



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



অনন্ত-শয্যা হ'লেন। এইরূপ সমস্ত লীলারই বলরাম সহায়। এইরূপ এক বৎসর চলিয়া গেল। ব্রহ্মা আসিয়া দেখেন শ্রীকৃষ্ণ সব নিয়ে পূর্ব্বের ন্যায়ই লীলা ক'চ্ছেন। আবার সেই পর্ব্বতগুহায় যেয়ে দেখেন সব যে ভাবে তিনি রেখে গিয়েছিলেন, সেই ভাবেই আছে। ইহা দেখে একবার এখানে আবার ওখানে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মার ত এরূপ যেতে আস্‌তে দফা রফা সারা; শেষে সব বুঝিলেন এবং স্তব করিতে লাগিলেন—"প্রভু! সন্তান জননীর গর্ভে থেকে কত লাথি মারে; জননী কি তাহাতে ক্রোধ করেন। হে প্রভো! ধন্য তুমি, ধন্য ব্রজবাসীরা। কারণ যখন তুমি চ'লে যাও তখন তোমার পদরেণু ব্রজবাসীদের গাত্র স্পর্শ করে। হে প্রভো! ব্রজের গুল্ম, লতা, আরও ধন্য—কারণ তাদের গাত্রে ব্রজবাসীদের চরণধূলি সর্ব্বদা যেয়ে পড়ে। অতএব হে প্রভো! আমার প্রার্থনা আমাকে ব্রজের গুল্ম, লতা, করুন।" বৃন্দাবনে না গেলে ঐ সব সত্য প্রত্যক্ষ হয় না। গ্রন্থাদিতে যেরূপ লিখা গিয়াছে বৃন্দাবনে গেলে সব বুঝা যায়। কেবল যে ভক্তজনে বুঝিতে পারিবে, অভক্তে বুঝিতে পারিবে না এমন নয়। অভক্ত, ভক্ত সকলেই বুঝিতে পারিবে। স্বয়ং ভগবান লীলা ক'রেছেন এখানে। শ্রীবৃন্দাবন পবিত্রময়; একবার দেখিলাম একটী বৃক্ষের গায়ে একটী চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার মূর্ত্তি প্রকাশ হ'য়েছে। অনেকে দেখিলেন। শেষে ব্রজবাসীরা উহাদ্বারা পয়সা লওয়ার ফন্দী করিলেন। তখন আপনা আপনিই লোপ হ'য়ে গেল। আপনিই প্রকাশ হ'য়েছিল আপনিই লোপ হ'ল। বৃন্দাবনের সমস্ত বৃক্ষেরই মস্তক অবনত এবং অনেক বৃক্ষের পাতায় "রাধাকৃষ্ণ", "হরেকৃষ্ণ" প্রভৃতি লেখা। বৃক্ষের উপরের বাকলের উপর যে শিরা দেখিতে পাওয়া যায় উহার গায়ে ঐরূপ নাম লেখা আছে।



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



**শ্রীরূপের ধর্ম্ম**—প্রঃ—শ্রীরূপের ধর্ম্ম বলিয়া এতদ্দেশে যাহা প্রচলিত, সে সম্বন্ধে আপনি কি জানেন? মীরাবাইএর তরজা ব'লে যে একখানা গ্রন্থ আছে, তাহাতে ঐ শ্রীরূপের মীরাবাইএর নিকট শিক্ষা বর্ণিত আছে; ইহা কি?

উঃ—এই শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন গোস্বামীর ভ্রাতা শ্রীরূপ নহেন। এ বিষয় আমি বৃন্দাবনের প্রাচীন বৈষ্ণবগণের নিকট জিজ্ঞাসা ক'রে জানিয়াছি। মীরাবাইয়ের নিকট সনাতন গোস্বামী শিক্ষা করেন; শ্রীরূপ গোস্বামী নহেন। পূর্ব্বোক্ত শ্রীরূপ মীরাবাইয়ের সময়ের লোক নহেন; ইনি শ্রীনিবাস আচার্য্য, নরোত্তম ঠাকুর এবং রামচন্দ্র কবিরাজের সমসাময়িক লোক ছিলেন। এই শ্রীরূপও একজন প্রেমিক ভক্ত ছিলেন; ইনি বৃন্দাবনে বাস করিতেন। একাদশীর দিন পান খান। পান কি অন্য কোন জিনিস আমার স্মরণ হ'চ্ছে না। তাহাতে শ্রীবৃন্দাবনের বৈষ্ণবগণের সহিত এই শ্রীরূপের বিচার হয়। শ্রীরূপ বলেন, "গোপী-ভাব ভজন কোন বিধিবদ্ধ হইতে পারে না, ইহা বিধির অতীত। এই ভজন রাগের ভজন, বিধির ভজন নহে।" কিন্তু অন্যান্য বৈষ্ণবেরা তাঁহাকে বুঝাইয়াছিলেন যে রাগে বরং বিধিকে আরও দৃঢ় করে। রাগ বিধিকে অতিক্রম করে না। যেমন বিধি অনুগত পূজায় পুষ্পচন্দন ব্যবহৃত হয় ঐরূপ রাগানুগত পূজায়ও পুষ্পচন্দন ব্যবহৃত হয়; তবে প্রভেদ এই যে রাগের পূজায় পুষ্প দেওয়া হয় কিন্তু লক্ষ্য থাকে পুষ্পে কোন কীট না থাকে; শ্রীঅঙ্গে তাহাতে দংশন না করে। পুষ্পমালা দেওয়া হয় কিন্তু শ্রীঅঙ্গের শোভা হয়, ভারবোধ না হয়। চন্দন দেওয়া হয়, শ্রীঅঙ্গে কষ্ট না হয়। রাগ বিধিকে অতিক্রম করে না বরং আরও বিধিকে দৃঢ় করে। বিধিমত চলিতে চলিতে রাগ জন্মে। উপরোক্ত



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



বিষয়টী বৈষ্ণবগণ শ্রীরূপকে বুঝাইয়া দিলেন এবং বলিলেন, "তুমি যদি বৈষ্ণব বিধি অমান্য কর তবে তোমার বৃন্দাবনে থাকা উচিত নয়; তুমি গৌড়ে যাও।" এইরূপে বিচারে পরাস্ত হ'য়ে তিনি গৌড়ে আসিলেন। তাঁহার সঙ্গে একটী লোক ছিলেন, তিনি অতিশয় মধুর। তিনি শ্রীমদ্‌ভাগবত পাঠ করেন। গৌড়ে শ্রীরূপের প্রভাব বিস্তারিত হইল। বৈষ্ণব বাউলেরা ইহার মতের অনুসরণ করেন। মীরাবাইয়ের তরজা আপনি যাহা দেখিয়াছেন তাহা হয়ত কেহ অমনি লিখেছেন। মীরাবাই তখন বর্ত্তমান ছিলেন না প্রকৃত গোস্বামী-গ্রন্থ যাহা, তাহা অমান্য করা কাহারও সাধ্য নাই। সংস্কৃত বলিয়া তাহা অনেকেই পড়েন না।

**বুদ্ধদেবের গৃহত্যাগ**—ভগবান যাহাকে যে নিমিত্ত সৃষ্টি করেন, যাহার যে কাজ তাই ভাল লাগে। শাক্য-সিংহকে বাটীর বাহিরে যাইতে দিতেন না। একদিন বাহির হইয়াই জরা, মৃত্যু, পীড়ার দৃশ্য দেখে ঘোরতর বৈরাগ্যের উদয় হইল; গৃহত্যাগ ক'রে গেলেন। ছয় বৎসরকাল তপস্যা ক'রে স্থাণুর মত হ'য়ে গেলেন। স্থাণু বলে—মৃত কিন্তু দণ্ডায়মান শুষ্ক বৃক্ষকে; ডাল পালা পত্রাদি রহিত। ছয় বৎসর কাল তপস্যা ক'রে দেখিলেন যাহা চান তাহা লাভ হয় নাই। তখন উঠিলেন এবং একটি মৃত শবের বস্ত্র পরিধান করার জন্য আনিলেন। তখন সমস্ত দেবগণ এসে সেই বস্ত্র তাঁহার নিকট হ'তে এনে ধৌত ক'রে দিলেন এবং তাঁহাকে সকলে ঘিরিয়া রহিলেন। বুদ্ধদেব তখন আহার করিতে ইচ্ছা করিলেন। অভুক্ত লোককে ভোজন করাইবার জন্য সুজাতা লোক পাঠাইলেন। সে খুঁজিয়া কোথাও লোক পাইল না; একমাত্র বুদ্ধদেবকে দেখিল। সুজাতার নিকট যাইয়া লোকটি বলিল, "কাহাকে এইরূপ দেখিলাম না, কেবল একটি মাত্র লোক দেখিলাম।" সুজাতা তখন বলিলেন, যাও তাঁহাকেই নিয়ে এস। সুজাতা তাঁহাকেই একটি স্বর্ণবাটিতে



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



পরমান্ন ভোজন করিতে দিলেন। নিরঞ্জনা নদীতে দাঁড়াইয়া শাক্যসিংহ মিষ্টান্ন ভোজন করিতে লাগিলেন। তাঁহার পাঁচজন শিষ্য—যাঁহারা তাঁহার সঙ্গে ছিলেন তাঁহারা তাঁহাকে মিষ্টান্ন খাইতে দেখিয়া বলিলেন, "দেখেছ ভাই, এ বেটা ভণ্ড, এইরূপ মিষ্টান্ন খায় কিন্তু আমাদিগকে জানাইয়া কিছু খায় না। চল, এবার কাছে থাকা নিষ্ফল।" এই ব'লে তাঁহারা চ'লে গেলেন। ভোজনান্তে শাক্যসিংহ সুজাতাকে বলিলেন, "ভগ্নি! মিষ্টান্নত খেয়েছি এইক্ষণ এই বাটি কি করিব? সুজাতা বলিলেন, মিষ্টান্ন সহিত এই বাটিও তোমাকে দিয়াছি। তখন উহা ঐ নদীর মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। দেবগণ তখন উহা হইতে প্রসাদ পাইলেন।

**তপস্যা ও প্রভাব**—ভোজনান্তে অভীষ্টলাভের জন্য কৃতসংকল্প হ'য়ে বোধিদ্রুম তলে বসিলেন। অন্তরের সমস্ত রিপু পরাস্ত করিলেন। তখন বোধিসত্ব তাঁহার মধ্যে প্রবেশ করিল। বুদ্ধদেব অবতার কিন্তু আত্ম-বিস্মৃত ছিলেন। বোধিসত্ব লাভের পর সব বুঝিলেন। তখন তিনি মনে মনে ভাবিলেন, যাহা পাইলেন তাহা কাহাকে দিবেন। যাহাদিগকে ভালবাসিতেন তাহাদের মৃত্যু হ'য়েছে। তখন ভাবিলেন, তাঁহার সেই পাঁচজন শিষ্যকে দিবেন। এই ভেবে চলিলেন; পথে খেয়ারিকে নদী পার করিতে বলিলেন। সে পয়সা চাহিল; কিন্তু যখন তিনি ওপার যাইবেন এইরূপ ভাবিলেন তখন অমনি দেখিলেন ওপার গিয়াছেন। এখন সত্য-সংকল্প হ'য়েছে কিনা? কাশীতে গিয়ে সেই পাঁচজন শিষ্যকে দেখিলেন। তাঁহারা তাঁহাকে দেখে ভাবিলেন, "হারে ভাই, সেই ভণ্ড বেটা দেখ ঐ এসেছে; উহাকে অভ্যর্থনা করিব না।" কিন্তু বুদ্ধদেব যখন তাঁহাদের নিকট গেলেন, তখন আসুন আসুন বলে অভ্যর্থনা করিলেন। তাঁহার প্রভাবকে আর তো



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



অগ্রাহ্য করার সাধ্য নাই। তখন তাঁহাদিগকে কৃপা করিলেন এবং বলিলেন তোমরা ইহা প্রচার কর। বাড়ী এসে সকলকে সন্ন্যাসী করিলেন।

**অবিশ্বাস একটী ভ্রম মাত্র**—প্রঃ—যাহারা ভগবৎ অবিশ্বাসী, তাহাদের পরলোকে কিরূপ অবস্থা হয়?

উঃ—এই যে অবিশ্বাস এটী অপরাধ নহে, ইহা একটী ভ্রম মাত্র; পরলোকে ইহার সংশোধন হয় কিন্তু স্বকার্য্য যাহা করিয়াছে তাহার ফল পায়।

**প্রকৃত বিশ্বাস দর্শনের পূর্ব্বে হয় না।**—প্রঃ—শ্রীভগবানে বিশ্বাস কি দর্শনের পূর্ব্বে হয়?

উঃ—প্রকৃত বিশ্বাস যাহা তাহা দর্শনের পূর্ব্বে হয় না। তবে পূর্ব্ব-জন্মের সংস্কারানুরূপ বিশ্বাসের আভাস প্রাণে আসে। বিশ্বাস হইলে সমস্ত সন্দেহ দূর হয় এবং ভবিষ্যতে আর কোনও সন্দেহ উপস্থিত হয় না।

প্রঃ—বিশ্বাস আর মুক্তি বোধ কি একই কথা?

উঃ—বিশ্বাস হইলে আর মুক্তির কি বাকী রহিল।

কোন একটী বিশেষ বস্তু শান্তির স্থান না হইলে শোকের হাত হইতে রক্ষা নাই। ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, আমার একশতটী ছিদ্র হ'য়ে গিয়েছে। ভীমকে দেখিতে চাহিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন এখন ভীমকে পাইলে আর তাহার নিস্তার নাই। লোহার ভীম গ'ড়ে দিলেন। ধৃতরাষ্ট্র আলিঙ্গন করিলেন আর অমনি উহা চূর্ণ হ'য়ে গেল।

**মহাপ্রভুর আরও দুইবার অবতার**—প্রঃ—শ্রীচৈতন্য ভাগবতে আছে—মহাপ্রভু আর দুইবার শচীমাতার গর্ভে জন্ম নিবেন। এই



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



এক কলিযুগে যেমন জন্মিলেন, এইরূপ আরও দুই কলিযুগে। এই কলিযুগে আর জন্মিবেন এইরূপ নহে। কোন ব্যক্তিতে আবেশ হওয়া বা কোথাও প্রকাশ হওয়া সে ভিন্ন কথা। দ্বাপরের শেষে শ্রীকৃষ্ণলীলা এবং তারপর কলির প্রথমে শ্রীগৌরাঙ্গলীলা, এইরূপ আরও দুইবার হইবে। আমরা ভাবি কতকাল বাকি কিন্তু ভগবানের সম্বন্ধে ইহা এক মুহূর্ত্তও নয়। যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গ ভজনা করেন, তাঁহারা গঙ্গাতীরে, শ্রীধাম নবদ্বীপে, শান্তিপুরের সান্নিধ্যে শ্রীজগন্নাথ মিশ্র এবং শচীর ঘরে যিনি অবতীর্ণ হ'য়েছিলেন, তাঁহাকেই বুঝিবেন। এখন যদি শ্রীগৌরাঙ্গ চট্টগ্রাম কি অন্য কোথাও অবতীর্ণ হন, তবে উঁহারা তাঁহাকে বুঝিবেন না। আর এইরূপ অবতীর্ণ হ'লে পূর্ব্ব-তত্ত্বটীর আর কোনও মাহাত্ম্য থাকে না এবং ঐ তত্ত্বটী নষ্ট হ'য়ে যায়। এই কথার অনেকে অনেক রকম অর্থ করেন।

**আবেশ ও পূর্ণ অবতার**—প্রঃ—নরোত্তম ঠাকুর প্রভৃতি তবে আবেশ অবতার?

উঃ—হাঁ, আবেশ অবতার।

প্রঃ—ভগবান যে শুক্ল ও রক্তবর্ণ ধারণ ক'রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন তাহা কি পূর্ণ অবতার?

উঃ—হাঁ, পূর্ণ অবতার।

**মুক্তির উপায় (দৃষ্টান্ত)**—মুক্তির উপায় দুইটী—(১) জ্ঞান (২) গয়ায় পিণ্ড।

আমি যখন গয়ায় ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে গিয়াছিলাম, তখন একটী আশ্চর্য্য ঘটনা দেখেছি। কোন এক ব্যক্তি যিনি গয়ায় গিয়েছেন, তাঁহার পিতা একদিন তাঁহাকে স্বপ্নে বলিলেন, বাপু! যদি গয়ায় এসেছ তবে আমাকে একটা পিণ্ড দিয়ে যাও। তিনি ওসব বিশ্বাস করেন না,



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



তাই উহাতে আস্থা দিলেন না। আরও একদিন ঐরূপ স্বপ্ন দেখিলেন। আমাকে এ বিষয় জিজ্ঞাসা করায় আমি বলিলাম, "আপনার পিণ্ড দেওয়াই উচিত। আপনি তো আপনার বিশ্বাস মতে দিবেন না, তাঁহার বিশ্বাস মতে দিবেন।" তিনি তাহাতেও সম্মত হইলেন না। পরে একদিন শুয়েছেন, একটু তন্দ্রার মত হয়েছে, তখন তাঁহার পিতা জোড় হাত ক'রে বলিলেন, বাপু! আমাকে একটা পিণ্ড দিয়ে দেও। আমাকে বলায় আমি বলিলাম, "অগত্যা যদি আপনি না দেন তবে আপনার প্রতিনিধি ক'রে একজনকে দিয়ে পিণ্ড দিন।" তিনি তাহাতে সম্মত হইলেন। একজন প্রতিনিধি দিয়ে পিণ্ড দেওয়া হইল। তিনি দেখিতে গেলেন, আমিও গেলাম। যখন পিণ্ড দেওয়া হইতেছিল তখন তাঁহার দুই চক্ষু দিয়ে জল পড়িতে লাগিল। পরে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, যখন পিণ্ড দেওয়া হয় তখন আপনি কান্দিলেন কেন? আপনার দুই চক্ষু দিয়ে জল পড়িল। তিনি বলিলেন, "যখন পিণ্ড দেওয়া হইল তখন আমি দেখিলাম আমার পিতা অঞ্জলি ক'রে পিণ্ড গ্রহণ করিলেন। এরূপ জানিলে আমি নিজেই দিতাম।" ইহা কি যুক্তি তর্ক দিয়ে বুঝিবার সাধ্য আছে।

**অত্যন্ত আচার**—অত্যন্ত আচার, পাঁচ বার, সাত বার ধোয়া—এত বদ্ধাবস্থা; তবে নিয়ম যাহা তাহা রক্ষা করিতে হইবে।

**গীতার অক্ষর বীজ; সাধনায় জাগ্রত হয়**—গীতার একটী অক্ষর মন্ত্রের বীজের তুল্য। বীজমন্ত্র যেমন সাধনায় জাগ্রত হয়, তেমন গীতার অর্থও চৈতন্য হয়। টীকা দিয়ে কি বুঝিবার সাধ্য আছে? মহাপণ্ডিত হউক না কেন, শ্রীধর স্বামী ও শঙ্করাচার্য্য যে টীকা করিয়াছেন উহা হইতে আর কি শ্রেষ্ঠ টীকা হইতে পারে। তাহা দিয়াও বুঝিবার



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



সাধ্য নাই। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু যখন দাক্ষিণাত্যে গিয়াছিলেন, তখন একটী লোককে দেখিলেন ; তিনি গীতা পাঠ করিতেছেন আর কান্দিতেছেন। গীতা যে পাঠ করিতেছেন তাহাও অশুদ্ধ হইতেছে। মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কাঁদিতেছেন কেন ?" তিনি মহাপ্রভুকে বলিলেন, "আমি গীতার্থ কিছুই বুঝি না, কিন্তু আমি যখন গীতা পড়ি তখন দেখি একখানা রথে অর্জ্জুন ধনুক হস্তে আর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র অশ্বের লাগাম ধ'রে অর্জ্জুনের দিকে ফিরে তাঁহাকে উপদেশ দিতেছেন। ইহা দেখে আমি কান্দি।" মহাপ্রভু বলিলেন, "আপনিই যথার্থ অধিকারী ; আপনারই গীতার্থবোধ হইয়াছে।" শ্রীমদ্‌ভাগবত গীতা ইহার প্রত্যেক অক্ষর মন্ত্র স্বরূপ। সমস্ত ঋষিবাক্যই মন্ত্র স্বরূপ। ভক্তিপূর্ব্বক এক এক অধ্যায় প্রত্যহ পাঠ করিতে করিতে গীতার্থ বোধ হয়। পড়্‌তে পড়্‌তে একেবারে মুখস্থ ক'রে ফেলিতে পারিলে খুব ভাল হয়। গীতার যতটুকু মুখস্থ থাকে ততই মঙ্গলজনক। নীলকণ্ঠ মজুমদারের প্রণীত গীতা রহস্য দেখে বলিলেন, ইহা বেশ হ'য়েছে। অন্যান্য সকলে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা ক'রে সকল উড়াইয়া দিয়াছেন। ইহা পাঠ করিলে এই বুঝা যায় যে ইনি এই সব বিষয় খুব আলোচনা করেন। স্কুলের ছেলে পিলে দিগের পক্ষে খুব ভাল হ'য়েছে।

**গীতার টীকা কাঁহার শ্রেষ্ঠ**—প্রঃ—গীতার শ্রীধর স্বামীকৃত টীকাই নাকি শ্রেষ্ঠ ?

উঃ—হাঁ, স্বামীর টীকাই শ্রেষ্ঠ ; তাই ব'লে যে শঙ্করভাষ্য অশ্রেষ্ঠ তাহা নহে। ভক্ত বলেন, চিনি হওয়া ভাল নয়, চিনি খেতে ভালবাসি।

**নিত্যানন্দ প্রভু কি মাছ খাইতেন ?**—প্রঃ—নিত্যানন্দ প্রভু কি মাছ মাংস খাইতেন ?



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



উঃ—( শুনিয়া কর্ণে অঙ্গুলি দিলেন ) এই সমস্ত কথা শুনে কাণে হাত দিতে হয়। যাঁহারা জীবে দয়া, নামে ভক্তি এই সত্য প্রচার ক'রে গেলেন, তাঁহাদিগের কি ইহা সম্ভব হয়। ইহা যে সূত্রে প্রচার হ'য়েছে তাহা বুঝেছি। একদিন অদ্বৈত প্রভু নিত্যানন্দ প্রভুকে তামাসা ক'রে এইরূপ ব'লেছিলেন। তাহা হ'তে এরূপ মত বাহির হইয়াছে। যাঁহারা বাহিরে এইরূপ বৈষ্ণব ব'লে পরিচয় দেন, কিন্তু পাখী মেরে খান, তাঁহাদের কথা কি বিশ্বাস করিতে হইবে। গোস্বামী শাস্ত্রের, গোস্বামী গ্রন্থের দোহাই দেন। বুঝি ইহা কোন গোস্বামী গ্রন্থ হইতে বাহির করিয়া দিন দেখি। উহারা কেহ কেহ বলেন শ্রীঈশ্বরপুরী শূদ্র ছিলেন, এইরূপ লিখা আছে। ঈশ্বরপুরী শূদ্র সেবক কি করিয়া রাখিলেন ঈশ্বরপুরী যখন দেহত্যাগ করিলেন তখন গোবিন্দকে বলিলেন তুমি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সেবা কর গিয়ে। গোবিন্দ যখন মহাপ্রভুর নিকট আসিল তখন ঐরূপ কথা জিজ্ঞাসা করা হইল। মহাপ্রভু বলিলেন, ঈশ্বর যিনি তাঁহার কোন বিধান নাই। তিনি বিধিবদ্ধ নহেন। তিনি কেবল প্রীতি দেখেন; তাঁহার নিকট কোন বিচার নাই। ঈশ্বরপুরী শূদ্র কেমন করিয়া রাখিলেন? ইহা হইতে ঈশ্বরপুরী শূদ্র ইঁহারা এই সিদ্ধান্ত করেন। আর এক কথা এই মহাপ্রভু যখন ঈশ্বরপুরীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন, তখন তাঁহার প্রকট অবস্থা নয়। তখন তিনি একজন পণ্ডিত রূপে জ্ঞাত। স্মৃতিশাস্ত্রানুযায়ী গয়ায় পিণ্ড দিলেন। তিনি এখন একজন শূদ্রের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন; ইহা কি সম্ভব? এই সব লোক এই প্রকার নানারূপ উত্থাপন করেন। ঋষিবাক্য বিশ্বাস করে যদি নরকে যেতে হয় সেও মঙ্গল। ইহারা যে কত কাল রৌরবে পতিত হ'য়ে থাকিবেন, তাহার ঠিক নাই।



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



**বাউলদের কথা**—বৈষ্ণব বাউলদিগের মধ্যে প্রায় ৩৫।৩৬ টী মত। আমি যখন একজন সন্ন্যাসীর উপদেশমত ব্রাহ্ম সমাজ ছেড়ে গুরুর অন্বেষণে ঘুরে বেড়াই, তখন বাউলদিগের মধ্যে তাহাদের সহিত কিছুদিন ছিলাম। যখন তাহারা বুঝিল এই ব্যক্তি আমাদের ধর্ম্মমত গ্রহণ করিবে, তখন তাহারা তাহাদের সব গোপন কথা আমাকে বলিল। আমি দেখিলাম ইহারা একরূপ নাস্তিক। এক আত্মা ভিন্ন কিছুই মানে না। প্রায় কপিলের মতকেও অতিক্রম করে। বাহিরটী বেশ; হরি সংকীর্ত্তন করে, গৌর নাম কীর্ত্তন করে। আমি সব জেনে তাহাদের বলিলাম, "এতে ধর্ম্ম কেমন ক'রে হবে?" তাহারা বলিল, "তা যাই হউক, যাহা বলি তাহাই কর।" আমি বলিলাম, "যাহাতে ধর্ম্ম লাভ হয় এমন যদি কিছু থাকে তবে বল।" ব্রাহ্ম সমাজে ছিলাম, তাহা ছেড়ে আসিলাম তোমাদের কাছে, আবার তোমরা যেরূপ বল, তাহাতে তোমাদিগকেও ছেড়ে যেতে হবে।" তখন তাহারা বলিল, "আমাদের সব গোপন বিষয় জেনে নিলে, কিন্তু কিছু কাজ করবে না।" তাহারা ৫।৬ জন আমাকে লাঠি নিয়ে মারতে উঠ্‌লো। আমি বলিলাম, "দেখ এসব ভাল নয়, ; এরূপ করিলে ভাল হইবে না। এই স্থানের অতি নিকটবর্ত্তী জায়গায় গোস্বামীরা আমাদের শিষ্য। আমি মার সঙ্গে ছোটবেলা তথায় গিয়াছিলাম। এই গোস্বামীরা আমাদের শিষ্য।" একথা বলায় তাহারা বলিল, "তুমি কে?" তখন আমি দেখিলাম, একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। আমি বলিলাম, "আমি শান্তিপুরের গোস্বামী।" তখন লাঠি থুয়ে জোড়হাত ক'রে বলিল, "প্রভু! আমাদের নিতান্ত অপরাধ হ'য়েছে, আমরা জানিতাম না।" বাউলদিগের মধ্যে স্ত্রীলোক নিয়ে সাধন ভজন। ইঁহারা বলেন, "শ্রীরূপ গোস্বামী মীরাবাইএর সহিত



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



থাকিতেন; অমুক অমুকের সহিত থাকিতেন। এসব কথা শুনিলেও অপরাধ হয়। তবে বাউলদিগের মধ্যেও ভাল মত ও ভাল লোক আছে; তাহা অতি বিরল। আজকাল সব রসাতলে গিয়াছে। একমাত্র ভগবান্ ধর্ম্মের রক্ষাকর্ত্তা; তিনিই ধর্ম্মকে রক্ষা করেন। এই একটী বিষয় স্মরণ রাখা উচিত,—প্রকৃত সাধুব্যক্তি আসন ছাড়েন না, যাচ্ঞা করেন না, পরনিন্দা করেন না, আপন প্রশংসা করেন না, কাহারও মতভেদ জন্মান না, নিজমত শ্রেষ্ঠ বলিয়া অপরকে নিজদলে আনিতে চেষ্টা করেন না, নিন্দা-প্রশংসা শুনে বিচলিত হন না অর্থাৎ মুখের ভাব, বর্ণ বিকৃত হয় না। এরূপ লোকের নিকট বসিলে আশঙ্কা নাই, অনিষ্ট হয় না। এরূপ লোক অতি বিরল। মহাপ্রভু ব'লেছেন,—"কোটীতে গুটি মিলে।"

**কলিতে দান ও নামজপ**—কলিতে দান ও নামজপ। পূর্ব্বকার যজ্ঞাদির পরিবর্ত্তে দান। উদ্দেশ্য রহিত দান শ্রেষ্ঠ। দান ক'রে তাহার নিকট হইতে কিছু প্রত্যাশা করা, দান ক'রে কাহাকে বশীভূত রাখার ইচ্ছা, এইরূপ ভাব থাকা উচিত নয়।

**সত্যরক্ষা**—নিরপেক্ষ না হইলে সত্যরক্ষা হয় না, সত্য বলা যায় না। যুধিষ্ঠিরের রথচক্র মৃত্তিকা হইতে চারি অঙ্গুলি উঁচু থাকিত। "অশ্বত্থামা হত ইতি গজ" বলার পর হইতেই রথচক্র মৃত্তিকা স্পর্শ করিল আর উর্দ্ধে উঠিল না এবং নরকও দর্শন করিতে হইল। বাস্তবিক কিছু নহে, কল্পিত নরক; তথায় দ্রৌপদী, ভীম, অর্জ্জুন প্রভৃতি নরক যন্ত্রণায় হা! হা! করিতেছে। যুধিষ্ঠির ইহা দর্শন ক'রে বলিলেন, "আমি স্বর্গে যাইব না, ইহাদের সহিত নরকযন্ত্রণা ভোগ করিব সেও শ্রেয়।" তখন ধর্ম্মরাজ, ইন্দ্র যুধিষ্ঠিরের নিকটে আসিলেন। ধর্ম্মরাজ বলিলেন, "আমি



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



তোমাকে ইহা দ্বারা পরীক্ষা করিলাম মাত্র, ইহা কাল্পনিক নরক। তোমাকে পূর্ব্বেও দুইবার পরীক্ষা করিয়াছি, তুমি তিনবার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে। রাজনীতি অনুসারে কতকগুলি বিধান আছে, কিন্তু যুধিষ্ঠিরের তাহা নহে, তাঁহার লক্ষ্য ধর্ম্ম ছিল। তাই এরূপ বলায় রথ মৃত্তিকা স্পর্শ করিল এবং নরক দর্শন হইল। শল্যরাজা যুধিষ্ঠিরের আপন মামা ছিলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় তিনি যুধিষ্ঠিরের পক্ষে থাকিবেন মনে করিয়াছিলেন। শল্যরাজা খুব যোদ্ধা ছিলেন; দুর্য্যোধন তাঁহাকে আপন পক্ষে নেওয়ার জন্য শল্যরাজা আসিবার রাস্তায় নানাদ্রব্য, ভোজনশালা, বিশ্রামশালা প্রভৃতি কত রকম শল্যরাজার সন্তোষের নিমিত্ত প্রস্তুত করিয়া রাখিলেন। শল্যরাজ যখন আসেন তখন জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এই সব কে ক'রেছেন?" লোকজন যাঁহারা ছিলেন তাঁহারা বলিলেন, "দুর্য্যোধন ক'রেছেন"; শল্যরাজ সব বুঝিলেন। দুর্য্যোধন যাইয়া সাক্ষাৎ করিলেন। শল্যরাজ বলিলেন, "বাপু! আমি তোমার উপর সন্তুষ্ট হইয়াছি, বর প্রার্থনা কর।" দুর্য্যোধন বলিলেন, "আমাকে এই বর দিন যে আপনি আমার পক্ষ অবলম্বন করিবেন।" শল্যরাজ "তথাস্তু" বলিয়া বলিলেন, "আমি যুধিষ্ঠিরের সহিত অগ্রে সাক্ষাৎ করিয়া আসি।" যুধিষ্ঠিরের নিকট সব বলিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, "তুমি ইহার নিকট এই বর চাও যে কর্ণের সহিত আর অর্জ্জুনের সহিত যখন যুদ্ধ হইবে তখন উনি কর্ণের সারথি হইবেন এবং কর্ণের তেজ হরণ করিবেন অর্থাৎ কর্ণকে বলিবেন 'যে তুমি হ'লে সূত্রধরের পুত্র আর অর্জ্জুন হইল রাজপুত্র; শত হইলেও তুমি কি করিয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধে পারিবে।' তবে আমাকে সারথি হইতে বল তা হ'চ্ছি, কিন্তু কি ক'রে তুমি অর্জ্জুনের সহিত পারিবে? এই প্রকার ব'লে উনি কর্ণের তেজ



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



হরণ করিবেন।" শল্যরাজ "তথাস্তু" বলিয়া স্বীকার করিলেন। শল্যরাজ দুর্য্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করিলেন সত্য কিন্তু তাহাতে কিছু ফল হইল না।

**স্নানের সময়**—সেদিন পদ্মপুরাণে দেখিলাম রাত্রি তিনটার সময় যে স্নান তাহা অমৃত-স্নান তুল্য। চারিটার সময় যে স্নান (ব্রহ্ম মুহূর্ত্তে) তাহা মধু-স্নান তুল্য। পাঁচটার সময়ে যে স্নান তাহা পয়ঃ-স্নান তুল্য। সূর্য্য উদয়ের পূর্ব্বে যে স্নান তাহা তোয়-স্নান তুল্য। সূর্য্যোদয়ের পরে যে স্নান তাহা শোণিত-স্নান তুল্য, তাহাতে নানাপ্রকার ব্যাধি পীড়া জন্মিতে পারে।

"মানুষ সংসারের সহিত সংগ্রাম ক'রে আর পারে না।"

**জীবন্মুক্ত পুরুষের অবস্থা**—প্রঃ—জীবন্মুক্ত পুরুষের কি পীড়া হইলে ক্লেশ হয়?

উঃ—জীবন্মুক্ত পুরুষের পীড়া হইতে পারে কিন্তু ক্লেশ অনুভব হয় না। যাঁহাদের দেহত্যাগের পর মুক্তি হয় তাঁহাদিগকে বিদেহমুক্ত বলে। দেহ থাকিতেই যাঁহারা মুক্ত হন তাঁহাদিগকে জীবন্মুক্ত বলে। সত্ত্বঃ, রজঃ, তমঃ এই ত্রিগুণ অতীত না হইলে জীবন্মুক্ত হয় না। সুখ, দুঃখ, নিন্দা, প্রশংসা, শত্রু, মিত্র ইত্যাদি দ্বন্দ্বের অতীত না হইলে হয় না। জীবন্মুক্ত পুরুষ যাচ্ঞা করেন না। এক ঘটী জল চাহিলে যাচ্ঞা করা হয় না। অভাব বোধ হইলে দাও দাও ব'লে পুনঃ পুনঃ চাহিলে যাচ্ঞা করা হয়। নিন্দা, প্রশংসা সমান জ্ঞান করেন, নিন্দায় ক্ষুব্ধ হন্ না, প্রশংসায় সুখী হন্ না। এই মত ভাল, ইহা গ্রহণ কর; ইহা ভাল নহে এরূপ করেন না। তিনি সাম্প্রদায়িক ভাবে আবদ্ধ হন্ না।



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



**জীব কেন কর্ম্মপাশে আবদ্ধ হয়**—প্রঃ—জীবের সর্ব্বপ্রথমে তো কর্ম্ম থাকে না, তবে কেমন করিয়া কর্ম্মপাশে বদ্ধ হয় ?

উঃ—মায়া দুই প্রকার,—(১) বিদ্যা ও (২) অবিদ্যা। এই অবিদ্যা মায়ায় সত্তঃ, রজঃ, তমঃ এই ত্রিগুণাবদ্ধ হয় জীব। কর্ম্ম বাস্তবিক কিছু নহে। যেমন নাটক প্রভৃতিতে সেজে অভিনয় করা। "বালক ক্রীড়াবৎ, উন্মাদ নৃত্যবৎ" এই দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। বালক ক্রীড়া করিতে করিতে ঘর বাঁধিতেছে আবার তাহা ভাঙ্গিতেছে। ইহাতে তাহার বিশেষ কোন ইচ্ছা নাই। উন্মাদ চলিয়া যাইতেছে অমনি উহার মধ্যে একটু নৃত্য করিল, ইহাতে তাহার বিশেষ কোন একটা ইচ্ছা নাই। কর্ম্মও এই প্রকার। যাঁহারা জগতে ঈশ্বরের মহিমা দেখিয়া তাহা উপলব্ধি করেন, তাঁহারা ইহাকে কর্ম্ম বলেন। ভগবদ্ভক্তেরা ইহাকে কর্ম্ম বলেন না, তাঁহারা ইহাকে ভগবানের ইচ্ছা বলেন। ভগবানের ইচ্ছাই সব। কর্ম্ম কিছুই নহে। যেমন নাটকে অভিনয় করা হয়, সাজ পোষাক ছাড়িলে আবার যেই সেই। যেমন জল ও বুদ্‌বুদ্ এক, তবে বুদ্‌বুদের মধ্যে যে একটু বায়ু আছে তাহাতে পৃথক দেখায়; সেইরূপ ত্রিগুণাধীন ব'লে জীব কর্ম্মবদ্ধ বলিয়া বোধ হয়। গুটীপোকা কোষে আবদ্ধ হ'য়ে যেমন উহা কেটে বাহির হইতে চেষ্টা করে তদ্রূপ ত্রিগুণাধীন জীব যখন মায়ার আবরণ ভেদ করিতে চায়, তখনই তাহার কর্ম্ম।

প্রারব্ধ ভোগ ক'রে যদি কর্ম্ম শেষ করিতে হইত তাহা কি ভয়ানকই হইত। এইজন্য ভক্তেরা কর্ম্ম বলেন না, ভগবানের ইচ্ছা বলেন। যাঁহারা কর্ম্ম বলেন, তাঁহারা বলেন, এই কর্ম্ম কেটে গেল; নতুবা কর্ম্ম প্রবাহ নিবারণের কারণ আর কি বলিবেন।



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



**ঋষিবাক্য ও গ্রন্থপাঠ**—একমাত্র ঋষিবাক্য মস্তকে ধারণ করিতে পারিলে রক্ষা নতুবা আজকাল যেরূপ সময় প'ড়েছে তাহাতে আর কি উপায় আছে? অমুকে একখানা গ্রন্থ লিখেছেন, অমুকে বক্তৃতা করিতেছেন, ইহা প'ড়ে শুনে নানাপ্রকার বিপদ উপস্থিত হয়। কেহ হয়ত হিন্দুধর্ম্মের নাম ক'রে এইপ্রকার ক'রেছেন, মাংস খাওয়ায় ক্ষতি নাই; ইহাকে হিন্দুধর্ম্মের নাম না দিয়া নিজের মত বলিলেই ত হইত। সাত্ত্বিক আহারে শরীর শুদ্ধ করিতে হইবে; শরীর শুদ্ধ না হইলেত ভূত-শুদ্ধি হইবে না। ভূতশুদ্ধি না হইলে পূজারই অধিকার জন্মিবে না। এখন যে সমস্ত ব্রাহ্মণ সন্ধ্যা-পূজাদি করেন তাঁহারা ভূতশুদ্ধি না ক'রে অর্ঘটী পর্য্যন্ত হাতে নেন না। এক্ষণে ভূতশুদ্ধি কেবলমাত্র মন্ত্রেই আবদ্ধ হ'য়েছে। ভূতশুদ্ধি আরতো কেবল মন্ত্র নয়? এই শরীরের পঞ্চভূত শুদ্ধ করিতে হইবে। এই অবস্থায় প্রত্যহ এক অধ্যায় গীতা পাঠ, শ্রীমদ্ভাগবত কিছু কিছু এবং যিনি পারেন তিনি শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, শ্রীচৈতন্য-ভাগবত, শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের প্রার্থনা এ সমস্ত পাঠ করিতে পারেন। এরূপভাবে চলিলে রক্ষা; ইহাতে প্রাণে শান্তি আসিবে। ঋষি প্রণীত শাস্ত্র পাঠ করিলে প্রাণে শান্তি বোধ হয়; অশান্তি আসিবে না। এখন ভূতশুদ্ধি, শরীর শুদ্ধির দরকার কি? এসব পূজার জন্য দরকার। তাহাতো বেদান্তে উঠাইয়া দিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত ভাবে চলিতে চলিতে যদি কাহারও প্রাণে ব্যাকুলতা আসে তবে ভগবদ্ ইচ্ছায় যদি কিছু লাভ হয়।

**অপরের উপকার করার দোষ**—অভয় বাবু বলিলেন, "তিনি ত ইচ্ছা করিলেই তাহাকে মদ্ খাওয়া হইতে বিরত করিতে পারেন; তাঁহার আর অসাধ্য কি আছে?" শ্রীপ্রভু তাহাতে বলিলেন, "হাঁ



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



পারেন কিন্তু নিজকে ঐ অবস্থায় নামাইয়া আনিতে হয়। নিজকে পতিত করিলে করিতে পারেন। ঐরূপ উপকার করিতে যে নিজের পতন। গয়ার বাবাজী পরের উপকার করিতে গিয়া নিজে পতিত হ'লেন। তাঁহার যে একটা প্রভাব ছিল তাহা নষ্ট হ'য়ে গেল। এখন ঢাকায় এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এ সকলের কি দরকার ছিল? দয়া রাখিতে হইবে না। সুখ দুঃখ ভোগ মাত্র। শ্রীভগবান সব করিবেন, আমার কি ক্ষমতা আছে? কাহার কি অবস্থায় পতন হয় বলা যায় না। মৃত্যু না হওয়া পর্য্যন্ত আর বিশ্বাস নাই। কাহারও হয়ত মৃত্যুর পূর্ব্বে কোন বাসনা জন্মিল, তাই মৃত্যু হইলে গিয়া বিশ্বাস, নতুবা এখন কি হয় বলা যায় না।

**একটী জন্তু অন্য জন্তুকে খায় কেন?**—প্রঃ—একটী জন্তুতে অপর একটীকে খায়, ইহা কিরূপ?

উঃ—তাই তো এই তত্ত্ব বুঝা ভার। বৃক্ষ, লতা, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ ইত্যাদি চৌরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ ক'রে, পরে মনুষ্য জন্ম। মনুষ্য জন্ম অতি দুর্ল্লভ। নীচ যোনিতে জন্মগ্রহণ ক'রে দীর্ঘায়ু হইলে মনুষ্য জন্ম লাভে অধিকতর বিলম্ব ঘটে। তাই শ্রীভগবানের এই বিধান একে অন্যকে ভক্ষণ ক'রে উহার মনুষ্য জন্ম লাভের নিকটতর করে। মনুষ্য জন্ম লাভ ক'রেও কত জন্ম বন্য মানুষ প্রভৃতি অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে কাটিয়া যায়।

**মনুষ্য জন্মের পরও পশু জন্ম**—প্রঃ—মনুষ্য জন্মের পরও কি আবার পশু জন্ম হইতে পারে?

উঃ—হাঁ, অপরাধ হইলে হইতে পারে। সংশোধনান্তে আবার মনুষ্য-জন্ম হয়।



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



যে বিষয়ের যিনি আচার্য্য তাঁহার নিকট তাহা শিক্ষা না করিলে হয় না। যিনি ব্যাকরণ শাস্ত্র জানেন তাঁহার নিকট ব্যাকরণ পড়িতে হয়; তাঁহার নিকট কাব্য পড়িতে হয় না।

**সমস্ত শাস্ত্রই বেদের অন্তর্গত**—স্মৃতি, পুরাণ কি বেদ ছাড়া? বেদ অবলম্বন ক'রেই স্মৃতি, পুরাণ। যাঁহারা আলোচনা করেন, তাঁহারা জানেন। বেদের যে অংশ যাগ যজ্ঞাদি কর্ম্মকাণ্ড, তাহাতে আমার প্রয়োজন নাই। যে অংশ উপাসনা-কাণ্ড এবং অবতার-তত্ত্ব, তাহাতে আমার প্রয়োজন নাই। আমার প্রয়োজন কেবল বেদান্ত দিয়া।

**সাত বৎসরের বালকের অদ্ভুত শক্তি**—কালীঘাটে সাত বৎসর বয়স্ক একটি বালক ধর্ম্ম সম্বন্ধে কঠিন কঠিন প্রশ্নের উত্তর দিত। এক দিকে খেলিতেছে; আবার কেহ প্রশ্ন করিলে তাহার উত্তর দিতেছে। কেহ হয়ত ন্যায়ের প্রশ্নই ক'ল্লেন, তারই উত্তর দিচ্ছে। সে বলিত আমি কিছুই জানি না; যাহা মনে আসে তাহা বলি। একজন বলিলেন, "ভক্তি কিসে হয়।" তাহাতে উত্তর দিল, "স্বগুণ উপাসনা না করিলে ভক্তি হয় না।" যে প্রশ্নটি করা হইত অমনি তাহার ঠিক উত্তরটী দিত। পূর্ব্ব সংস্কার।

**শুদ্ধ আহার**—শুদ্ধ আহার না করিলে শরীর শুদ্ধ হয় না। শরীর শুদ্ধ না হইলে অন্নময় কোষ ভেদ হয় না। সাত্ত্বিক আহার করিলে উহার উপকারটী বুঝা যায়। শুদ্ধ-অন্ন আহার করিতে করিতে শরীর ঠিক হইলে আর অশুদ্ধ জিনিস ভক্ষণ করা যায় না। সেইরূপ ইচ্ছা করিয়া খাইলেও শরীর উহা গ্রহণ করে না। শুদ্ধ আহারে তৃপ্তি, পুষ্টি ও আনন্দ হইবে।



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



প্রঃ—শুদ্ধ আহার কিরূপ ?

উঃ—যেমন আলো চাউল, ঘি, মাসকলাইএর ডাইল ভাতে ইত্যাদি। যাহা খাইলে সহজে পরিপাক হয় এবং পেট গরম করে না।

প্রঃ—খাদ্য কেহ কেহ ছুঁইলে কি দোষ হয় ?

উঃ—হাঁ, তাহা হয় ; কাহারও যদি শরীরে কোন রোগ থাকে, তবে উহা তোমার শরীরে প্রবেশ করিতে পারে এবং তোমার শরীরে যদি ঐ রোগের বীজ থাকে তবে অমনি উহা তোমাকে আক্রমণ করিবে। তোমার মন ও বুদ্ধিকে তাহার মন-বুদ্ধির ভাবাপন্ন করিবে। তাহার সমস্ত চণ্ডালভাব তোমাতে প্রবেশ করিবে।

প্রঃ—দোকানের জিনিষপত্র খাওয়াতে কি দোষ আছে ?

উঃ—হাঁ, দোকানের জিনিষপত্র খাওয়া কি ভাল ?

প্রঃ—আমার ঘুরে ঘুরে বেড়াতে হয়, এ অবস্থায় কি খাই ? আমি তো চিঁড়া, বুট ভিজান খাই।

উঃ—ফল খাইতে পার। না, তা সব সময় পাওয়া যায় না। তবে ভাল চিঁড়া যদি হয়, কি বুট ভিজান খাইতে পার। রাত্রে অল্প আহার করা উচিত, এক রাইশ খাইলে কিছু হয় না। সহজে পরিপাক হওয়া চাই—পেট গরম না করে, তৃপ্তি, পুষ্টি হওয়া চাই।

**মনের অন্তর্মুখীন অবস্থা**—প্রঃ—সংসারে থাকিয়া মন একান্ত করা যায় কিরূপে ? কিসে ঐকান্তিকতা হয় ?

উঃ—মন অন্তর্মুখীন না হইলে হয় না। শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, জপ এই সকলে মন অন্তর্মুখীন হয়। মানুষ না থাকিলেই একান্ত হয় না। মন হয়তো ভোঁ ভোঁ করিয়া বেড়াইতেছে। নির্জ্জন থাকা, কোন ঘরে দ্বার রুদ্ধ ক'রে থাকা, একাকী গুহায় থাকা, কোন বনে সঙ্গীহীন হ'য়ে



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



থাকা, ইহা ঐকান্তিকতা বটে, কিন্তু মূল কথা হ'চ্ছে মন অন্তর্মুখীন হওয়া চাই।

আমি একটি ফকিরকে দেখেছি, তিনি বাজারের মধ্যে একাকী বসিয়া থাকিতেন, ধ্যান করিতেন কি জপ করিতেন। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম আপনি ঐরূপ কোলাহলের মধ্যে থাকেন কেন? তিনি বলিতেন ইহার মধ্যে যদি আমার মন ঠিক থাকে তবেই হইল। মন যদি একান্ত হয়, তবে এই যে, শ্বাস প্রশ্বাসে নাম সর্ব্বদা চলিতে থাকে। হয়ত ভগবদ্ প্রাসঙ্গিক সঙ্গীত শুনিতেছেন, কাহারও সহিত কথা বলিতেছেন, গল্প করিতেছেন, প্রশ্নের সহিত উত্তর দিতেছেন, কিন্তু ভিতরে নাম চলিতেছে।

**আসক্তি**—মনে কোন বিষয়েতে আসক্তি রাখিতে হয় না। এই আসক্তি কাটিতে হইবে। শাস্ত্র কর্ত্তারা দেখাইয়াছেন যে এমন কি তপস্যার নিয়মে পর্য্যন্ত আসক্তি জন্মে। এই অবস্থায় তপস্যার এবং নিয়মের উদ্দেশ্য ভুলিয়া গিয়া মাত্র অনুষ্ঠান করা হয়। "নামে আসক্তি যদি হয়" হাঁ, তাহা ত হওয়া দরকারই। অসৎ বিষয় অর্থাৎ যাহা অনিত্য, তাহাতে আসক্তি করিবে না। সত্য যাহা তাহাতে তো আসক্তি হইবেই।

**গুরু নানক**—গুরু নানক যখন ছেলেবেলায় গো, মহিষ চরাইতেন, তখন একদিন ঘুমিয়ে প'ড়েছিলেন। তখন একটি সর্প ফণাদ্বারা তাঁহার মুখমণ্ডল আচ্ছাদন করিয়াছিল যেন উহাতে সূর্য্য কিরণ না পড়িতে পারে। আর একদিন এক বৃক্ষতলে ঘুমিয়ে আছেন, সূর্য্য ঘুরে যাচ্ছে কিন্তু তিনি যে বৃক্ষছায়ায় শুয়েছিলেন তাহা যেখানে ছিল সেখানেই রহিল। অপর একদিন মহিষ চরাইতে গিয়াছেন, একব্যক্তির গমের ক্ষেতে গিয়ে উহারা তাহার সমস্ত গাছ খেয়ে ফেলেছে। সে আসিয়া গুরু নানককে জিজ্ঞাসা



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS


করিল, এ "কি ক'রেছ ? তোমার মহিষ যে সমস্ত গমের গাছ খেয়ে ফেলেছে। উক্ত ব্যক্তি গিয়ে জমিদারকে জানাইলেন। জমিদার নানককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন তোমার মহিষ নাকি উহার সমস্ত গমের গাছ খেয়ে ফেলেছে ?" নানক বলিলেন,—"না, আমার মহিষে উহার গমের গাছ খাইবে কেন ?" "এই যে ইনি দেখে এলেন সব খেয়েছে।" "কোথায়, না খায়নি ?" কৃষক পুনরায় যেয়ে দেখেন, গমের গাছ যে রকম সেই রকমই আছে। ছোট চারা গাছটি পর্য্যন্ত ঠিক আছে। নানকের মুখে আসিল অমনি তাহা বলিয়া ফেলিলেন। তখন সে বলিল—"তার কো বেটা আদমি শেহিনায়।"

**নানকজী**—নানকজী সম্বন্ধে দুই মত—একমতে বলেন, তিনি শ্রীভগবানের অবতার ; আর একমতে বলেন, তিনি রাজর্ষি জনক ; জীবের দুঃখ দেখে নানক হ'য়ে জন্মগ্রহণ ক'রেছিলেন : নানকের মত এবং বৈষ্ণবমত একইরূপ। নানকজী কোনও সম্প্রদায় অবলম্বী ছিলেন না। এইজন্য তাঁহার মতাবলম্বীদিগকে নানকপন্থী বলা হয়। "মহাজনো যেন গত স পন্থা।" শ্রীভগবানের আদেশমতে "হ, ব, গ, র" এই আদ্যাক্ষর বিশিষ্ট নাম দিতেন।

**পিতা-মাতা সাক্ষাৎ দেবতা**—পিতামাতা সাক্ষাৎ দেবতা, তাঁহাদিগের উচ্ছিষ্টকে উচ্ছিষ্ট বলা উচিত নয়। তাহা দেবতার প্রসাদ তুল্য। যেমন জগন্নাথের প্রসাদ সেইরূপ। যিনি পিতামাতাকে ভক্তি করিতে পারেন না তিনি শ্রীভগবানকে ভক্তি করিতে পারেন না। পিতামাতা পরলোকে গমন করিলে শ্রাদ্ধ তর্পনাদি দ্বারা তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে হয় ; জীবিত থাকিলে তাঁহাদের সেবা করিতে হয়।

**নিন্দা**—কাহারও দোষ বলিলেই নিন্দা করা হয় না। কাহারও মর্য্যাদা কিম্বা সুখ্যাতি নষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে দোষ কীর্ত্তন করার



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



নাম নিন্দা। পরের নিন্দা করা মহাপাপ। যাহার নিন্দা করা হয় তাহার বিশেষ কোন অনিষ্ট হয় না, কিন্তু নিজের চিত্ত কালি হয়, মলিন হয়। কাহাকে সংশোধন করার জন্য তাহার দোষ উল্লেখ করা যায়। কিন্তু তাহাও যেখানে সেখানে বলিতে নাই। যাহাতে তাহার যথার্থ মঙ্গল হয় এইভাবে বলিতে হয়।

দয়া—কাহারও উপকার করিলেই যে দয়া হয়, এমন নহে। একজনের দুঃখ দেখে দুঃখ হ'লো, একজনের সুখ দেখে সুখ হলো। অন্যের অবস্থায় নিজেকে সেই ভাবাপন্ন করাই দয়া। বৃক্ষে জল; পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ প্রভৃতিকে আহার; এইসব দয়ার কার্য্য। ইহা দ্বারা দয়া প্রকাশ করা হয়। এই করিতে করিতে সর্ব্বজীবে দয়া এবং তাহাদিগের সহিত নিজের কি সম্বন্ধ তাহা বুঝা যায়।

ভগবান—কোন ব্যক্তিকে যখন ভগবান বলা যায় তখন ষড়ৈশ্বর্য্যশালী বুঝিতে হইবে। পরমেশ্বরকে ভগবান বলিলে সর্ব্বশক্তিমান বুঝিতে হইবে। ভগবানই সর্ব্বশক্তির আধার।

"যত বেশী নাম করিবে, তত বেশী উপকার হইবে"

**ধুলি হইতে হইবে**—ধুলি হইতে হইবে, মাটি হইতে হইবে, জীবন্তে মরা হইতে হইবে। যতদিন ভিতরে অহং ভাব আছে ততদিন মাথার উপর পাহাড় পর্ব্বত। শ্রীভগবান দর্পহারী; কোন রকমে একটু অহঙ্কার হইলেই এ'গালে এক চাপড় ও'গালে এক চাপড়, নাক মলা, কান মলা, মারে বাপ্‌রেও বলিতে দিবে না। এতে যদি হইল ত হইল। নতুবা ঘাড় ধ'রে কোথায় দিবে তাহার ঠিক নাই। সাধন ভজন ক'রে আমার এই অবস্থা লাভ হ'য়েছে, আমার এত উন্নতি হ'য়েছে, এইভাবে মনে যদি অহঙ্কার হয় তবে কি আর রক্ষা আছে। নিক্তির কাঁটার



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



মতন। লক্ষ্মণ সীতার পায়ের দিকে মাত্র তাকাইতেন। তিনি কি আর কিছুই দেখিতেন না? তাহা নহে; তিনি সমস্তেরই পায়ের দিকে তাকাইতেন। মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষলতা সকলেরই নিকট অবনত হইতে হইবে। এই হইলেই কৃতকার্য্য হওয়া যায়। এই হইলে আকাশে অল্প সাদা মেঘ থাকিলে যেমন বিদ্যুৎ দেখা যায় সেইরূপ দেখা যায়। তখন ধনুকধারী রামচন্দ্র সঙ্গে থাকেন। শ্রীভগবান সর্ব্বভূতে; ইহা আর তো কথার কথা নয়।

**সাধু পরীক্ষার ফল**—একজন বলিলেন, সতীশবাবু বলেন কুম্ভমেলায় যে নাগা সন্ন্যাসীদিগের উপর অত্যাচার করা হ'য়েছে, তাহাতে প্লেগ হ'য়েছে। একটু হেসে বলিলেন, "সতীশবাবুর বেশ খেলা। শ্রীভগবান কাহার কথা যে কখন গ্রহণ করেন তাহার কি কিছু ঠিক আছে? কত স্থানে কত মহাপুরুষ আছেন, লোকে কি তাঁহাদিগকে চিনে? একবার একস্থানে এসে অনেক সাধু উপস্থিত হ'লেন; তাঁহারা কাহারও নিকট কিছু চাহিলেই বলিতেন, হাঁ! তোমাদের মত ঢের সা দেখেছি। কিছু দেখাতে পার? একটা সাধু ছিলেন কেপাচাঁদের গোছ, হয়ত একটা কালা পাত্তিল এনে তাহাতে ক'রে ভিক্ষা ক'রে, মাধুকরী ক'রে, কিছু আন্‌লেন; উঠায়ে উঠায়ে নিজে কিছু খাচ্ছেন, কুকুরকে কিছু দিচ্ছেন। একদিন একটী লোক সাধুদিগকে ঐরূপ বলায় তাঁহার শরীর হইতে যেন তেজ বাহির হইতে লাগিল। তিনি বলিলেন, "সাধুকো কুছ নেহি দেতা হায়, কেবল বল্‌তে হায় কুছ দেখানেকো,—শক্‌তো হো; তোমকো লেড়্‌কা মর্ গিয়া।" এই যখন বলিলেন তখন একটি লোক দৌড়িয়া এসে সেই বাবুটিকে বলিলেন, "বাবু, আপনার ছেলেকে সাপে কামড়াইয়াছে।" তিনি যেতে যেতে ছেলেটীর মৃত্যু হ'ল।



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



পূর্ব্ব বৃত্তান্ত সব শুনে বলিলেন, "উঁহাকে ধরুন, তবেই সব হবে।" সাধুকে আসিয়া অনেক বলা কহায় তিনি বলিলেন, "হাম্ কুছ্ নেহি জান্‌তে হ্যায়, হাম্‌তো সাধু হ্যায়।" তখন মৃত শিশুটীর মাতা আসিয়া পা ধরিয়া অনেক কাঁদাকাটী করায় বলিলেন, "হাম্ আভি কুছ্ নাহি করেগা, পাছু হাম্ দেখেগা। যাও মাই, তোমকো স্বামী আচ্ছা আদ্‌মি নেহি হ্যায়। আউর তিন দিন বাদ হাম্ দেখেগা।" ইহা শুনে সকলে বলিল, দেখ কি হয়; পোড়াইও না। তিন দিন পরে যখন শব ফুলিয়া উঠিল, বদন গলিল, তখন তিনি তাহাকে বাঁচাইলেন। কি আশ্চর্য্য!

**নির্য্যাতনের পর সাধুর ভগবানকে স্মরণ করার ফল—**

একদিন একটী সাধু গয়ার এক দোকানে গিয়ে ময়রাকে বলিলেন, "দেখ বাপু, তিন দিন গোপালজীকো কুছ্ ভোগ নেহি লাগ্‌তে হ্যায়; ভোগ্‌কাস্‌তে কুছ্ দে দেও।" ময়রা অস্বীকার করিল। পুনঃ পুনঃ চাহিলেন, কিছুতেই যখন দিলে না, তখন নিজ হাত দিয়া একখানা জিলাপি যেই তুলিলেন অমনি ময়রা তাঁহাকে গালে একটা চড় মারিল। সাধু তখনই বলিলেন, "ওঁ গুরু।" এই ব'লে চ'লে গেলেন। যেতে যেতে অমনি তখন তাঁহার গুরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। গুরু অন্য স্থানে থাকিতেন। দেখা হইবামাত্র বলিলেন, "কেমন আছ? মুখ মলিন কেন?" তখন তিনি সব গুরুর নিকট বলিলেন। গুরু সব শুনে বলিলেন, "তুমি তাহাকে কি বলিলে?" "আমি আপনার নাম নিলাম; আপনাকে স্মরণ করিলাম।" তাহা শুনে গুরু বলিলেন, "তুমি কি ক'রেছ—? তুমি তাহাকে গালি দিলে না কেন? সে দুনিয়ার লোক, আর তুমি সাধু; তুমি এ কি ক'রেছ?" আমি তাহাদের এই কথাবার্ত্তা শুনে সেই ময়রার দোকানে গেলাম। যেয়ে দেখি তাহার পুত্রকে ভয়ানক



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS


বিষধর সর্পে দংশন ক'রেছে; তাহার মৃত্যু হ'য়েছে। এইরূপ অবস্থায় কোন অপমান নির্য্যাতন যদি কেহ বিনা ক্লেশে আপনি বহন করিতে পারেন তবে তাহাই শ্রেষ্ঠ। ভগবান্‌কে স্মরণ করিলে আর রক্ষা নাই।

প্রঃ—তবে হরিদাস ঠাকুরকে যে এত করা হইয়াছিল তিনি ত নিজেই সহ্য ক'রে তাহাদের মঙ্গল কামনা ক'রেছিলেন, তবে ওরূপ কেন হইল?

উঃ—সে ভিন্ন কথা। তিনি যে পরে লীলা করিবেন, ওসব তাহার আয়োজন।

প্রঃ—তবে কিছু বলাও দোষ, না বলাও দোষ?

উঃ—ক্রোধান্বিত হ'য়ে বলায় ক্ষতি; কিন্তু তাহার মঙ্গল কামনায় যদি অনুত্তেজিত ভাবে গালি দেওয়া যায়, কি কিছু বলা যায়, তাহাতে তাহার মঙ্গল হয় অর্থাৎ কোন ক্ষতি হয় না।

**ভগবান্‌কে বশ করবার উপায়**—যিনি ভগবানে আত্ম-সমর্পণ ক'রেছেন, তিনি বাবা গুরুর মতন একটু এদিক ও ওদিক হইলেও "মারিল পাঁচন দিয়ে এক বাড়ি।" ভগবানকেও বশ করার উপায় আছে। গরুকে যেমন দড়ি ধ'রে নিলেও এদিক ওদিক যায় কিন্তু বাছুরটী কোলে ক'রে নিয়ে চলে গেলে অমনি আপনিই হম্বা হম্বা ক'রে পিছন পিছন যায়। তেমন মানুষও ভগবানকে জানে না, ভক্তি করিতে পারে না। কিন্তু যদি তাহার ভক্তকে পূজা করিতে পারে তবে আপনিই বশ হন।

**বর্ত্তমান মহাপ্রভুর মূর্ত্তি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর প্রতিষ্ঠিত**—শ্রীবৃন্দাবন, শ্রীনবদ্বীপ ঠিক যেমন তেমনই আছে। মায়াপুরী বলুন আর যাই বলুন, নবদ্বীপ ঠিকই আছে। তবে শ্রীনিবাস প্রাঙ্গণের কতকটা অংশ গঙ্গার মধ্যে পড়িয়াছে। নবদ্বীপ ঠিক একটী দ্বীপের মত ছিল;



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



চার ধারেই গঙ্গা। সেই নবাবের আমলে একজনকে যে দেবোত্তর দেওয়া হইয়াছিল সেই মসনদের চতুঃসীমায় সব ঠিক হ'য়েছে এবং নবদ্বীপ যে ঠিক আছে তাহা প্রমাণ করা হইয়াছে। নবদ্বীপে যে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর মূর্ত্তি স্থাপিত আছে উহা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর নির্ম্মিত ও প্রতিষ্ঠিত। গোস্বামীগণ বংশ পরম্পরাক্রমে সেই মূর্ত্তি সেবা করিতেছেন। এই গোস্বামীগণ মহাপ্রভুর শ্বশুর বংশ—বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর পিতৃবংশ। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী সেই মূর্ত্তি নির্ম্মাণ ক'রে, মহাপ্রভু এবং এই মূর্ত্তি এই দু'য়ের সঙ্গেই খেলা করিলেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি এই দু'য়ের যাহা চাও তাহা ধর।" মহাপ্রভুর মায়া বশতঃ তিনি ঐ মূর্ত্তিই ধরিলেন।

**শ্রীকৃষ্ণের লীলা**—রাম-কৃষ্ণ গোষ্ঠে গেলেন; যেয়ে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণের নিকট খাবার চেয়ে পাঠালেন। ব্রাহ্মণগণ বলিলেন, "কে তোদের রাম-কৃষ্ণ; আমাদের যজ্ঞ হ'লোনা, আগেই তাহাদের খাবার দেও। গোয়ালার ছেলের কি স্পর্দ্ধা।" শ্রীদাম গিয়েছিলেন, ফিরে এসে বলিলেন, "তোমার কথামত যেয়ে অপমান; আমি আর কোথাও যাইতে পারিব না।" শ্রীদামের এসব সহ্য হইত না কিনা? শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "আবার যাও, যেয়ে ব্রাহ্মণ-পত্নীগণের নিকট যাও।" ব্রাহ্মণীগণের নিকট বলায় তাঁহারা বলিলেন, "রাম-কৃষ্ণ এসেছেন। তাঁহাদিগকে দর্শন করার জন্য আমরা কত ভেবেছি।" এই ব'লে নানাবিধ সুখাদ্য দ্রব্য নিয়ে ব্রাহ্মণগণের নিষেধ না শুনে, তাঁহারা রাম-কৃষ্ণ দরশনে চলিলেন। একজনকে আবদ্ধ ক'রে রেখেছিল, তিনি সকলের আগে গিয়ে রাম-কৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হ'লেন। ব্রাহ্মণীগণ গিয়ে দেখিলেন তিনি সকলের অগ্রেই রাম-কৃষ্ণের নিকট গিয়েছেন। সুখাদ্য দ্রব্যাদি রাম-কৃষ্ণকে ভক্ষণ করিতে দিলেন এবং তাঁহাদিগকে দর্শন করিলেন। শেষে তাঁহারা বলিলেন, "হে কৃষ্ণ



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



আমরা আর দেশে যাইব না। তোমার চরণে আমরা আত্ম-সমর্পণ ক'রেছি; অপর আমাদিগের স্বামীগণ আমাদিগকে গ্রহণও করিবে না। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "তোমরা গৃহে যাও, তোমাদিগকে তাহারা কিছু বলিবে না। বিশেষতঃ তোমাদিগকে আর রসুই করিতে হইবে না। তাঁহারা যখন গৃহে ফিরিলেন তখন ব্রাহ্মণগণ ভাবিলেন, ধিক্ আমাদের উপনয়ন ও সংস্কারে; ধিক্ আমাদের গুরুগৃহে বাস। রাম-কৃষ্ণ কি বস্তু আমরা বুঝিলাম না, চিনিলাম না; আর এই স্ত্রীগণ ইহাদের উপনয়ন ও সংস্কার হয় নাই, গুরুগৃহে বাসও করে নাই। উহারা অনায়াসে রাম-কৃষ্ণ দর্শন করিল। চল, আমরাও রাম-কৃষ্ণ দর্শনে যাইব। এই ব'লে যখন গমনোদ্যত হইলেন তখন এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বলিলেন, দেখ হে! যেওনা; কারণ যে কংশ রাজা তাহাতে আর রক্ষা নাই। এক্ষণে থাক, পরে দর্শন করিও। এই সংসার বুদ্ধি উপস্থিত হ'লো, দর্শন হ'ল না। তদবধি আজ পর্য্যন্ত সেই স্থানের স্ত্রীলোকগণ খাদ্যবস্তু প্রস্তুত করেন না; পুরুষেরা প্রস্তুত করেন; আর যে দিবস প্রস্তুত না করেন, দোকান হইতে খাদ্য বস্তু ক্রয় করিয়া আনেন। কাহারও প্রাণে কোন বিষয়ের ব্যাকুলতা হইলে তাহাতে যে প্রতিবন্ধক জন্মায় সে শত্রুর কাজ করে।

**ঢাকার পরশুরামের অবস্থা**—পরশুরাম মাধবের মন্দিরের দ্বারের রজঃ চক্ষে মেখে অন্ধ ছিলেন, চক্ষু পেলেন। গেণ্ডারিয়ার আশ্রমে যখন আসিতেন, 'হরিবোল' ব'লে এসে উপস্থিত হ'তেন, তখন একটী জীবন্ত লোক—ইহা বেশ বোধ হইত। প্রসন্নের বাড়ীতে উপাসনা হইত, তথায় যাইতেন; উপাসনা শুনে কাঁদিতেন। ছোট ছোট মেয়েরা তথায় থাকিতেন, বলিতেন, "গোপীনীরা এসেছেন। আমাকে আপনাদের চরণ দিন।" এই ব'লে তাহাদের পায়ের নিকট মাথা দিতেন। তিনি



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



এসব উপাসনা আর এক চক্ষে দেখিতেন কিনা? বলিতেন, আমার শ্রীনন্দ-নন্দনের কথাইত ব'লেছেন। সংকীর্ত্তন ক'রে সমস্ত গ্রাম পরিক্রম করিতেন। খেতে ব'সেছেন, হয়ত তখনই উঠিলেন। ওহে, আমার অমুক স্থানে কীর্ত্তন করা হয় নাই। যে স্থানের কথা বলিতেন, তাহ হয়ত মুসলমান পাড়া। মুসলমান ছেলেদের নিকট কীর্ত্তন করিতেন। তাহারাও বেশ আনন্দ পাইত।

**বৃন্দাবনে গোষ্ঠের পথ**—এইক্ষণ বৃন্দাবনে যে পথে পরিক্রম করিতে হয়, উহা গোষ্ঠের পথ ছিল।

"যেমন মানস সরোবরে কচ্ছপ" এইরূপ নীচজন্ম হইলেও ইহাতে বিশেষত্ব আছে। এইরূপ জন্ম উহারা ইচ্ছা ক'রে গ্রহণ করে।

**হরিনাম ভিন্ন গতি নাই**—স্বয়ং পূর্ণব্রহ্ম সনাতন অবতীর্ণ হ'য়ে নিজে যাজন ক'রে দেখাইয়াছেন, "হরের্নাম, হরের্নাম, হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥" হরিনাম ভিন্ন আর কিছুতেই কিছু হইবে না।

প্রঃ—যাহাদের ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে সন্দেহ হয় অর্থাৎ নাই এরূপ নহে, সন্দেহ আছে; তাহাদের কিসে বিশ্বাস লাভ হয়?

উঃ—তীর্থ ভ্রমণ করিলে সন্দেহ দূর হয়। শেষে কোন প্রণালী অবলম্বন করিতে হয়।

**ধৈর্য্য আবশ্যক**—সকল বিষয়েই ধৈর্য্য আবশ্যক। একজন খুব ক্ষুধিত হ'য়েছেন, রান্না হয়নি, ভাত চ'ড়েছে। যেয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন রান্না হ'য়েছে?" "না রান্না হয়নি, এক ছিলিম তামাক খাও গিয়ে, এর মধ্যেই হইবে।" তামাক খেয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, হয়েছে?" "না হয় নি আর একটু অপেক্ষা কর।" ইহা বলা



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS


মাত্র অমনি ভাতের পাতিলের উপর কিছু মারিলেন। পাতিল ভেঙ্গে গেল, ভাত প'ড়ে গেল, শেষে কিছু মুড়ি খেয়ে থাকতে হ'লো। যদি আর কিছুকাল ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতেন, তবে অবশ্যই এত সময় ভাত হইত। ভাত খেতে পারিতেন। এইরূপ ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিলে আর কোনও অসুবিধা ভোগ করিয়া থাকিতে হয় না।

যেখানে যে পরিমাণ বিলাসিতা ঐশ্বর্য্য, সেইখানে সেই পরিমাণই মৃত্যু-ভয়। বৈরাগ্য না জন্মিলে মৃত্যুভয় যায় না।

**শোক**—খুব শোক পাইলে এবং বাহিরে উহা প্রকাশ না পাইলে মেরুদণ্ডে বেদনা হয়। বিধুর ঐরূপ হ'য়েছে। শরীরের সঙ্গে মনের কি আশ্চর্য্য যোগ।

বিষয়ের মধ্যে থাকিয়া শোক নিবৃত্তি করা যায় না। এই অবস্থায় তীর্থ পর্য্যটন করা উচিত। তীর্থ স্থানে প্রতিষ্ঠিত দেবতা এবং আরতি দর্শন করিলে মনের ময়লা দূর হয়। তীর্থস্থানে সৎ-সঙ্গী, সৎ-কথা এই সমস্তে শোক দূর হয়। তীর্থ-স্থান সকল আমাদের মঙ্গলের জন্য। তীর্থ-স্থান গৃহের দুর্গ-স্বরূপ।

**সাধন ভজনে দ্বিধা**—যিনি যে প্রকার গুরু গ্রহণ ক'রে সাধন ভজন করিতেছেন, তাহাতে তাঁহার দ্বিধা জন্মান উচিত নহে; বরং তাহাতে তাঁহার যে প্রকার বিশ্বাস, দৃঢ়তা জন্মে তাহাই করা উচিত। ঋষিরা যে পথে চ'লেছেন সেই পন্থাকে অবলম্বন করিলেই একস্থানে পৌছিবেন।

"তপস্যায় ক্রোধ এবং অভিমান জন্মে।"

**প্রাণায়াম সাধন নহে**—অনেকে সাধন করিতে বসিয়া কেবল প্রাণায়ামই করেন। প্রাণায়ামে সাধনের উপযোগিতা জন্মে। উহা



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



সাধন নহে। যাঁহারা উহাকেই সাধন ভাবেন, তাঁহারা ভুল করেন। শ্বাস প্রশ্বাসের প্রতি লক্ষ্য রেখে "নাম" এই সাধন।

**উচ্ছিষ্ট ইত্যাদি নিষিদ্ধ**—উচ্ছিষ্ট, মাদক সেবন, মাংস এই কয়েকটী বিচার করিয়া চলিতে হইবে। ইহা না হইলে হইবে না।

যে পরিমাণে জ্ঞানের অভাব, মোহ সেই পরিমাণে অশৌচের ব্যবস্থা করিয়াছে। যেমন এক মাস, পনর দিন, এগার দিন, দশ দিন।

কেহ যদি প্রশংসা করে, তবে উহা ইষ্ট দেবতাকে অর্পণ করিতে হয়। কেহ যদি তোমার প্রকৃত দোষ দেখাইয়া দেয়, তবে তাহাকে গুরুর ন্যায় মান্য করিবে। আপনার সব বজায় রেখে প্রকৃত সাধুকে ভক্তি করিতে হইবে।

**শ্রদ্ধার অর্থ**—শ্রদ্ধা অর্থে শাস্ত্র ও গুরুবাক্য বিশ্বাস, শাস্ত্র অর্থাৎ পৌরুষের বাক্য।

মহাপ্রভু যে বস্তু বিতরণ করিয়া গিয়াছেন, তাহা গোস্বামীদিগের কৃপা ভিন্ন লাভ করিবার উপায় নাই।

**নির্ব্বাণ**—নির্ব্বাণ অর্থ এইরূপ নহে যে সব মিটে গেল। কাষ্ঠে অগ্নি সংযোগ হইলে যতক্ষণ কাষ্ঠখানা না পুড়ে যায় ততক্ষণ ধূম, অগ্নিশিখা বাহির হয়। শেষে কেবল ধূম অগ্নিই ধক্ ধক্ করিয়া থাকে। এইরূপ আমি বলে যেটি ছিল তাহা একেবারে চ'লে যায়।

**ছিন্নমস্তা সাধন**—(একটী লোক ছিন্নমস্তার উপাসক ছিলেন। তিনি আপন মুণ্ড বঁটী দ্বারা ছেদন করিয়াছেন, এই উপলক্ষ্যে) পূর্ব্বে এ ইরূপ হইত। ইনিও হয়ত দেবীর দর্শন পেয়েছেন কিংবা বাক্য পেয়েছেন। দেবী দর্শন দিয়ে কিংবা বাক্য দিয়ে যদি বলেন, "তুমি যে আমাকে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছ তাহার নিদর্শন কি?" তখন ভক্ত আপন



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



মুণ্ড তুচ্ছজ্ঞানে ছেদন ক'রে দেবীর চরণে অর্পণ করেন। সাধারণে একথা শুনে হয়ত বলিবেন, "মাথা খারাপ হইয়াছিল।" বিজ্ঞ ডাক্তারদের নিকট শুনেছি অস্ত্রাদি দ্বারা যাহারা আত্মঘাত করে তাহাদের সেই আঘাত দুই অঙ্গুলির বেশী গভীর হয় না; ইহার বেশী পারে না, অমনি থেমে যায়; কিন্তু মস্তকটী একেবারে ছেদন করে ফেলা, ইহা কি আপন শক্তিতে হয়? ইনি নাকি সব কেটেছেন। অমনি একটু বেধে ছিল!

**দ্বৈতাদ্বৈতবাদ**—মধ্বাচার্য্য দ্বৈতাদ্বৈতবাদ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু তাহাই প্রচার করিয়াছেন। এই দ্বৈত-অদ্বৈতবাদই গোস্বামীগণের মত। কেবল গোস্বামীগণ কেন, কুম্ভমেলায় ব্রহ্মানন্দ স্বামী এবং তাঁহার শিষ্য বালানন্দ ব্রহ্মচারী গিয়াছিলেন; তাঁহাদিগের নিকট একদিবস গিয়াছিলাম। কথায় কথায় বেদান্তের কথা উঠিল; তাহাতে আমি বলিলাম, "আমাদের মহাপ্রভু দ্বৈতাদ্বৈতবাদ প্রচার করিয়া গিয়াছেন।" তাহাতে তিনি বলিলেন, "আমাদেরও তাহাই। এই মতে তত্ত্বজ্ঞান এবং ভক্তি উভয়ই আছে। কতকগুলি লোক সোহং সোহং ভাবে শুষ্ক হ'য়ে গিয়েছে। শঙ্করাচার্য্যের এই অভিপ্রায় নহে।"

**বাহিরের ময়লা দূর করিলেই ভিতর পরিষ্কার হয়**—বাহিরের ময়লার প্রতি দৃষ্টি পড়িলে, ভিতরের ময়লার প্রতি দৃষ্টি পড়ে। সর্ব্ব শরীর ধৌত করিলে, ধোপ কাপড় পরিলে, সুগন্ধি ব্যবহার করিলে কেবল হইবে না। এই সকলের সঙ্গে বিশেষ বিচার করিয়া আহার করিতে হইবে; তাহা হইলে প্রকৃত বাহিরের ময়লা দূর করা হইল।

প্রঃ—বাহিরের ময়লা দূর করিলেই ভিতর পরিষ্কার হয়?

উঃ—হাঁ, এই সকলের সঙ্গে ভগবদ্ পূজা অর্চ্চনা করিতে হইবে; নতুবা কিছুতেই কিছু হয় না। বাহিরে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রহিলাম কিন্তু



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS


ভগবদ্ সম্বন্ধ যদি ইহার মধ্যে না থাকে, তবে তো আর ধর্ম্ম নাই, তার আর এ সকল করে কি হবে? যাঁহার সর্ব্বখল্বিদং ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে তাঁহার একটা পরিষ্কার অপরিষ্কার কি? তাঁহার কথা ভিন্ন; তিনি সকলই করিতে পারেন কিন্তু তবুও তাঁহারা যথেচ্ছাচরণ করেন না। কারণ তাহা হইলে অনধিকারী উহা দেখিয়া ঐরূপ আচরণ করিবে।

যথেচ্ছ ভক্ষণ—প্রঃ—ইঁহারা কি যাহা ইচ্ছা তাহা ভক্ষণ করিতে পারেন?

উঃ—তা পারেন কিন্তু কিছুদিন এইরূপ করিলে তাঁহাকেও খাদ্যের গুণে বিচলিত হইতে হইবে। এমনই আশ্চর্য্য; শুদ্ধভাবে থাকিলে পরে তাহার উপকারিতা বুঝা যায়।

সতীশবাবুর প্রশ্ন।

ঔষধের গুণ না ভোগ শেষ—প্রঃ—আমি হরিতাল ভস্ম খাইয়া আরোগ্যলাভ করিয়াছি; ইহা কি ঔষধের গুণ? না আমার ভোগ শেষ হ'য়েছে, ব'লে হ'ল।

উঃ—ভোগ শেষ হ'য়েছে আর অমনি ঠিক উপযোগী ঔষধটী এসে মিলেছে।

প্রঃ—যাহার ভোগ শেষ হয় নাই কিন্তু এই ব্যারামের জন্য ঠিক এই ঔষধ খাইল; আমার দেখাদেখি খাইল, তাহার কি হইবে?

উঃ—তাহার আরোগ্যলাভ হইবে না, কেননা কোন রকম বিঘ্ন এসে উপস্থিত হবে। এ সম্বন্ধে সুন্দর একটী গল্প আছে।

"একবার ধন্বন্তরীর ব্যারাম হ'ল, তিনি খুব ভাল ভাল ঔষধ সৃষ্টি ক'রে ঔষধকে বলিলেন, 'আমার এই ব্যারাম সারাইয়া দিতে হইবে।' ঔষধ বলিলেন, 'আপনি আমাকে ব্যবহার করিবেন না কারণ আমাদ্বারা



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS


একার্য্য হইবে না, ইহাতে বরং আমার অপচয় হইবে।' এইরূপ ধন্বন্তরি যে ঔষধ প্রস্তুত করেন সেই এইরূপ বলে; অবশেষে তিনি সমস্ত ঔষধ একস্থানে রাখিলেন, কাহাকেই ব্যবহার করিলেন না। কিছুদিন যায়, একদিন ধন্বন্তরি যে স্থানে ঐ সব ঔষধ রেখেছিলেন সেইস্থানে গেলেন। তখন সমস্ত ঔষধ বলিল, 'মহাশয়, আমাকে ব্যবহার করুন; আমি আপনাকে আরোগ্য করিয়া দিব। তাহাদের কথা শুনে ধন্বন্তরি বলিলেন, 'আজ তোমরা এরূপ বলিতেছ কেন? পূর্ব্বেই বা অস্বীকার করিলে কেন? তখন তাহারা বলিল, 'মহাশয়! তখন আপনার ভোগ ছিল; এইক্ষণে আপনার ভোগ কেটে গিয়েছে।"

**অভয়বাবুর স্বপ্ন**—দেখিলাম পরমহংসদেব তামাক খাইতেছেন, তাঁহার গলায় একটি পৈতা। আমি তাঁহাকে বলিলাম, "যোগেন্দ্র, কালী ইহারা কি আপনার শিষ্য?" তিনি বলিলেন, "যোগেন্দ্র আমার নিকটে অনেকদিন ছিল; কালী টালিকে আমি চিনি না।" আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, "বিবেকানন্দ কি আপনার শিষ্য?" তখন চুপ করে রইলেন। তখন অন্য একটী লোক বলিল, "বিবেকানন্দ যখন বিলাতে ছিলেন তখন পরমহংসদেব একদিন তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি যদি দশ বৎসর গোস্বামীর সেবা করিতে পার, তবে তোমার মঙ্গল হইবে।" বিবেকানন্দ তাহা শুনিলেন না। তখন আবার আপনাকে দেখিলাম। স্বপ্নেই যেন আপনাকে বলিলাম এইরূপ পরমহংসদেবকে স্বপ্নে দেখিয়াছি তিনি এইরূপ বলিলেন। আবার তখন কাঠিয়াবাবা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আপনি যেন তখন আপনার হাঁটু দিয়া তাঁহার হাঁটুতে একটা গুঁতা দিলেন। এসব কি? ঠাকুর খুব হাসিলেন; হেসে বলিলেন, "যাহা দেখিয়াছেন তাহা প্রায়ই ঠিক। বিবেকানন্দ ব্রাহ্মণ মানেন না, তাই পরমহংসদেব নিজে পৈতা গলায় দিয়া দেখাইলেন।



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS


প্রঃ—এরূপ স্বপ্ন দেখায় পুণ্য হয় না? (অপরের প্রশ্ন)

উঃ—পূণ্য না হইলে কি এরূপ স্বপ্নদর্শন হয়? এসব তো আর স্বপ্ন নয়; কৃপা ক'রে ইঁহারা দর্শন দিলেন, কতজন মহাপুরুষ দর্শন হ'ল।

বিবেকানন্দকে যে পরমহংসদেব ঐরূপ বলিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ-স্বরূপ যোগজীবন বলিলেন, "বিবেকানন্দ বিলাত হইতে তাঁহার গুরুভাইদের নিকট এক পত্র লিখেন 'তোমরা গোঁসাঞীর নিকট খুব যাওয়া আসা করিবে।' ইহাতে পরমহংসদেব যে তাঁহাকে ঐরূপ বলিয়াছিলেন তাহা অনুমান করা যায়। পূর্ব্বে অনেক স্বপ্ন দেখিতাম, আজ দশ বৎসর যাবৎ স্বপ্ন হয় না।

**সাধুসঙ্গ**—সাধুসঙ্গ করিতে হইলে তাঁহাদের নিকট যেয়ে বসিতে হয়। তাঁহারা যাহা বলেন তাহা শুনিতে হয় এবং তাঁহাদের আচরণ দেখিতে হয়। কোন প্রশ্ন করার দরকার নাই। জগদ্বন্ধুবাবু না জেনে কাহার যেন উচ্ছিষ্ট খেয়েছেন তাহাতে তাঁহার বহুদিনের বাতের ব্যারাম উপস্থিত হ'য়েছে। রাত্রে স্বপ্নে দেখেন একটী লোক আসিয়া তাঁহাকে বলিতেছেন, "তুমি অন্যের উচ্ছিষ্ট খেয়েছ, তাহাতে ঐরূপ হ'য়েছে।" ঠাকুরের নিকট বলায় তিনি বলিলেন, "যাহা দেখিয়াছে উহা ঠিক।"

**ভগবানের কৃপায় সব অনুকূল**—ভগবান যখন যাহাকে কৃপা করেন, তখন তাহার সমস্ত অবস্থাই অনুকূল হয়, ভগবদ্ শক্তি তখন তাহার উপরে ক্রিয়া করে। সে নিজে কিছুই করে না, তখন তাহার পড়্‌তা। যাহার যখন যে বিষয়ে পড়তা পড়ে। পরশুরাম ভগবৎ-শক্তিতে শক্তিমান্ হ'য়ে একুশবার ধরাকে নিঃক্ষত্রিয় করিলেন; ভগবান যখন রামরূপে অবতীর্ণ হ'লেন তখন সেই শক্তি তাঁহাতে বিলীন হইলে পর পরশুরাম সামান্য একজন ব্রাহ্মণের মত হইলেন। পরশুরাম আবেশ অবতার ছিলেন কিনা? অর্জ্জুন অবশেষে গোয়ালাদের নিকট পরাস্ত হ'লেন।



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS


বেদব্যাসের নিকট গেলেন; বেদব্যাস বলিলেন, "ভগবান যাহাকে যে অভিপ্রায়ে সৃষ্টি ক'রেছেন, তাহাকে সেই কার্য্য করিতে শক্তি দেন। কার্য্য সমাধা হইয়া গেলে তাহাতে সেই শক্তি আর থাকে না। তখন নিজকে শক্তিহীন ছোট জ্ঞান ক'রে তপস্যা করা উচিত। সদ্‌গতির জন্য তপস্যায় নিরত হইতে হয়। তখন আর পূর্ব্বের মত কার্য্যাদি করিতে চেষ্টা করা বৃথা। যুধিষ্ঠির এ সকল শুনে আর গৃহে গেলেন না; পঞ্চ ভ্রাতা এবং দ্রৌপদীর সহিত মহাপ্রস্থান করিলেন।

**সাক্ষাতে মন্ত্র দিবার পর স্বপ্নে মন্ত্র দান**—প্রঃ—একজনকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মন্ত্র দিয়া গুরু পুনরায় স্বপ্নে মন্ত্র দেন। কাশীনাথ তারাকিশোর বাবুর নিকট এক পত্র লিখিয়াছেন যে তিনি একদিন স্বপ্নে দেখেন কাঠিয়াবাবা তাহাকে যে মন্ত্র দিয়াছেন, সেই মন্ত্রই আবার স্বপ্নে বলিয়া দিলেন এবং বলিলেন আমি তোমার আত্মাকে ভগবানে অর্পণ করিলাম। টাকা পয়সার জন্য আকাঙ্খা করিও না।

উঃ—হাঁ, ঐরূপ করেন; মনে বিশ্বাস আকর্ষণ করিবার জন্য ঐরূপ করেন।

**শঙ্করাচার্য্যের ভক্তি ভাব**—শঙ্করাচার্য্য একদিন তাঁহার শিষ্যদিগকে বলিলেন, কাহারও যদি আর কিছু জিজ্ঞাস্য থাকে, তবে তাহা জিজ্ঞাসা করিতে পার। শিষ্যগণ বলিলেন, "আর কিছু না; কিন্তু আমাদের ভক্তি হইল না।" তখন শঙ্করাচার্য্য বলিলেন, "ভক্তি, তাহাতে স্বগুণ উপাসনা করিতে হইবে।" ইহার পর সরস্বতী মঠ, ঋষিমঠ প্রভৃতি চারিটী মঠ উঠান হইল। স্বগুণ উপাসনা তো একরূপ ভালবাসেন। কেউ শক্তির উপাসনা, কেউ বিষ্ণু উপাসনা, কেউ শিব উপাসনা ভালবাসেন। শঙ্করাচার্য্য এই সময় নানা প্রকার স্তব, স্তোত্র রচনা



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



করেন। রাধাকৃষ্ণ স্তোত্র এই সময় লিখেন। শঙ্কর দিগ্‌বিজয়ে এসব আছে। এদেশে শঙ্কর-বিজয় চলিত আছে; শঙ্কর-দিগ্‌বিজয়ের কথা অনেকেই জানেন না।

**শ্রাদ্ধান্ন ভক্ষণে সাধুর চুরি করিতে প্রবৃত্তি**—এক দিবস একটি নানক-পন্থী সন্ন্যাসী একটী ব্রাহ্মণের বাড়ী ক্ষুধিত হ'য়ে উপস্থিত হ'লেন। ব্রাহ্মণ তাঁহাকে যথেষ্ট সমাদর ক'রে তাঁহার ঠাকুর ঘরের বারান্দায় স্থান দিলেন এবং আহারের যোগাড় ক'রে দিলেন। সন্ন্যাসী নিজে রান্না ক'রে খেয়ে শুইলেন। রাত্র অল্প থাকিতে ঠাকুরের গায়ের গহনা চুরি ক'রে নিয়ে পলাইলেন। অনেক দূর গিয়া খেয়া নৌকায় নদী পার হইবার সময় ভাবিলেন, "তাইত, আমি করিলাম কি? ঠাকুরের গায়ের গহনা চুরি ক'রে আনিলাম কেন? মনে এইরূপ আন্দোলন ক'রে ফিরে সেই ব্রাহ্মণের বাড়ী আসিলেন। এসে দেখেন যে সেই কথা নিয়ে খুব গণ্ডগোল হ'চ্ছে। তিনি ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কিসের গণ্ডগোল করিতেছ?" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "মহাশয়, কাল রাত্রিতে আপনাকে ঠাকুরের ঘরের বারান্দায় শুইতে দিয়াছিলাম। আমাদের ঠাকুরের গায়ের গহনা কে চুরী ক'রে নিলে।" সন্ন্যাসী বলিলেন, "এইত আমি তোমাদের ঠাকুরের গায়ের গহনা চুরি ক'রে নিয়ে গিয়াছিলাম; কিন্তু তুমি বল দেখি কাল রাত্রে কি খেতে দিয়েছিলে। তুমি যাজনিক ব্রাহ্মণ?" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আজ্ঞা হাঁ; আমি যাজনিক ব্রাহ্মণ। কাল এক যজমানের বাড়ী শ্রাদ্ধে যে ভোজ্য পেয়েছিলাম তাহা আপনাকে খেতে দিয়াছিলাম।" তখন সন্ন্যাসী বলিলেন, "ঠিক তাহাই হবে; না হইলে কি এমন বুদ্ধি হয়? কিন্তু ঠাকুর তুমি আমার সর্ব্বনাশ ক'রেছ। আমাকে এখন প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আজ্ঞে তবে ত আমার বড় অন্যায় হ'য়েছে।



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



যাহা হউক আমি আপনার প্রায়শ্চিত্ত করার ব্যয় দিচ্ছি।" সন্ন্যাসী বলিলেন, "আবার তোমার অর্থ গ্রহণ করিব? তা হবে না; আমি ভিক্ষা ক'রে প্রায়শ্চিত্ত করিব। বাবা, তোমার অর্থে আমার আর প্রয়োজন নাই।" খাদ্যের সহিত মনের কি আশ্চর্য্য যোগ।

**গোস্বামী প্রভুর সমাধি সময়ে উক্তি**—সমস্ত সাদা ক'রে ফেল, নূতন নূতন ঘট স্থাপন হইল। জীবের ভয় নাই। মৃদু মৃদু মধুর বাতাসে পতাকা দুল্‌ছে। স্ত্রী-পুরুষ সমস্তের পদধূলি গ্রহণ কর। বিশ্বাস কর, দেহের মধ্যেই সমস্ত আছে। কোটী কোটী অসংখ্য ঘর; সমস্ত দ্রব্য ঘরের ভিতর শৃঙ্খলা ক'রে রাখ। সে—সে—সে; দণ্ড নয় একার। বুঝিলেন না, সেবক—সেবা—সেতু। য র ল ব সব আছে; প্রত্যেকের দরজা আছে; দরজা বন্ধ। খুলিয়া প্রবেশ করিতে হইবে। চাকের উপর পুতুল, উহার নাম কাম। নীচ মুখে চাহিয়া ধনুক দ্বারা উহার মধ্যস্থ মীন বিদ্ধ করিতে হইবে। কামের এক নাম মীন (কেতন) বলে। সর্ব্বদা নত ভাবে নিজ নিজ পায়ের দিকে চাহিয়া রাধা-চক্র বিদ্ধ করিতে হইবে। রাধা-চক্র ভেদের আর এর চেয়ে সহজ উপায় নাই। রাধা-চক্র ভেদ করিলে কি হইবে? দ্রৌপদী লাভ হইবে। দ্রৌপদী লাভ হইলে পঞ্চতত্ত্ব তাহাকে উপভোগ করিবে। অর্জ্জুন এত বড় বীর, তাঁহাকেও রাধা-চক্র ভেদ করিতে হইয়াছিল। উহা জয় না করিলে কিছুই হইবে না। পরীক্ষা, কিসের পরীক্ষা, এই প্রধান পরীক্ষা। মনকে ঠিক কর।

ভীষণ স্বপ্ন অবিশ্বাসের প্রতিফল। পদধূলি লওয়ার উদ্দেশ্য বিনয় দেখান নহে। কিন্তু অপূর্ব্ব শক্তি সঞ্চার হয়; উহার অদ্ভুত মাহাত্ম্য। সময়ে সমস্ত হইবে; ধৈর্য্য আবশ্যক।

গুরু শিষ্যের ভিতরে স্বীয় ইষ্টদেবতা স্থাপন করিয়া একটী মন্দির স্থাপন করেন। গুরু শিষ্যের ভিতরে বাস্তবিক কোন প্রভেদ নাই।



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



ঢেকি গ্রাস করিতে চাও। সদ্‌গুরু সর্ব্বদাই নিকট নিকট থাকিয়া শিষ্যদিগকে রক্ষা করেন। যাহা করিতে পার, করিয়া যাও, কোন চিন্তা নাই। গত বিষয়ের জন্য অনুতাপ না করিয়া ধীরভাবে ভগবানের মঙ্গলময় ইচ্ছার উপর নির্ভর করিতে চেষ্টা কর।

প্রাণায়াম দ্বারা ভূত-শুদ্ধি ও একাগ্রতা হয় এবং নাম দ্বারা চিত্ত-শুদ্ধি হয়। সর্ব্বদা নাম জপ ও ধ্যান করিবে। প্রাণায়ামও অতি আবশ্যক। নাম দ্বারা চিত্ত-শুদ্ধি হইলে মেঘের মধ্য হইতে জ্যোতির্ম্ময় দণ্ড প্রকাশ হইবে। রূপার দণ্ড রূপের দণ্ড। সন্ন্যাসীরা ও পরমহংসেরা এই দণ্ড ধারণ করেন; ইহার নিকট সমস্ত দগ্ধ হইয়া যায়। নামজপ ও ধ্যানাদি দ্বারা চিত্ত-শুদ্ধি হইলে জ্ঞানচক্ষু, দিব্যচক্ষু উন্মিলিত হয়। জ্ঞানচক্ষু দ্বারা ঐ মেরুদণ্ড মেঘের মধ্য হইতে জ্যোতির্ম্ময় রৌপ্য দণ্ডের ন্যায় দৃষ্ট হয়। সমস্ত আলোকিত হয়।

দণ্ডের অসঙ্খ্য লাইট, অসঙ্খ্য গ্রন্থিতে অসঙ্খ্য দেবতা। ইঁহারা ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোমাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ইঁহারা অভীষ্ট পূরণ করেন। দণ্ডের অসঙ্খ্য ডালপালা। ঐ দেখ একটা পোট্‌কা মাছ লেজ ঊর্দ্ধদিকে ও মস্তক নিম্নদিকে করিয়া কুলকুণ্ডলিনী শক্তির দিকে যাইতেছে। কুলকুণ্ডলিনী শক্তি ভেদ করিলে উহার মাথার দিক আলোকময় ও পশ্চাৎ দিক আঁধার অর্থাৎ সম্মুখে সত্ত্বঃ, মধ্যে রজঃ ও পশ্চাৎ তমঃ। ঐ পোট্‌কা মাছের মধ্যে জীবাত্মা মৎস্য মান অর্থাৎ কামাদি দ্বারা বেষ্টিত।

পাঁচ, এক, দাঁড়ি, দুই; বুঝবে না। "ন" অন্তস্থ "য" না (নয়ন) এত বুঝবে না? কল্পনা নহে, সব সত্য। ধ্যান এক্ষণে করিতে পারিবে না। সর্ব্বদা নাম কর। হংস জ্ঞান চক্ষে উহাদিগকে খেলা করিতে দেখিতে পাইবে।



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



মহম্মদ, আবদুল্লা, রহিম। গুরু শিষ্য প্রাণে প্রাণে ও দেহে দেহে যোগ। কেবল মন্ত্রদাতাকে গুরু কহে না। বাস্তবিক গুরু শিষ্য কোন ভেদ নাই। চিত্ত স্থির হইলে আত্মদর্শন, গুরুদর্শন ও দেবদর্শন হয়। প্রথমতঃ দেবতা কেবল দেখিতে পাইবে; কথা কহিতে পারিবে না। বিরজা পার কি? ত্রিগুণাতীত হওয়া। নিন্দা শুনিয়া ক্ষুণ্ণ বা গর্ব্বিত না হওয়া, সমস্ত স্ত্রীলোককে মায়ের মত দেখিতে হইবে। তাহাদের মধ্যে মা আনন্দময়ীকে দর্শন করিতে হইবে। এক মুহূর্ত্তেই সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে।

চণ্ডীদাস রজকিনীকে ভালবাসিত; মা আনন্দময়ীকে তাহার মধ্যে দর্শন করিত। মূর্খ লোক বুঝিত না, তাই নিন্দা করিত। বাস্তবিক প্রাণের সহিত একটী লোককে ভালবাসিতে পারিলে, মা আনন্দময়ীর স্বরূপ দর্শন করিতে পারিলেই জীবন ধন্য হয়। লেখাপড়া বিষয়ে প্রতারণা? ফাঁকি? ফাঁকি? কাপুরুষ। অবস্থার নূতন নূতন পরিবর্ত্তন। নূতন নূতন নাম; নূতন নূতন দীক্ষা।

মন শুদ্ধ কর, কেউ কারো নয়; স্থির মন না হইলে কি হইবে? কি দিয়া করিবে। ও কিছুই যোগ নয়; ওসব যোগের অঙ্গ। কতক্ষণ মন স্থির করিতে পার। যতক্ষণ পার মন স্থির কর। মন স্থিরই যোগ। প্রাণায়াম করাও যোগের অঙ্গ। ওখানে ভাল প্রাণায়াম হয়; ওখানে শিখি। মনঃস্থির কাহাকে কহে? নানা বিষয় হইতে মন ফিরাইয়া আনাকে মনঃস্থির কহে না; মনের ধীরতা; প্রশংসা করিলে তোমার মন ভাল হয়; একজন কটুবাক্য বলিলে, নিন্দা করিলে তোমার মন চঞ্চল হয়।



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



তোমার দশ টাকা হারাইলে, মনের ধৈর্য্য থাকিল না; মন অস্থির হইল। মন স্থির হইবে কিসে? চিত্ত-বৃত্তি নিরোধ। প্রাণায়াম দ্বারা শরীর ভাল হয়। একজন খুব প্রাণায়াম করিতে পারে—এস্‌পার নয় ওস্‌পার। মনঃস্থির অভ্যাস করিল না। তার কাম আছে, তার ক্রোধ আছে। কেবল মনঃস্থির অভ্যাস কর; তাহাই প্রকৃত যোগ। তাতে চিত্ত স্থির হইবে, দৃষ্টি পরিষ্কার হইবে। মনঃস্থির করত। অভ্যাস কর। অভ্যাস বৈরাগ্য সহ্য করিতে চেষ্টা কর। সকল বিষয়েই বৈরাগ্য। চেষ্টা কর—(১) মনঃস্থির করা, (২) ধৈর্য্য স্থির করা। এই দুইটী স্থির হইলেই যোগ হয়। কেবল মনঃস্থির করিলে, ধৈর্য্য স্থির না করিলে অনাহত ধ্বনি করিবে না, নাদ বাজিবে না। মনঃস্থির করিলেই ধৈর্য্য স্থির হয়। কালী, কালী, বনমালী। দেখ, শিব পরম যোগী; তিনি জীয়ন্তে মরা হইয়াছেন। তবে তাঁর উপর মা আনন্দময়ী নৃত্য করিতেছেন। ত্রিশূল কি? শিবের হাতে ত্রিশূল। ত্রিগুণ—সত্ত্বঃ, রজঃ, তমঃ এই তিনটী শূল—ত্রিশূল। বিল্বপত্র শিব ভালবাসেন, কারণ ওটা ত্রিশূলের মত। সাত, জয় গুরু! ও কি? ওকে ওজন বলে, ওজন করিতে হইবে। একদিকে আপনি বস, অপর দিকে আর ঐ সকল। তুই বড় না তোর কর্ম্ম বড়? এগোতে থাক। ময়ূরের পুচ্ছ, তাতে কি আছে? চন্দ্র, চন্দ্রের আকৃতি নয়। ঐ চূড়া। (অঙ্গুলি নির্দ্দেশ) আলো; নীচু না হইলে কিছু পারিবে না; যে বলে আমি বড় সে অসার। নীচ হইতে নীচ, ছোট হইতে ছোট, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম। ভাবের ঘরে চুরী? মনে কপট হইও না। যা মনে আসে তাই ব'লে ফেল। মনে এক মুখে এক। কাকেও চক্ষুলজ্জা করিও না, কাকেও ভয় করিও না। হরিবোল (১০ বার)।



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



স্ত্রীলোক দেখে যার মন কলুষিত হয়, সে কেমন ক'রে সাহস ক'রে স্ত্রীলোকের কাছে যাইবে, স্পর্শ করিবে? কেবল মাটির দিকে চক্ষু রাখিবে; কেবল বল্‌বে মা, মা, মা, মা আনন্দময়ী আমাকে কৃপা কর। মা আনন্দময়ী সকলের মধ্যে—বালিকা, বৃদ্ধা, যুবতী। যাদের মন অপবিত্র তাহারা শোলার ন্যায় জলে ভাসে; যাদের মন পবিত্র তাহারা পাষাণের মত গভীর জলে ডুবে যায়।

আলোর মধ্যে অন্ধকার; অন্ধকারের মধ্যে আলো। গীর্জ্জার চূড়া, তার মধ্যে অন্ধকারের মস্তক, অন্ধকারের সর্প—তার মধ্যে অন্ধকারের মানুষ। হরিবোল (১০ বার)।

জয় গুরু, জয় গুরু। হরিবোল (১০ বার)। যাহা ইচ্ছা তোমার, তাই কর। নরকে রাখিতে যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তবে তাই কর। তুমিই সত্য। গুরুদেব (১৫ বার) যাহা ইচ্ছা হয় কর, আমি কিছুই বুঝি না। যে স্ত্রীলোকের দিকে দৃষ্টি করে, যে টাকার লোভ করে, সে ফকীর নয়, বৈরাগী নয়, যোগী নয়, কিছুই নয়। হরিবোল, হরিবোল, জয় গুরু, জয় গুরু, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

মহাদেব ফুলের চরণ, ফুলের কর্ণাভরণ, ফুলের ভূষণ, ফুলের কাপড়, পায়ের পাতা অশ্বত্থ পত্র। বাদুড়; ডানায় কাঁটা আছে; ডানা দিয়া জড়াইয়া ধরে। বাদুড়ের স্তন্য আছে—বিন্দু, বিন্দু। বিন্দু কি? চন্দ্র বীর্য্য। চন্দ্রকে বীর্য্য কহে। ঐ বিন্দু (বীর্য্য) সমস্ত সংসার ব্যাপিয়া আছে। বিন্দু পিতা; বিন্দু এক ফোঁটা নষ্ট হইলে পাপ হয়, পিতৃহত্যা হয়, ব্রহ্মহত্যা হয়।

একাংশেন স্থিতং জগৎ। এই বিন্দু আদ্যাশক্তি মা; মার ইচ্ছা হইতেই সৃষ্টির উৎপত্তি। নাদ কি? অনাহত ধ্বনি। বীর্য্য স্থির না



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



হইলে নাদ শুনিবে না। খুব শুদ্ধ ও পবিত্র থাক; বীর্য্য স্থির হইবে। সাধক যাহারা, তাহাদের তিন জন্ম। প্রথম জন্মে কেবল সাধনের বীজমন্ত্র পায়। কয়েক দিন সাধন করিয়া শেষে ছাড়িয়া দেয় এবং নানারূপ ভোগ-বাসনা চরিতার্থ করিতে করিতে শেষে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। দ্বিতীয় জন্মে প্রথমতঃ ভোগ-বাসনা কাটিয়া যায়। শেষে সাধনে একেবারে স্থির ও অটল হয় এবং অনন্ত সাধনের দিকে ছুটিতে থাকে।

উজ্জ্বল সিংহাসন—তার উপর যীশুখৃষ্ট বসিয়া আছেন; তার চতুর্দ্দিকে ভোগের বস্তু, তার উপর মহাপ্রভু, অদ্বৈত, নিত্যানন্দ ও পারিষদগণ; তার উপর শাক্যসিংহ, গোপাল মন্দিরের চূড়া, ক্রুশ, ত্রিশূল। অহঙ্কার থাকিলে কিছুই হইবে না। অহঙ্কার পরিত্যাগ কর; মনের অহঙ্কার, ধনের অহঙ্কার। ধনী লোক, যাহার টাকাকড়ি আছে, সে মনে করে সে বড়—বড়, বুদ্ধিমান, বিদ্বান, কাহাকেও গ্রাহ্য করে না। আরও কত কথা আছে; সব কি সকলের নিকট বলা যায়? যাহার শ্রদ্ধা আছে, ভক্তি আছে, তাহার নিকটই বলা যায়। হরিবোল (৩), জয়গুরু (৩)।

ভক্তি ভালবাসা নয়। ভক্তি—ভজন; ভালবাসা—আসক্তি। পুত্রকে স্নেহ করি, বন্ধুকে ভালবাসি, এ সকল মায়ায়। পুত্রকে পূজা করি, কন্যাকে পূজা করি, স্ত্রীকে ভক্তি করি—পূজা করি। পূজা কি? ভগবানের চরণ-পদ্ম যেই ভাবে পূজা—পুত্রকে, বন্ধুকে সেই ভাবে পূজা করি। এই ভক্তি, এই সব মায়ায় নয়; ভক্তি মায়াবী নয়।

ওটা ইংরাজীতে (6) ছয় বলে; উল্টা করিলে (9) নয় হয়। একটা আলো, তার মধ্যে কালো, তার মধ্যে গোলাপ, তার মধ্যে (6) ছয়। একটী টীয়া পাখী; এই সব পাখী আছে—শালিক আছে, টীয়া আছে, কোকিল আছে, গাছ আছে, এই সব আছে।



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



এই মূর্ত্তি যোগীর মূর্ত্তি, সমাধির মূর্ত্তি, ইহাকেই যোগী কহে। দুই প্রকার যোগী,—কুঞ্চন ও যুক্ত। এই মূর্ত্তি…সৎপ্রসঙ্গ…অন্তরঙ্গ। যেখানে সংশয় আছে, যেখানে বুঝিবার অভাব, সেখানে অন্তরঙ্গ হয় না। সৎপ্রসঙ্গ বুঝিবার অভাব।

ঐ যে, আহা! এর নাম? ঐ দেখ যোগের চাঁদ। অপূর্ব্ব শোভা, অপূর্ব্ব শোভা; সন্দেহ যদি থাকে, যতদিন থাকে এ সকল (বুঝিতে) বুদ্ধিতে প্রকাশ পায় না, মনের সংশয় নষ্ট হয় না। এগুলিকে ঘর কহে। ঘরের অন্তে—ম, ঞ, শ, ষ, স, এই পাঁচ রকম। এই ঘর আছে, আমি ছোট ক্ষুদ্র এই যদি ঠিক হয় তাহা হইলেই হইল। আমি সকলের ছোট, আমি সকলের ছোট। হরিবোল (২০ বার)।

**জাতিভেদ** (সমাধি অবস্থায়)—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিনটী গুণ। এই তিনটীই প্রকৃত জাতি; এই তিনটী গুণ ত্যাগ না করিলে জাতি পরিত্যাগ করা যায় না। এক কথায় বলিলে অভিমানই জাতি। এই অভিমান পরিত্যাগ না করিলে জাতিভেদ যায় না। এইরূপ আচরণ জাতিভেদ ত্যাগের উপায় নহে। অভিমান পরিত্যাগ কর, সমদর্শী হও, জাতিভেদ আপনা হইতেই চলিয়া যাইবে। যিনি যে সম্প্রদায়ের তিনি সেই সেই সম্প্রদায়ের আচার-পদ্ধতি অনুসারে চলিবেন। অবস্থা না হইলে দেখাদেখি কোন কার্য্য করিবে না। সাধনোদ্দেশে জীবন গঠন; যেরূপ জীবন হইবে, ভিতরে বাহিরে এক হওয়াই প্রকৃত জীবন; অতএব বিপথে না চলিয়া সাধনের পথে অগ্রসর হও।

**উপদেশ**—(১) শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম চাই,
(২) বল বৃদ্ধি করা চাই, (৩) রেতঃ রক্ষা করা চাই।



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



শারীরিক পরিশ্রম—প্রাণায়াম দুই বেলা।

মানসিক পরিশ্রম—নাম জপ, কীর্ত্তন, সদালাপ।

বলবৃদ্ধি—শারীরিক ও মানসিক বল।

রেতঃরক্ষা—আসন করা; মুদ্রা করা; স্ত্রীলোক দর্শন, স্পর্শন, আলাপ না করা।

(১) সকল গুরুভাইকে ভালবাসা সাধনের প্রধান অঙ্গ।

(২) গুণ দেখাই ভাল। (৩) দোষ দেখিলে নিজেই দোষী সাব্যস্ত করিতে হইবে।

হে হরি! কি প্রকার মনের সৃষ্টি করিলে। পাপ যাহার আশয়, দুঃখ যাহার ভোগ্য বস্তু, মিথ্যা যাহার ভূমি। দয়া কর, দয়া কর।

সাধন-সঙ্কেত—চিত্তের স্থিরতা লাভ করাই ধর্ম্মার্থীর প্রধান ও প্রথম লক্ষ্য। উপাসনা, আরাধনা, ধ্যান, ধারণা, জপ, তপ সমুদয়ই এই স্থিরতা লাভের উপর নির্ভর করে।

প্রঃ—স্থিরতা লাভের উপায় কি?

উঃ—সাধুগণ কহিয়াছেন, ইহার নানা উপায় আছে, তন্মধ্যে নাম সংকীর্ত্তন, উচ্চৈঃস্বরে স্তব পাঠাদি সর্ব্বাপেক্ষা সহজ ও আশুফলপ্রদ। এইজন্য সাধকদিগকে প্রতিদিন প্রাতঃ সন্ধ্যা ভগবানের নাম কীর্ত্তন ও স্তব স্তুতি পাঠ করিবার উপদেশ দিয়া থাকেন। চঞ্চলমতি বালককে যেমন উচ্চৈঃস্বরে আপনার পাঠ আবৃত্তি করিয়া তাহা অভ্যস্ত করিতে হয়। চঞ্চলমতি সাধককেও সেইরূপ সজনে, নির্জ্জনে প্রথমাবস্থায় উচ্চৈঃস্বরে স্তব স্তুতি ও সঙ্গীতাদি করিয়া ভগবানের পূজা করিতে হয়। নাম সাধন, প্রাণায়াম প্রভৃতিও চিত্তের স্থিরতা লাভের প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া বর্ণিত আছে।



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



প্রতিদিন একই স্তব পাঠ, একই সংকীর্ত্তন গান এবং একই নাম জপ করা বিধেয়। সংকীর্ত্তনাদি সম্বন্ধে অনেকে নিত্য নূতন সঙ্গীত ও সংকীর্ত্তন করিয়া থাকেন। যেদিন যেরূপ ভাবের উদয় হইল সেদিন তদনুরূপ কীর্ত্তনাদি করেন। ইহার ফল এইরূপ দাঁড়ায় যে সাধক ভাবের অধীন হইয়া পড়েন। ভাব তাঁহার অধীন কখন হয় না। ভাবস্রোত বন্ধ করা কখনও উচিত নহে সত্য, কিন্তু ভাবের বশ হওয়া অকর্ত্তব্য। একে তো ভাব-বিকাশের ব্যাঘাত, অপর চরিত্র গঠনের ব্যাঘাত জন্মিয়া থাকে। প্রবল ভাবাগম হইলে সে ভাবকে অসঙ্কুচিত ভাবে বর্দ্ধিত হইতে দেওয়াই উচিত, কিন্তু কখনই সর্ব্বদা আপনাকে ভাবের এরূপ বশীভূত করিবে না। যাহাতে ভাব আসিলে পূজা, আরাধনা প্রভৃতি হইবে; না আসিলে হইবে না। কিন্তু যেদিন যে ভাব আসে সে দিন কেবল সেইরূপ ভাবের সঙ্গীত পাঠাদি করিলে পরিণামে সাধক বস্তুতঃই একেবারে আত্মশক্তিহীন হইয়া ভাবের বশীভূত হইয়া পড়েন। এই কারণেই একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য নিষ্ঠা সহকারে একটা নির্দ্দিষ্ট পাঠ ও কতিপয় নির্দ্দিষ্ট সঙ্গীত কীর্ত্তনাদি করা কর্ত্তব্য। ইহাতে চিত্তের স্থিরতা, ভাবের গাঢ়তা, চরিত্রের শক্তি সাধিত হইয়া থাকে।

যেমন পাঠ ও সঙ্গীত সম্বন্ধে সেইরূপ আসন সম্বন্ধেও একটা স্থিরতা থাকা ভাল। প্রতিদিন সাধন সময়ে একই আসনে, একই গৃহে, একই দিকে অভিমুখী হইয়া উপবেশন করিবে। যেমন শয্যা বা শয়নগৃহ পরিবর্ত্তন করিলে সকলেরই প্রথম প্রথম অল্পাধিক সুনিদ্রার ব্যাঘাত জন্মিয়া থাকে, সেইরূপ আসন, স্থান বা অভিমুখ পরিবর্ত্তনেও সাধনের কালে চিত্ত-স্থৈর্য্যের ব্যাঘাত জন্মে। প্রাচীন কালে গুরু উপদেশ হইতে সাধনার্থীগণ ধর্ম্মজীবনের প্রারম্ভেই এই সকল সাধন সঙ্কেত শিক্ষা



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



করিতেন। বর্ত্তমানের বৈপ্লবিকভাবে সে সকল শিক্ষা প্রণালী বিলুপ্ত হইয়া যাওয়াতে অনেকেরই পক্ষে এই সকল সামান্য সাহায্যও দুর্লভ হইয়াছে। বিশেষতঃ যাহারা আত্মচেষ্টাতে ধর্ম্মসাধন করিবার প্রয়াসী তাহাদিগকে এ সকল সঙ্কেত বলিয়া দেয় এমন কেহই নাই, অথচ এ সকল সঙ্কেত না জানাতে যে সাধন তিন সপ্তাহে হইত তাহা তিন বৎসরেও হইতে পারে না। এ সকল অতি সামান্য উপদেশের অভাবেই অনেক সরল ধর্ম্ম-পিপাসু ব্যক্তি বহুকালব্যাপী চেষ্টার পরেও স্ব স্ব ধর্ম্মজীবনে বিশেষ উন্নতি পরিলক্ষিত করিতে পারে না।

হিন্দু পূজাপদ্ধতিতে বড় সুন্দর একটী প্রণালী দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাকে ন্যাস বলে। পূজাকালে আরাধ্য দেবতার নাম বা ইষ্টমন্ত্র-সঙ্গে শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গকে স্মরণ করিয়া তাহাদের বিশুদ্ধতা সাধন, বোধ হয় এই ন্যাসের উদ্দেশ্য। গভীরভাবে একাগ্রতা সহকারে ভক্তির সঙ্গে এই ন্যাস করিলে সাধকের বিবিধ অঙ্গ ও ইন্দ্রিয় ভগবদ্‌ভাবে পূর্ণ হইয়া পরম বিশুদ্ধতা লাভ করিতে পারে। যাহার যে ইন্দ্রিয়ের চাঞ্চল্য বা অবিশুদ্ধতা যত বেশী তিনি বিশেষভাবে সেই ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত করিয়া ভগবানের নাম ও পবিত্রতা ক্রমাগত স্মরণ ও চিন্তা করিলে বিশেষ ফল লাভের সম্ভাবনা। যাঁহার দৃষ্টি অপবিত্র তিনি প্রতিদিন আপনার নেত্রদ্বয়ে মনঃস্থাপন করিয়া ভক্তিভাবে ইষ্টদেবতার নাম করিবেন। যাঁহার রসনা অপবিত্র, কর্কশ বাক্য ব্যবহার যাঁহার প্রকৃতি, তিনি এইরূপ আপনার বাগেন্দ্রিয়েতে মনঃনিবেশ করিয়া ইষ্টদেবতার নাম জপ করিবেন। এইরূপ করিলে ক্রমে অতি সত্বরই দেখিতে পাইবেন যে পূণ্যময়ের নামে সিক্ত হইয়া তাঁহার সেই সেই ইন্দ্রিয় পরিশুদ্ধ হইয়া যাইতেছে।



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



সমাধি অবস্থার উক্তি—১। বৃথা কথা কহিও না, বাক্য সংযত কর। সত্য কথা বলা এক, সত্যবাদী হওয়া আরেক। সত্যবাদী যাহা বলিবে তাহাই ঠিক হইবে। যখন প্রেম না হইবে মনে করিও যে কাহাকে তুমি অহঙ্কার অপমান অভক্তি অবজ্ঞা করিয়াছ। তিনি দর্পহারী, তিনি ভক্ত অভক্তের দর্প চূর্ণ করেন।

২। ঈশ্বর দর্শন হইলে দীনতা, প্রেম, পবিত্রতা হয়; অজ্ঞানতা যায়। জ্ঞানের অজ্ঞানতা কি থাকিতে পারে? কি সুন্দর দৃশ্য! পরলোকের মা ইহলোকের কন্যাকে কোলে করিয়া উপাসনা করিতেছেন! কি আশ্চর্য্য! ইচ্ছা মাত্রেই সত্যবাদী, সাধু ইত্যাদি হওয়া যায়। কল্পনা নহে; পরলোক এখান হইতে দেখা যায়।

…আরে জীবনকাঠী মরণকাঠী নিজের হাতে; ঠিক কথা, সত্য কথা যদি আদায় কর্‌তে পার, খুব যত্ন ক'র্‌তে পার। মঙ্গলচণ্ডীর পূজা হউক। আনন্দময়ীর ঘট স্থাপন কর। সব রোগ যাবে, মৃত্যু যাবে। মার নাম গান কর। ঘরে ঘরে মঙ্গল চণ্ডীর পূজা কর; দেহ ঘট স্থাপন কর। পূজা কর। অর্চ্চনা করিলে সুখী হইবে। মর্য্যাদা কর, সেবা কর; মর্য্যাদা না করিলে মা চ'লে যান। পূজা না করিলে মা থাকিবেন না; অর্চ্চনা না করিলে মা থাকেন না। পুত্রের পূজা, স্ত্রীর পূজা কর। হা, হা, ভাল ভাল; বেশ বেশ, যাউক যাউক, কল্যাণ হউক। নাগো, আ—হা!

চিত্ত স্থিরের নাম যোগ। চিত্ত স্থির করিতে হইবে; উহা হইলে দিব্য চক্ষু দর্শন হয়—দেব দর্শন হয়। জগতে যত রূপ দেখ ঐ সকল যোগীরা দর্শন করিয়াছেন। সহস্রার ভেদ হইলে, বিরজার পার হইলে, যত রূপ দেখিবে, কথা বলিবে এবং কহিতে পারিবে। ত্রিগুণাতীত না



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



হইলে, রূপ দেখিবে, কিন্তু কথা বলিতে ও শুনিতে পারিবে না। নিষ্কাম হও, কর্ম্ম কর, পড়। পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইলে কি না হইলে, সমান ভাব না হইলে নিষ্কাম ভাবে পড়া হয় না; মান ইত্যাদিও ঐরূপ। প্রতারণা বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে রেখ না। সংসারে যতটুকু পার প্রতিপালন কর।

কাপুরুষ বিদ্যা শিক্ষা ক'রে অবিদ্যা শিখেছ। অবিদ্যা তাড়াইবার জন্য বিদ্যা শিখ্‌ছনা? ঐ দেখ যা তা গণনা ক'রেছে। খবরদার! সাবধান! স্ত্রীলোক সকল মার মতন দেখিতে হইবে। মা জননী, সেই বিশ্বজননী, মা গর্ভধারিণী সমান। স্ত্রীলোকের মধ্যে উহাদের মার দিকে দেখে প্রণাম কর। মা আনন্দময়ী নারীর মধ্যে যদি দেখ কি একটী নারীকে যদি ভালবাসিতে পার; সে দেবী ত; তাহাকে প্রণাম করিলে পাপ দূর হয়। এইরূপ যদি পার, একদিনে সিদ্ধিলাভ করিতে পার। চণ্ডীদাস যেমন রজকিনী দ্বারায় করিয়াছিলেন। লোক দোষ দেয় ও কিছু নয়, ও মিথ্যা কথা। নারীর প্রতি যে কুদৃষ্টি করে তার মৃত্যু ভাল।

গুরুতত্ত্ব পরম তত্ত্ব; গুরুকৃপা পরম সাধন।.....গুরুশিষ্য ভেদ নাই। যেখানে তুমি আমি, সেখানে গুরুতত্ত্ব নাই। অনেক জন্মের পূণ্য তপস্যার সুকৃতিতে গুরুতত্ত্ব বোধ হয়। গুরুতত্ত্ব বোধ হইলে পরমতত্ত্ব পাওয়া যায়।

নাহংকারাৎ পরো রিপুঃ। বিদ্যার অহঙ্কার, বিদ্যার নাশ; পুত্রের অহঙ্কার, পুত্রের নাশ; মনের অহঙ্কার, মনের বিনাশ; ধনের অহঙ্কার, ধনের বিনাশ হয়। যদি গুরুতে বিশ্বাস হইয়া থাকে, তোমার আসন টলে, তোমার আসন টলিলে গুরুর আসন টলিবে। গুরুই আমাদের সর্ব্বস্ব। আমাদের বৈঠকে বন্ধুতা। আমাদের বৈঠকে সূক্ষ্ম ইহলোক—পরলোক।



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



শ্রীগুরুর পাদপদ্ম পরম সাধন। নাম পরম সাধন। সত্য পরম সাধন। অবিশ্রান্ত নাম কর—শ্বাসে প্রশ্বাসে; জীবাত্মা পরমাত্মা এক হইয়া যাইবে। তিনি সমস্ত শক্তির নিকটে। স্বত্বঃ, রজঃ, তমঃ তিন গুণ—এই জাতি, ইহা ত্যাগ না হইলে জাতি যায় না। যে গুণ তোমার সেই জাতি। আপনার পরিচয়। যোগীর চক্ষু আলোক, হৃদয়ে আলোক কেশেতে আলোক, আলোকের মধ্যে অন্ধকার, অন্ধকারে আলোক। যেমন গাছের মধ্যে পাতা—পাতার মধ্যে মুকুল—মুকুলের মধ্যে ফুল—ফুলের মধ্যে ফল। হরিবোল (৬) জয়গুরু (১০)।

**সাধারণ উপদেশ**—১। পিতৃলোকের তর্পন দরকার। গয়ায় পিণ্ড না দিলে মুক্তি হয় না। কাশী কিম্বা বৃন্দাবনে মৃত্যুর পরে প্রেত হইলে গয়ার পিণ্ডিতে মুক্ত হয় না।

২। বৃন্দাবন দর্শনে পূর্ব্বকৃত সমস্ত পাপ নষ্ট হয়; কিন্তু বৃন্দাবনে আসিয়া পাপ করিলে, খুব বেশী শাস্তি পাইতে হয়।

৩। প্রত্যহ কিম্বা সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন দেবদর্শন করিবে।

৪। কলির ধর্ম্ম একমাত্র সত্যের উপর সংস্থাপিত।

৫। দেবসেবা কিম্বা অন্য কোন কারণে কাহারও নিকট হইতে কোন দ্রব্য আনিয়া সেই কার্য্যে না লাগাইয়া অন্য কার্য্যে লাগাইলে চুরি করা হয়।

৬। আমা দ্বারা কিছুই হইবে না, আমি কেহই নই, ইহাই বুঝিবার জন্য সাধনের দরকার। যখন বুঝা যায় আমি কেহই নই, তখন সাধন ভজনও দূর হইয়া যায়।



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



৭। বধির ও মূর্খ ছেলের বিবাহ দেওয়া উচিত কিনা জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন, "আত্মীয় স্বজনের উদ্যোগী হইয়া বিবাহ দেওয়া উচিত নয়। ছেলের যদি দরকার হয়, তবে সে নিজেই বিবাহ করিবে।"

৮। অধিকারী ব্যতিরেকে গেরুয়া বস্ত্র ব্যবহার করা অবিধি। গেরুয়া কাপড়ে বীর্য্য পতিত হইলে চৌদ্দ পুরুষ নরকস্থ হয়। ব্রহ্মচর্য্যকারী ব্রাহ্মণও গেরুয়া পরিতে পারেন।

৯। সময় সময় মনে কেমন একটা শুষ্কতা ও অবিশ্বাস আসে; সেই সময় কি করা কর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন, "তখন কোন ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ কিম্বা কোন সাধুর নিকট যাইবে।"

১০। যিনি সরল নাস্তিক, তিনি নমস্য।

১১। অপরাধ শূন্য হইয়া নাম না করিলে তাহাতে কোন ফল হয় না। নামাপরাধ বড়ই গুরুতর।

১২। যাঁহারা সদ্‌গুরুর আশ্রয় পাইয়াছেন, তাঁহাদের মনুষ্যজন্ম সার্থক; কিন্তু তাঁহাদের উপরে গুরুতর ভার রহিয়াছে।

১৩। পাপে জ্বালা হইলে একদিন না একদিন উদ্ধার হইবেই।

১৪। নাম করিতে করিতে চিত্ত পবিত্র হয়; চিত্ত পবিত্র হইলে ভক্তি জন্মে। ভক্তি গাঢ় হইয়া প্রেম জন্মে। প্রেমে আত্মহারা হইলে তবে রাধাকৃষ্ণ লীলা আস্বাদন করা যায়।

১৫। জীবাত্মা পরমাত্মার প্রতিবিম্ব। দর্পন যত স্বচ্ছ হয়, মুখ ততই পরিষ্কাররূপে প্রতিবিম্বিত হয়। সেইরূপ হৃদয় যত পবিত্র হয় প্রাণে ততই পরমাত্মা প্রতিভাত হন।



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



১৬। রাস্তায় যাইতে, না জানিয়া মেথর স্পর্শ করিলে স্নান করিতে হয় কিনা জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন, "রাস্তায় কোন দোষ নাই।"

১৭। আপনাকে কোন সম্প্রদায়ভুক্ত মনে করিও না। সকল শ্রেণীর সাধুগণকে সমান শ্রদ্ধা করিবে।

১৮। আজ মদনমোহন গিয়া কি দেখিয়া আসিলেন জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন, "এক অপূর্ব্ব ব্যাপার দেখিয়াছি। একদিকে শালগ্রাম ছুট্‌ছে, ওদিকে বিগ্রহ ছুট্‌ছে, ব্রহ্মাণ্ডটা যেন ছুট্‌ছে।"

১৯। শরীর অসুস্থ হওয়ায় জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার শরীরে কি বেদনা হইয়াছে?" বলিলেন, "শরীরই বা কি? বেদনাই বা কি? হ'য়েছেই বা কি? পূর্ব্বে ছিলামই বা কি? এখনই বা নাই কি?"

২০। বৃন্দাবন একটা প্রাণের অবস্থা। বৃন্দাবনের প্রত্যেক বৃক্ষ কল্পবৃক্ষ, প্রত্যেক রজঃবিন্দু মহাবিষ্ণু, প্রত্যেক শব্দ সুললিত সঙ্গীত ও প্রত্যেক পাদবিক্ষেপ মোহন নৃত্য।

২১। ধর্ম্ম এক এবং মত অনন্ত। মতের পরিবর্ত্তন হইতে পারে কিন্তু প্রকৃত ধর্ম্মের কখনও পরিবর্ত্তন হয় না।

২২। গারো ও খাসিয়া জাতি ময়দানে এক সময়ে সমস্ত শস্যই রোপন করে। যখন যে ঋতুতে যে শস্য হইবার কাল তখন সেই শস্য হয়। এক সময়ে কখনও সমস্ত শস্য হয় না। ভগবানও সেইরূপ আমাদের প্রাণের মধ্যে সমস্তই দিয়াছেন; যখন যে সময়ে ভগবৎকৃপায় যেটী ফুটিবার কথা সেইটীই প্রস্ফুটিত হয়। এইরূপে আকাশে যেমন একটী করিয়া নক্ষত্র ফুটিতে থাকে, জীবনেও সেইরূপ একটী একটী করিয়া সমস্ত সত্য প্রতিভাত হয় এবং অসত্যগুলি একে একে দূর হইয়া যায়। নাম করিতে করিতেই সমস্ত হইবে।



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



২৩। কখনও কল্পনা করা উচিত নয়। স্থির চিত্তে ধৈর্য্যের সহিত আপন কার্য্য (নাম) করিয়া যাইতে থাক, সমস্তই হইবে।

২৪। যখন নাম করিতে আলস্য বোধ হইবে, তখন শাস্ত্র কি অন্যান্য সদ্‌গ্রন্থ পাঠ করা উচিত। যিনি সর্ব্বদা নাম করিতে পারেন তাঁহার আর কোন গ্রন্থ পাঠের দরকার নাই।

২৫। শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীচৈতন্য পূর্ণব্রহ্ম। যিনি শ্রীকৃষ্ণ তিনিই শ্রীচৈতন্য।

২৬। প্রথমে মনুষ্য অন্নময় কোষ অবলম্বন করিয়া অবস্থান করে। প্রাণায়ামাদি করিতে করিতে অন্নময় কোষ ভেদ করিয়া একটা অবস্থা লাভ হয়, তাহার নাম প্রাণময় কোষ। তৎপরে মনোময় কোষ; তৎপরে বিজ্ঞানময় কোষ। বিজ্ঞানময় কোষ ভেদ করিয়া আনন্দময় কোষ লাভ করা যায়। তখন মনে হয় যেন সমস্তই হইয়া গেল কিন্তু তাহা নয়। যাঁহারা সেই আনন্দে না ভুলিয়া অগ্রসর হন, তাঁহারাই প্রকৃত জ্ঞানলাভ করিতে পারেন এবং আত্মা কি বুঝিতে পারেন।

২৭। যে বিশ্বাস পরিবর্ত্তন হয়, তাহা মনের কার্য্য কিন্তু আত্মার জ্ঞান কখনও পরিবর্ত্তন হয় না।

২৮। অনেক জন্ম ঘুরিয়া অনেক অবস্থার মধ্য দিয়া আসিয়া তবে সদ্‌গুরু লাভ হয়।

২৯। যাঁহারা গুরু চরণ আশ্রয় করিয়া পড়িয়া থাকেন তাঁহাদের আর কিছুই করিতে হয় না। আপনা হইতেই সমস্ত হয়।

৩০। প্রথম প্রথম সাধন পাইয়া অধিক সাধুসঙ্গ করা ভাল নয়; তখন নির্জ্জনবাস অধিক উপকারী।



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



৩১। ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত অর্থাৎ ভোর ৪টার সময়, বেলা এক প্রহরের পর এক দণ্ড, আড়াই প্রহরের পর এক দণ্ড এবং সন্ধ্যার সময় প্রকৃষ্ট ভজনের সময়। এই চারি সময়ে দেবতারা এবং সাধু মহাত্মারা বিচরণ করেন। এই সময়ে সাধন করিলে তমঃ শীঘ্র নাশ হয়।

৩২। কোন একটা সামান্য কারণে সরলনাথ ও শ্রীধরে মারামারি হইয়াছিল। ঠাকুর সেই কথা শুনিয়া শ্রীধরকে তৎক্ষণাৎ রাধাকুণ্ডে চলিয়া যাইতে আদেশ করিলেন এবং সরলনাথকে বলিলেন, "তুমি প্রত্যহ বৃন্দাবনে পাঁচ ক্রোশী পরিভ্রমণ করিবে ও কোনও না কোন দেবালয় দর্শন করিবে। আজ হইতে তুমি আমার কোন সেবার কার্য্য করিতে পারিবে না।" আর আর সকলকেও প্রত্যহ কোন না কোন ঠাকুর দর্শন করিতে আদেশ দিলেন।

৩৩। সমস্ত দিনে অন্ততঃ দশবার নাম করিতে পারিলেও কাজ হইবে।

৩৪। যেখানে সঙ্কোচ সেখানে ভগবান বাস করেন না। তিনি বৈকুণ্ঠে বাস করেন। বৈকুণ্ঠ অর্থাৎ যেখানে কুণ্ঠা বা সঙ্কোচ নাই

৩৫। গুরুবাক্য আশ্রয় করিয়া ঠিক সত্য পথে চলিয়া যাইবে; কোন বাধা বা নিষেধ কিছুতেই শুনিবে না। সংসারের সকলে তোমাকে ত্যাগ করে, সে দিকে তুমি তাকাইও না।

৩৬। যত কার্য্য হইতেছে, সমস্তই মঙ্গলের জন্য। কখন কোন্ ঘটনার মধ্য দিয়া ভগবানের দয়া প্রকাশিত হইবে তাহা বলা যায় না; একদিন না একদিন কৃপা হইবেই।

৩৭। ধাক্কা না খাইলে শিক্ষা হয় না।

৩৮। কিলিয়ে কখনও কাঁঠাল পাকান যায় না।



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



৩৯। সহস্র বৎসরের অন্ধকার একটী সামান্য মৃৎ-প্রদীপে নষ্ট করে।

৪০। সকলেই যদি এক সঙ্গে প্রেম ভক্তি লাভ করে, তবে সংসার নষ্ট হইয়া যাইবে। স্থির হও, ক্রমে সকলই হইবে।

৪১। ভগবান অনুভূত না হওয়া পর্য্যন্ত ভক্তি জন্মে না।

৪২। তীর্থ স্থান মাহাত্ম্য অতি চমৎকার। তীর্থে বাস করিলে একটু না একটু ভক্তি প্রাণে হইবেই।

৪৩। ব্রজের ধূলায় একবার গড়াগড়ি দিলে এমন কে আছে যে চ'খের জল রাখিতে পারে।

৪৪। বীর্য্য রক্ষা করিবে। স্বপ্নদোষ হইলে চিন্তিত হইও না। নাম করিতে থাক, ক্রমে সব থামিয়া যাইবে।

৪৫। ভগবান বেশ্যার উপপতি এবং মাতালের মদ জুটাইয়া দেন।

৪৬। ঋতুর পর ব্যতীত অন্য কোন সময়, নিজের কাম চরিতার্থ করিবার জন্য স্ত্রী সহবাস করা উচিত নয়।

৪৭। সর্ব্বদা স্ত্রীলোক হইতে দূরে থাকিতে চেষ্টা করিবে। স্ত্রীলোকের সঙ্গে যত কম মিশিয়া পার ততই ভাল।

৪৮। প্রাণায়াম করিবার সময় স্ত্রীলোক স্পর্শ করিবে না; দর্শন না করিয়া পারিলে আরও ভাল।

৪৯। পূর্ব্বে লেখা আছে।

৫০। যাহারা পৃথিবীর শক্তির উপর নির্ভর করে—তাহারা অন্ধ। কেবল একমাত্র সহায় দীননাথ কাঙ্গাল স্মরণ। তিনিই নিরাশ্রয়ের আশ্রয়।



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



৫১। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের দাস, তিনি রাজাই হউন, সন্ন্যাসীই হউন, ভদ্র বা চণ্ডালই হউন, সাধু বলিয়া সকলেরই আদরণীয়। ভগবানের প্রতি যাঁহার ভালবাসা, তিনিই কেবল শ্রেষ্ঠ।

৫২। এই শরীরই সংসার; এই সংসারে যদি তাঁহাকে রাজা করিতে পার তবেই সুখ।

৫৩। যেখানে ভগবানের রাজত্ব, সেখানেই স্বার্থ-ত্যাগ।

৫৪। অনেকে হিংসা, দ্বেষ, পরনিন্দা প্রভৃতি দোষ সংশোধনে তত যত্ন না করিয়া কেবল কাম, ক্রোধ প্রভৃতি দমন জন্য চেষ্টিত হয় কিন্তু হিংসা, পরনিন্দা, প্রভৃতি কাম ক্রোধ হইতে কোন অংশে ছোট পাপ নহে; বরং বেশী।

৫৫। সংসার কি? পরমেশ্বরের যে বহির্মুখতা তাহাই সংসার। টাকাকড়ি, স্ত্রী-পুত্র সংসার নয়। পরমেশ্বর পরিত্যাগ করিয়া স্বার্থের পূজা, তাঁহার অনাদর—এই সংসার।

৫৬। ধর্ম্মলাভের আশঙ্কা জন্মিলেই চিত্তের অহংকার নষ্ট হয়। সেই নিরহঙ্কার চিত্তেই ভক্তির উদয় হয়। ধন-মানাদিতে অহঙ্কার সত্ত্বে কখনও ভক্তি আসিতে পারে না।

৫৭। যে ব্যক্তি প্রভুকে পায়, সে আর আপনার আমিত্ব রাখিতে চায় না; প্রভুকেই রাখিতে চায়।

৫৮। তাঁহার রূপের সহস্র কণিকার কণিকাও যদি মানুষের প্রাণে প্রবেশ করে, তবে সাধ্য কি যে মানুষ তাঁহাকে ভুলে।

৫৯। যে স্থানে পরনিন্দা, পরগ্লানি, মন্দ আলাপ হয়, সেই স্থান হইতে তৎক্ষণাৎ চলিয়া যাইবে।



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



৬০। যে স্থানে গেলে ধর্ম্মভাব উদয় হয়, অধর্ম্ম ভাব বিদূরিত হইয়া যায় এবং যে স্থলে কোন প্রকার দলাদলি সম্প্রদায় নাই, সেই সৎসঙ্গ। যে স্থানে সৎসঙ্গ, সে স্থানে সর্ব্বদা সৎকথা, সদালাপ ও সদানন্দে পরিপূর্ণ।

৬১। সাধুসঙ্গের অনেক গুণ। সাধুসঙ্গে অনেক লোক পবিত্র হয়। সর্ব্বদা সাধুসঙ্গ করিতে চেষ্টা করিবে।

৬২। নাম, সৎসঙ্গ, সদ্‌গ্রন্থ পাঠ এবং অভিমান ত্যাগ করিয়া নিজকে অতি নীচ মনে করা ইত্যাদি দ্বারা ধর্ম্মভাব সকল রক্ষা পায়। অহঙ্কার করিলে দর্পহারী ভগবান দর্প চূর্ণ করেন। একটুকু মাত্র অহঙ্কার বা অভিমান করিলে সকল ধর্ম্মভাব তিরোহিত হইয়া যায়। ধর্ম্ম-জগতে যে যত নীচ ও বিনয়ী তাহার তত বেশী অধিকার।

৬৩। সত্য অবলম্বন কর। যে বস্তুর মূলে সত্য নাই তাহার কোন মূল্য নাই। সত্য যদি একটুকু লাভ করিতে পার তবে সত্যের কত মহিমা বুঝিতে পারিবে। সত্য কি আস্বাদনের বস্তু, কি প্রত্যক্ষ বস্তু তাহা বুঝিতে পারিবে।

৬৪। অস্তীতি সত্যং। যাহা আছে তাহাই সত্য, তাহা আস্বাদন করা যায়, প্রত্যক্ষ করা যায়। তোমরা যদি সত্য বুঝিতে পার, তাহা হইলে ধর্ম্ম তোমাদের নিকট প্রত্যক্ষ বস্তু হইবে। যে সত্য বুঝিয়াছে সে কখনও তাহার বিরুদ্ধে কাজ করিতে পারে না; কিন্তু যতদিন সত্যের উপলব্ধি না হয় ততদিন তোমাদের পুনঃ পুনঃ পতনের সম্ভাবনা। সত্য উপলব্ধি করিতে পারিলে আর ইন্দ্রিয়ের আধিপত্য থাকে না। সত্যই ইন্দ্রিয়ের অধিপতি।



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



৬৫। দিন গেল, ভাঙ্গা ঘাটে আর কতদিন রহিবে।

৬৬। প্রাণে একটুকু ধর্ম্ম উপার্জ্জিত হইলে তাহা হইতে আত্মাতে ক্রমশঃই গভীর হইতে গভীরতর অমূল্য তত্ত্বরত্ন লাভ হইয়া থাকে।

৬৭। ধর্ম্মজীবন না হইলে অনুষ্ঠানের কোন মূল্য নাই। গঙ্গাস্নান করিতেছ, মালাজপ প্রভৃতি অনুষ্ঠান করিতেছ, অথচ প্রাণে নিষ্ঠা আসিতেছে না, তাহাতে ফল কি? ধর্ম্ম বাহিরের বস্তু নহে।

৬৮। ভগবান ও ভক্তে কি সম্বন্ধ জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন,—"ভগবান বঁড়শী—ভক্ত মাছ; ভগবান ধরেন—ভক্ত ধরা দেন।"

৬৯। যেমন নদী পাষাণ ভেদ করিয়া সমুদ্রে চলিয়া যায়, সেইরূপ তাঁহার আকর্ষণ প্রাণে লাগিলে সংসারের নানা বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া প্রাণ তাহার নিকট উপস্থিত হয়। শুভ মুহূর্ত্তের অপেক্ষা কর, চিন্তা নাই, সব হইবে।

৭০। যেমন একটী বীজের মধ্য হইতে বৃক্ষ বাহির হইলে আর তাহা বীজের মধ্যে লুকাইতে পারে না, ক্রমে শাখা প্রশাখায় বাড়িতে থাকে, ভক্তির লক্ষণও এই প্রকার। একবার তাহা প্রকাশ পাইলে আর অন্তর্হিত হয় না; ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

৭১। তাঁহাকে লাভ করিতে না পারিলে প্রাণে ভক্তির উদয় হয় না।

৭২। সাধন ভজন এই জন্যই করিতে হয় যে উহা দ্বারা ভগবান যে আমার প্রয়োজনীয় বস্তু, বাসনা কামনা যে আমার দেবতা নহে, বুঝা যায়।

৭৩। যেমন মেঘে সূর্য্য আবৃত থাকিলে, তাহার তেজ দৃষ্ট হয় না; সেইরূপ সর্ব্বপ্রকার পাপের আবরণ হইতে মুক্ত না হইলে ভগবানের প্রকাশ হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে না।



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



৭৪। সাধনের দ্বারা প্রাণের মলিনতা, অপবিত্রতা দূর হইয়া যায়; প্রাণ তাঁহার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। সাধনের দ্বারা হৃদয়-দর্পণ পরিষ্কৃত, মার্জ্জিত না হইলে সেই পবিত্র সূর্য্যের কিরণ প্রতিফলিত হইতে পারে না, এই জন্যই সাধনের প্রয়োজন।

৭৫। যেমন নদী শুষ্ক হইয়া গেলেও তাহাতে একটুকু স্রোত থাকিলেই একদিন না একদিন তাহা সাগরে যাইয়া পড়িবে; তেমনই তোমাদের প্রাণ যতই কেন শুষ্ক হউক না ঐ ভগবানের প্রতি আকর্ষণ টুকু থাকিলে, একদিন না একদিন তাঁহার সহিত যুক্ত হইবেই হইবে।

## মনোরমার মৃত্যুর পর তাঁহার স্বামীর চিঠি—

.....করতাল নিয়া আমরা "হরি হরয়ে নমঃ" গান ধরিয়া দিলাম। রেবতী, বেণী, মথুর, বেহারী, আমি ও ছেলেরা সকলেই গাহিলাম। ছেলেরা হরিবোল হরিবোল বলিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিল। সেই প্রাণপণ হরিধ্বনির মধ্যে হরিপরায়ণা মায়িক দেহ পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। বুধবার রাত্রে কলিকাতার উমেশ বাবু (চাঁদশীর) বসিয়া নাম করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন, একখানা শ্বেতবস্ত্র পরা মনোরমা অতিশয় প্রফুল্ল মুখে দাঁড়াইয়া আছেন। ঐ রাত্রে শ্রীগুরুদেবের বাটীতে থাকিয়া মোহিনী বাবু (যিনি গুরুদেবের নিকট পাঠ করেন) স্বপ্নে দেখিলেন,—"শ্রীগুরুদেব বলিতেছেন দেখ দেখ মনোরমা আসিয়াছেন।" মোহিনী বাবু বলিলেন, "আমরা যখন দেখিতে পাই না তখন আমাদিগকে বলেন কেন? আপনিই দেখুন।" শ্রীগুরুদেব বলিলেন, "না আপনারাও দেখিবেন।" এই কথা শুনিয়া মোহিণী বাবু পশ্চিম দিকে তাকাইলে একটী অপূর্ব্ব জ্যোতিঃর ধারা দেখিতে পাইলেন। ঐ জ্যোতিঃ অতিশয় উজ্জ্বল ও মধুর। সেই জ্যোতিঃর মধ্যে তক্ তক্



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



করিয়া একটী অত্যুজ্জ্বল মূর্ত্তি প্রকাশিত হইতে লাগিল। মোহিণী বাবু শ্রীগুরুদেবকে বলিতে লাগিলেন, "এ মূর্ত্তি দেখিয়াও আমি চিনিতে পারিলাম না; যে মূর্ত্তিতে মনোরমা ইহলোকে আমাদের নিকট প্রকাশ ছিলেন, সেই মূর্ত্তিতে দেখিতে চাই।" বলিতে বলিতে এক পাশে সেই মূর্ত্তির প্রকাশ হইল। পরিষ্কার একখানা ধুতি পরা, আনন্দে পরিপূর্ণ, আনন্দময়ীরূপে মনোরমা কতই হাসিয়া কথা কহিতে লাগিলেন। মোহিণী বাবু দেখিলেন সে মূর্ত্তি দয়া, মায়া, পতিপ্রেম ও অপত্যস্নেহে পরিপূর্ণ। কিছুকাল পরে সেই মূর্ত্তি মোহিণী বাবুকে বলিলেন,—"আমি এখন একবার শান্তির সঙ্গে দেখা করিতে যাই।" মোহিণী বাবু বলিলেন, —"একবার আমাদের বাড়ী যাইবেন না?" তিনি বলিলেন,—"আমার অনেক কাজ, তবে আপনাদের বাড়ীও যাব।" নিদ্রা ভঙ্গ হইলে মোহিণী বাবু শ্রীগুরুদেবকে এই স্বপ্নবৃত্তান্ত বলিতেছিলেন, এমন সময় শান্তি উপরে আসিয়া বলিলেন,—"বাবা, আমি রাত্রিতে মনোরমাকে স্বপ্নে দেখিলাম, পরিষ্কার একখানা ধুতি পরা, অতিশয় আনন্দময়ী মূর্ত্তি, অতি চমৎকার একটী আনন্দময় মন্দিরের মধ্যে; কাছে একটী মেয়ে বসাইয়া রাখিয়াছেন। মোহিণী বাবু ও শান্তির স্বপ্ন মিলাইলে দেখা যায় যেন মোহিণী বাবুকে বলিয়াই শান্তির কাছে গেলেন, ঠিক তেমন সময়েই শান্তি দেখিলেন। মোহিণী বাবু বলিলেন, "তিনি নিদ্রিতাবস্থায় দেখিয়াছেন বটে কিন্তু তাঁহার সেটি স্বপ্ন নহে, প্রত্যক্ষ হইতেও প্রত্যক্ষতর প্রতিভাত হইতেছে।"

শ্রীগুরুদেব স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনিয়া বলিলেন,—"যাহা দেখিয়াছেন উহা সমস্তই সত্য। যে জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি দেখিয়াছেন উহাই আত্মার স্ব স্বরূপ, উহা কারণ দেহ। আর শেষে যাহা দেখিলেন উহা পরলোক তত্ত্ব; ঐ দেহ অতিবাহিক দেহ। মনোরমা কারণ দেহেই বাস করিতেছেন। আপনি



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



চিনিতে পারিলেন না বলিয়াই আপনাকে দ্বিতীয় দেহে দেখা দিলেন।" মোহিণী বাবু প্রশ্ন করিলেন, "তবে কি মনোরমা দেহত্যাগ ক'রেছেন?" গুরুদেব উত্তর করিলেন, "দেহত্যাগ না করিয়াও তিনি ইহা দেখাইতে পারেন, বিশেষতঃ মুক্ত জীবেরা দেহত্যাগের দেড় প্রহর পূর্ব্বেই দেহ ছাড়িয়া বেড়াইয়া থাকেন। মনোরমার যে অবস্থা দেখিয়াছেন তাহা ঠিকই।" মোহিণী বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তিনি কি মুক্ত ছিলেন?" গুরুদেব বলিলেন, "মুক্ত কি! তাঁহার অবস্থা মুক্তির অনেক উপরে।" বুধবার রাত্রে সকলের স্বপ্নদর্শন, বৃহস্পতিবার সকালবেলা সাড়ে নয়টার সময় তাঁহার মায়িক দেহত্যাগ।

মনোরমা সম্বন্ধে এই কয়েকদিনে গুরুদেব বহুতর কথা বলিয়াছিলেন। সমস্ত এখন মনেও আসিতেছে না। আমার কাছে বলিয়াছেন যে মনোরমা মাতৃলোকে আছেন, সেখানে তাঁহার পূজা হইতেছে। পূর্ব্বের ন্যায় এখনও তাঁহার সকলের প্রতি স্নেহের, প্রেমের সম্বন্ধ আছে। একদিন যে তাঁহার সঙ্গ পাইয়াছে সেও ধন্য হইয়াছে; এমন বস্তু জগতে দুর্লভ। বেণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি জন্য তাঁহার জন্ম হইয়াছিল।" শ্রীগুরুদেব বলিলেন, "কোন কর্ম্মফলে তাঁহার জন্ম হয় নাই তিনি জীবন্মুক্ত ছিলেন, তিনি যোগভ্রষ্টা নহেন। সংসারে নানা অবস্থার মধ্যে থাকিয়া ষোল আনা সংসার করিয়া, কেমন করিয়া ধর্ম্মসাধন করিতে হয় তাহার আদর্শ দেখাইবার জন্য ভগবান তাঁহাকে জগতে পাঠাইয়াছিলেন। উদ্দেশ্য শেষ হইয়া গিয়াছে, তিনি চলিয়া গিয়াছেন। যে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক এ জীবন দেখিতে পারিবে, সেই উপকৃত হইবে।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "শ্রাদ্ধ কি প্রণালীতে হইবে?" তিনি বলিলেন, "এ সব সামাজিক বিষয়, নিজের রুচি অনুরূপ করাই ভাল।" আমি বলিলাম, "মনোরমার আত্মার



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



যাহাতে কল্যাণ হয় সেইরূপই করা কর্ত্তব্য।" শ্রীগুরুদেব বলিলেন, "তাঁহার আত্মার কল্যাণ আপনাদিগকে করিতে হইবে না, তাহা তিনি নিজেই করিয়া গিয়াছেন।" সতীশ বাবুর কথার উত্তরে বলিলেন, "এমনটী কোটিতে গুটী হয়; এক সময় এমন দুটী আসে না।" একটু জোর করিয়া বলিলেন, "সমস্ত পৃথিবী খুঁজিয়া কেহ আর একটী এরূপ বাহির করুক দেখি?" আমি বলিলাম, "আমার সংসারে থাকিয়া নানা কার্য্যে তিনি সমাধিতে বসিতে অবসর পান নাই, এখন নিরাপদে বসিতেছেন।" শ্রীগুরুদেব বলিলেন, "আপনারা তাঁকে চিনিতে পারেন নাই, বসা না বসা তাঁহার পক্ষে সমানই ছিল।" এই কথা শুনিয়া রেবতা বলিলেন, "তিনি কত বার মনোরমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে না বসিতে পারিয়া তাঁহার কোন ক্ষতি হয় কিনা? মনোরমা বলিয়াছেন, "কোন ক্ষতি হয় না।" শ্রীগুরুদেব বলিলেন, "মনোরমা সম্পূর্ণ অনাসক্তভাবে সংসার করিয়াছেন, কিছুতেই তাঁহার বাসনা ছিল না।" হাজারিবাগ হইতে একজন লিখিয়াছেন যে, তথাকার একজন পূজ্যপাদ ভক্ত এই ঘটনা শুনিয়া বলিলেন, "তিনি শ্রীমতীর চরণে গিয়াছেন।" ঐ পত্রে আরও লিখা আছে যে, "তিনি শ্রীধামে শ্রীমতীর নিত্যলীলা সহচরী হইয়াছেন। ব্রজগোপীর অংশে জন্ম, পুনঃ ব্রজে গিয়াছেন। প্রভু গৌরাঙ্গের কৃপায় তাঁহার দেবতারা আসিবেন। নরলোকের এ ক্রিয়ায় বড় সম্পর্ক থাকিবে না।" এই সকল কথা গুরুদেবকে বলিলাম। তিনি বলিলেন, "এ সকল কথা ঠিকই।" অধিক কি লিখিব, এই কয়েকদিন মনোরমা সম্বন্ধে শ্রীগুরুদেব কত কথাই বলিয়াছেন, সকল মনে আসিতেছে না। আমাকে বলিলেন, "আপনার স্ত্রী ত অন্য লোকের স্ত্রীর মত নহেন।" আমি কি ভাবে চলিব? উত্তর তাহাও তিনি জানাইবেন, ইত্যাদি।



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



একখানি নেকড়ায় একখানি মানিক বাঁধা থাকিলে মাণিকটি খসিয়া পড়িয়া গেলে, নেকড়াখানি যেমন রাস্তায় পড়িয়া থাকে, সকলে তাহাকে পদতলে দলিয়া চলিয়া যায়, আমিও সেইরূপ পড়িয়া আছি; আমাকে সকলে দলিয়া গেলেই উপযুক্ত কার্য্য হয়। যে রত্নের মূল্য হাজার টাকা জানিতাম এখন হারাইয়া গেলে প্রহরীরা বলিতেছেন তাহার মূল্য ছিল অনেক বেশী। যত শুনিতেছি ততই আপনাকে হতভাগ্য মনে করিতেছি।

মনোরঞ্জন—কোন বিশ্বস্ত লোকের কাছে কোন তত্ত্ব শুনিয়াও তাহাতে বিশ্বাস করা যায় না, ইহার কারণ কি?

গোস্বামী প্রভু—পরের মুখে শুনিয়া ষোল আনা বিশ্বাস হইবে ইহা ঈশ্বরেরও ইচ্ছা নহে; ওরূপ বিশ্বাস জন্মিলে আর প্রত্যক্ষ করিতে যত্ন থাকিবে কেন? আপনাদের তো কিছু বিশ্বাস আছে। এ বিষয় (যোগতত্ত্ব সম্বন্ধে) আমার কিছুই মোটে বিশ্বাস ছিল না। কিন্তু গুরুদেব ক্রমে কান মলিয়া বিশ্বাস জন্মাইয়াছিলেন। আমি গুরুদেবকে বলিয়াছিলাম যে আপনার এসব কথায় আমার বিশ্বাস হয় না। তিনি বলিলেন ক্রমে হইবে। ইহার পর মাঝে মাঝে আর ছায়ার মতন কি দেখিতাম এবং অস্পষ্ট শব্দাদি শুনিতাম। পরে একদিন আমাকে সমাধিস্থ করিলেন এবং আপনিও সেইরূপ হইয়া আমাকে দেহ হইতে বাহির করিয়া ফেলিলেন। তিনিও দেহ হইতে বাহির হইলেন। দুইটী দেহ নীচে পড়িয়া রহিল। আমরা শূন্যপথে কিছুদূর এক ভিন্ন স্থানে গেলাম। সেখানে কয়েকটী সাধু সন্ন্যাসী ছিলেন। তাঁহাদের আশ্রম দেখিলাম। আবার ফিরিয়া দেহের মধ্যে আসিলাম। ইহার পরও মনে হইতে লাগিল, যাহা দেখিলাম তাহা ভ্রম, স্বপ্ন না কোন ভোজের বাজী। যে দিকে সাধুদের দেখিয়াছিলাম পরীক্ষার জন্য সে দিকে হাঁটিয়া



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



চলিলাম ; গিয়া পূর্ব্বে যাহা দেখিয়াছিলাম তাহাই দেখিলাম। ইহাতেও ষোল আনা বিশ্বাস জন্মিল না। অতঃপর একদিন গুরুদেব আমার সাম্‌নে মৃতদেহে প্রবেশ করিয়া দেখাইলেন ; তবে বিশ্বাস হইল।

মনোরঞ্জন—আমার মনে হয় শিষ্য যখন সম্পূর্ণ গুরুশক্তির অধীন হইবে, তখন আর পাপ করিতে তাহার কোন সাধ্য থাকিবে না। আমি যাহাকে মিস্ মেরাইজ্ করি, সে আমার ইচ্ছাকে অতিক্রম করিয়া কিছুই করিতে পারে না। শিষ্যেরও এমন অবস্থা হইবে যে গুরুর ইচ্ছাকে অতিক্রম করিতে পারিবে না ; আমার এ বিশ্বাস কি সত্য ?

গোস্বামী প্রভু—হ্যাঁ, সম্পূর্ণ সত্য।

মনোরঞ্জন—মনোরমা ধ্যানেতে আপনাকে দেখিতে পান, তবে আর সাক্ষাতে দেখিতে ইচ্ছা করেন কেন ?

গোস্বামী প্রভু—উহা হয়। সনাতন গোস্বামী সমস্ত লীলা প্রকট দেখিতেন তবুও বিগ্রহ পূজার জন্য তাঁহার কত অনুরাগ ছিল।

মনোরঞ্জন—ইহলোকে থাকিতে আপনাকে দেখিবার জন্য মনোরমার একান্ত বাসনা দেখিতাম ; এখন কি দেখিতে আসেন ?

গোস্বামী প্রভু—( হাসিয়া ) প্রায় দিন রাতই আসেন। যখন আমি পাঠ করি, তখন ঐ স্থানে ( অঙ্গুলী দ্বারা এক স্থান দেখাইয়া ) আসিয়া বসেন। আশ্চর্য্য বাধ্যতা ! আমার এই ঘরে স্ত্রীলোকের আসার নিয়ম নাই। তিনি পরলোকে গিয়াও সেই নিয়ম মানিয়া চলিতেছেন। তাঁহার এখন যে কি আশ্চর্য্য শোভা হইয়াছে তাহা বলিবার নহে। দুর্গা কিম্বা সরস্বতী প্রতিমা যেন মুকুট এবং অসংখ্য মণিরত্ন দ্বারা সাজান। সে তো মণিমুক্তা নয়, কেবল জ্যোতিঃ।

মনোরঞ্জন—আমার প্রতি কি তাঁহার মায়া মমতা আছে ?



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



গোস্বামী প্রভু—মায়া নাই, ভালবাসা আছে। তাঁহার এখানে যাহার সঙ্গে যে সম্বন্ধ ছিল তাহা-নিত্য-সম্বন্ধ। এক দিনের জন্যও যে তাঁহার সঙ্গ করিয়াছে—সে ধন্য হইয়াছে। শ্রদ্ধার সহিত যে তাঁহার বিষয় ভাবিবে তাহারই উপকার হইবে।

মনোরঞ্জন—শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণের দিন কি মনোরমা আসিয়াছিলেন?

গোস্বামী প্রভু—অতি আশ্চর্য্য! নিজে উপস্থিত থাকিয়াই সমস্ত করিলেন; এসব কথা বলিবার নহে। একটী বৎসর শুদ্ধভাবে থাকিলে বুঝিতে পারিবেন।

মনোরঞ্জন—কিরূপভাবে থাকিব?

গোস্বামী প্রভু—তাহা তিনিই (মনোরমা) জানাইবেন।

মনোরঞ্জন—আমি স্বপ্নে দেখিলাম, মনোরমা আসিয়া বলিলেন, "তুমি কাঁদ কেন?" আমি বলিলাম, "তুমি ছাড়িয়া গিয়াছ, কাঁদিব না?" মনোরমা বলিলেন, "আমি তো র'য়েছি, আমার দেহটা শুধু নাই।" এ স্বপ্ন কি সত্য?

গোস্বামী প্রভু—হাঁ, সত্য বই কি।

মনোরঞ্জন—সে দিন মুকুন্দের কীর্ত্তন শুনিতে শুনিতে মনে হইল গোপীরা এত করিয়া ডাকিলেন, এত করিয়া কাঁদিলেন, তাহাতেও শ্রীকৃষ্ণ আসিলেন না। তাঁহাদের মত ডাকিতে, কাঁদিতে কে পারিবে? তবে আর মানুষের আশা কি?

গোস্বামী প্রভু—আমিত্ব থাকিতে দেখা পাওয়া যায় না। গোপীকাদের মধ্যে আমিত্ব ছিল, বড়াই ছিল, শেষে যখন দশম দশায় কিছুই থাকিল না, তখন দর্শন হইল।



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



মনোরঞ্জন—অনেকে দেব-দেবী দর্শন করেন, কিন্তু মনোরমা সে সব কিছুই দেখেন নাই। ইহার কারণ কি ?

গোস্বামী প্রভু—গুরুতে ঐকান্তিক নিষ্ঠা থাকাতে গুরু ভিন্ন অন্য কিছু দেখিতে তাঁহার বাসনা হয় নাই। তাহাতেই দেব দেবী দর্শন হয় নাই।

মনোরঞ্জন—কিছুদিন দেওঘরে আমাদের বাড়ীতে আরতির সময় আপনার ফটোর মধ্যে আপনার বামদিকে মা ঠাকুরাণীকে ( যোগজীবনের মাকে ) দেখিতে পাইতেন্। ইহা কি ধান্ধা না সত্য ?

গোস্বামী প্রভু—ধান্ধা কি হয়, সত্যই।

মনোরঞ্জন—ব্যারামের মধ্যে মনোরমা বলিলেন, "আমাকে জল দাও, বরফ দাও। একটা বৃষ্টি হইলেই আমি দুই তিন দিনের মধ্যে সারিয়া যাইব।" সেই দিনই বৃষ্টি হইল কিন্তু মনোরমা তো আরাম হইল না। কথা এরূপ মিথ্যা হইল কেন ?

গোস্বামী প্রভু—তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা ঠিকই হইয়াছে। বৃষ্টি অর্থ এ বৃষ্টি নহে। সারিয়া যাওয়ারও অন্য অর্থ আছে।

**ধুলটে ঠাকুরের বাণী**—১৩০২ সালের মাঘ মাসের ধুলটে ঠাকুর একটি শ্লোক বলিয়া বলিলেন, এই শ্লোকটি প্রত্যহ শয়ন করিবার সময়ে এবং গাত্রোত্থান করিবার সময়ে পাঠ করিয়া প্রণাম করিবে।

শ্লোকটী যথা,—

"ওঁ কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমাত্মণে।
প্রণতঃ ক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমোনমঃ॥

**তন্ত্রোক্ত আচার**—তন্ত্রে তিন রকম আচারের কথা উক্ত আছে,—পশ্বাচার, বীরাচার এবং দিব্যাচার। পশ্বাচার অর্থাৎ পশুর মত আচার ; যখন যে প্রবৃত্তি হইল, ভালমন্দ বিচার না করিয়া তখনই



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



তাহা চরিতার্থ করা। বীরাচার অর্থাৎ বীরের ন্যায় আচার; প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। বীরাচারীরা সাধারণতঃ মদ্য, মাংস খাইয়া থাকেন। আমাদের মনের মধ্যে অনেক সময়ে অনেক প্রবৃত্তি লুক্কায়িত থাকে, আমরা তাহা টের পাই না। মদ খাইলে গুপ্ত প্রবৃত্তি উত্তেজিত হয়। তখন বুঝা যায় কোন্ প্রবৃত্তি আছে, কোন্ প্রবৃত্তি নাই। তখন তাহা দমন করিতে চেষ্টা করা যায়। এই জন্য বীরাচারীরা মদ খান। দিব্যাচার অর্থাৎ শুদ্ধ বৈষ্ণবের আচার।

পশ্বাচার, বীরাচার ও দিব্যাচারে সিদ্ধ হইলে তবে তিনি আনন্দ ও স্বামী উপাধি পাইতে পারেন।

কর্ম্ম কর, কর্ম্ম কর; কর্ম্ম না করিলে ভোগ শেষ হয় না এবং মন শুদ্ধ হয় না।

কলিযুগে বৈদিকমতে ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কাহারও সন্ন্যাস গ্রহণের অধিকার নাই। তবে অনুরাগে সময়ে সময়ে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইতে পারে; কিন্তু তাহা একটা নিয়ম নহে।

**সাধন ভজনের প্রয়োজনীয়তা**—সাধন করিয়া কখনও ভগবানকে পাওয়া যায় না। যেমন পায়খানায় বসিয়া রসগোল্লা খাওয়া যায় না, সেই রকম আমাদের প্রাণটা পায়খানার মত; সাধন ভজন দ্বারা এই পায়খানা পরিষ্কার করিতে হইবে তবে ত ভগবানরূপ রসগোল্লা খাইতে পারিব। প্রস্তুত হইয়া থাকাই সাধন ভজনের উদ্দেশ্য, যেন ভগবান যখন আসিবেন তখনই তাঁহাকে প্রাণে রাখিতে পারি। নতুবা পায়খানা-ময় প্রাণে তিনি আসিলেই বা তাঁহাকে সম্ভোগ করিতে পারিব কেন? এইজন্য সাধন ভজন দরকার।



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



**বিশ্বাস**—যাহাতে যাহার বিশ্বাস নাই তাহার নিকট সে কথা কখনও প্রকাশ করা উচিত নহে। বৃন্দাবনের কোনও এক বনে গিয়া আমি সমস্ত বৃক্ষাদিতে রাধাকৃষ্ণ নামাঙ্কিত দেখিয়াছিলাম। তৎপরে শিরোমণী মহাশয়ের নিকট আসিয়া সে কথা প্রকাশ করায়, তিনি চুপ করিয়া রহিলেন, কিন্তু সেখানে এক বৈষ্ণবী ছিলেন, তিনি বড় আশ্চর্য্য হইলেন, কিছুতেই সে কথা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। আমি ভাবিয়াছিলাম তাহারাও বোধহয় আমার মত নামাঙ্কিত দেখিয়াছিল, নতুবা আমি একথা প্রকাশ করিতাম না।

**উপদেশ**—"নাম করিতে করিতে যে অবস্থা হয় অথবা যে দর্শন হয়, তাহা ধরিয়া রাখার নাম ধারণা।"

"হঠাৎ এক সময় কিছু খুলিয়া যাইবে না। ক্রমে ক্রমে লাভ হইবে। যথা,—কাম প্রবল, কমিয়া গেল; ক্রোধ কমিল; জীবে দয়া প্রকাশ পাইবে।"

"যাহা বুঝা যায় না, তাহা কিছু না।"

"আত্মা প্রস্তুত হ'লে পরে ভগবৎদর্শন আরম্ভ হয়।"

"সংসার থাকিবে না; কাম, ক্রোধ, বাসনা এসব থাকিবে না।"

"ঈশ্বর দর্শনের পূর্ব্বে মহাপুরুষ ও দেবতা দর্শন হয়। তাহাতে হৃদয়ের বিশ্বাস পরিবর্ত্তন হয় না।"

"ভগবদ্দর্শনই লক্ষ্য।"

"দেব দর্শনে, যিনি যে দেবতা ভালবাসেন, তাহাই প্রকাশ হয়। সে অবস্থা বাক্য দ্বারা বুঝান যায় না।"

"বেদ পুরাণ যত শাস্ত্র এ সমস্ত কি ভাবে হইয়াছে, সৃষ্টি কিরূপে হইয়াছে, এই সকল প্রকাশ হইতেই মায়া চলিয়া যায়; তখন সমস্ত



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



ব্রহ্মময় হয়। আবার সৃষ্টিমধ্যে প্রবেশ হয়, তখন ভগবৎ লীলা দেখা যায়।"

"আত্মার ত মৃত্যু নাই কিন্তু পরিচয় পাইয়া যাইবে। মৃত্যু কিছুই নহে। যেমন দীপের তৈল ফুরাইলে নিভিয়া যায়।"

**বেশী আহার করা উচিত নয়**—যত ব্যাধি সমস্তই বেশী আহারের দরুণ জন্মে। আহার ক্রমে কমাইবে। রাত্রে আহার করা ভাল নহে। তোমাদের যত স্বপ্নদোষ প্রভৃতি হয়, সমস্তই রাত্রে আহারের দরুণ। আহার ক্রমে ক্রমে কমাইলে শরীর সুস্থ, সবল ও প্রফুল্ল হয়; শরীর সুস্থ না রাখিলে কোন কার্য্য সিদ্ধ হইবে না; অতএব আহার যত কম হইবে ততই মঙ্গল।

**পরনিন্দা ও আত্ম-প্রশংসা**—পরনিন্দা করিলে নরহত্যা এবং আত্ম-প্রশংসা করিলে আত্মহত্যা করা হয়।

**নানকজী**—নরকবাসীদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া শ্রীভগবানের নিকট যাচ্ঞা করিয়া জনক রাজর্ষি নানকরূপে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীভগবান তাঁহাকে বলিয়া দেন, "জীবদিগকে তিনটী বিষয় শিক্ষা দিতে—(১) ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে স্নান করিয়া ধ্যান, (২) নাম জপ, (৩) দান। ইনি অংশাবতার।

**শুকদেব ও জড়ভরত**—শুকদেব ভগবানের লীলা সমুদ্রের তীরে বসিয়া তরঙ্গ দর্শন করিয়াছিলেন এবং তাহা প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু জড়ভরত সে লীলা-তরঙ্গে ডুবিতে গিয়া আপনাকে হারাইয়া ফেলিলেন।

**শ্রীশ্রীপুরুষোত্তমে**—এখানকার শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের প্রসাদের মাহাত্ম্য অতি আশ্চর্য্য। একবার মাত্র যিনি এই মহাপ্রসাদ গ্রহণ করেন, তাঁহার আর কিছুরই দরকার হয় না। অতি ভক্তির সহিত এই মহা-প্রসাদ গ্রহণ করিতে হয়। ক্রমে ক্রমে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিতে করিতে



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



ইঁহার প্রতি ভক্তি হয়। এক দিনে কিছু হয় না। এই জন্য অনেকে আহ্নিকের সময় অন্ততঃ একটী করিয়াও মহাপ্রসাদ গ্রহণ করে, উদ্দেশ্য ক্রমে মহাপ্রসাদে ভক্তি হইবে।

এখানে আসিয়া যাঁহারা অপরাধ করেন, তাঁহাদের সহজে নিস্তার হয় না।

প্রঃ—কি রকম অপরাধ?

উঃ—শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের নিন্দা করা, অথবা স্বকর্ণে শ্রবণ করা, অথবা সাধু দিগের নিন্দা করা, শ্রবণ করা অথবা দেবাপরাধ প্রভৃতিই গুরুতর অপরাধ। এ সমস্ত অপরাধে এখানে পুনঃ পুনঃ নিম্ন-যোনীতে জন্ম হইয়া নানা কষ্ট পাইতে হয়। ব্যভিচার প্রভৃতি অপরাধে পুনঃ জন্ম না হইয়াও অন্য রকমে শাস্তি হইয়া মুক্তি হইতে পারে। অতএব এখানে খুব সাবধান।

**কৃষ্ণ নাম**—প্রঃ—"কৃষ্ণ নামে দীক্ষা পুরশ্চরণ অপেক্ষা না করে" এই কথার অর্থ কি?

উঃ—কৃষ্ণ নাম অর্থাৎ শক্তিশালী কৃষ্ণ নাম—সদ্‌গুরু-দত্ত কৃষ্ণ নাম। সদ্‌গুরু-দত্ত নামে তন্ত্রোক্ত কোন দীক্ষা কিংবা পুরশ্চরণের কোন দরকার নাই।

ভগবদ্ভক্তি কখনও তর্কে বুঝান যায় না।

**অনধিকারীর নিকট শাস্ত্র বলাও অপরাধ**—এই জন্যই বলিয়াছেন, "গোপয়েৎ মাতৃজারবৎ"। সন্তান মায়ের কোন দোষ দেখিলেও কাহাকে বলিবে না কিম্বা মাকে সাধু বলিয়া প্রচার করিবে না। কেবল চুপ করিয়া যে যা বলে তাহা সহ্য করিবে। একবার শিরোমনী মহাশয় কতকগুলি বৈষ্ণবকে সঙ্গে লইয়া বৃন্দাবন যাইতে-



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



ছিলেন। এক শাক্ত পণ্ডিতের গ্রামে একদিন বাস করিয়াছিলেন। বিশ্রাম স্থানে তিনি পুরাণ পাঠ করিতেন। সে দিন পুরাণ পাঠ সময়ে সেই গ্রামের অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আসিয়াছিলেন। শিরোমনী মহাশয় শচী-নন্দনকে অবতার বলিয়া ভাগবতের প্রমাণ দিতেছিলেন; তাহা শুনিয়া এক শাক্ত ব্রাহ্মণ খুব চটিয়া যান এবং শিরোমনী মহাশয়কে ঘোর জুয়াচোর বলিয়া গালি দেন। শিরোমনী মহাশয় বলিলেন, "আপনি যদি আমার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন, তবে আমি দেখাইতে পারি যে ভাগবতে শচী-নন্দনের কথা আছে কিনা? আপনার ও চক্ষে দেখার যো নাই। সেই ব্রাহ্মণ তাহাই করিল। শিরোমনী মহাশয় স্নান করাইয়া রীতিমত তাঁহাকে দীক্ষা দিলেন; তৎপরে ব্রাহ্মণের দিব্য জ্ঞান হইল। ব্রাহ্মণ দেখিল ভাগবতে শচী-নন্দনের স্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। সমস্ত গ্রাম সেই হইতে শিরোমনী মহাশয়ের শিষ্য হইল। অতএব অধিকারী অনুযায়ী সকলকে বলা উচিত।

**স্ত্রী জাতির প্রতি সম্মান**—স্ত্রী জাতির প্রতি সম্মান না দিলে কখনই ধর্ম্ম হয় না। স্ত্রীলোককে সম্মান করিতে হইবে।

সংহিতাকারদের মধ্যে মনুর মত আর নাই। মনুর ব্যবস্থা অনুযায়ী চলিলে অনেক বিপদ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

—:—

LIBRARY
No.....
Shri Shri ... Ashram
BANARAS



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রাপ্তিস্থান :—

সদ্‌গ্রন্থ প্রকাশনী

৮।১এম, হাজরা লেন, কলিকাতা-২৯

— ও —

শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ আশ্রম

পোঃ রামচন্দ্রপুর, ভায়া আদ্রা, মানভূম।

— ও —

মহেশ লাইব্রেরী

২।১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট ( কলেজ স্কোয়ার )

কলিকাতা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi